ISSN-0971-8435

যোজনা
ধনধান্যে

জুলাই ২০১৮ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ২২

নয়া ভারতের অঙ্গীকার

সরকারের অঙ্গীকার সবার মাথার উপর ছাদ
হরদীপ এস. পুরি

হাজার দিনে একশো শতাংশ গ্রামে বিদ্যুৎ
এ. কে. ভাল্লা

নবীকরণযোগ্য শক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি
মনোজকুমার উপাধ্যায়, অভিনব ত্রিবেদী

বিশেষ নিবন্ধ
যুবসমাজ ও গোষ্ঠী উন্নয়ন
অমরেন্দ্র কুমার দুবে

ফোকাস
কৃষকের কল্যাণ : সরকারের অগ্রাধিকার
ড. জগদীশ সাক্সেনা

দু'টি গুরুত্বপূর্ণ এক্সপ্রেসওয়ে উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

গত ২৭ মে। উত্তর প্রদেশের বাঘপতে। পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তবর্তী বা ইস্টার্ন পেরিফেরাল এক্সপ্রেসওয়ে জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করার অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল শ্রী রাম নায়েক, কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক, জাহাজ ও জলসম্পদ, নদী উন্নয়ন ও গঙ্গা পুনরুজ্জীবন বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী নিতিন গড়কড়ী, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মনোহর লাল খট্টর।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ২৭ মে জাতীয় রাজধানী অঞ্চল দিল্লিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নব-নির্মিত দু'টি এক্সপ্রেসওয়ে জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। এর একটি নিজামউদ্দিন ব্রিজ থেকে দিল্লি-উত্তরপ্রদেশ সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ১৪ লেন বিশিষ্ট মহাসড়কের প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয়টি হল-১৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ইস্টার্ন পেরিফেরাল এক্সপ্রেসওয়ে। ১ নম্বর জাতীয় মহাসড়কের কুন্ডিল থেকে ২ নম্বর জাতীয় মহাসড়কের পালওয়াল পর্যন্ত এই অংশটি বিস্তৃত।

দিল্লি-মিরাট এক্সপ্রেসওয়ের কাজ সম্পূর্ণ হলে জাতীয় রাজধানী থেকে মিরাট পর্যন্ত যাতায়াতের সময় লক্ষ্যণীয় হারে হ্রাস পাবে। একই সঙ্গে, উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া-আসার সময় কমবে।

জাতীয় মহাসড়কের এই অংশের দৈর্ঘ্য ৮.৩৬ কি.মি। এটি নির্মিত হয়েছে রেকর্ড সময়ে — নির্ধারিত সময়সীমা ছিল ৩০ মাস, কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে মাত্র ১৮ মাসে। দূষণ প্রশমন করতে একাধিক সংস্থান করা হচ্ছে, যার মধ্যে অন্যতম — হাইওয়ের দু'দিকে সাইকেল চালানোর জন্য আলাদা আড়াই মিটার চওড়া রাস্তা, যমুনা ব্রিজের ওপর উল্লম্ব বাগিচা সৌরশক্তি চালিত আলো ও শুধুমাত্র বিন্দু সেচ (ড্রিপ ইরিগেশন) পদ্ধতিতে গাছে জল দেওয়ার ব্যবস্থা। দিল্লী -মিরাট এক্সপ্রেসওয়ের মোট দৈর্ঘ্য ৮২ কি.মি.। সম্ভাব্য ব্যয় ৪৯৭৫.১৭ কোটি টাকা।

ইস্টার্ন পেরিফেরাল এক্সপ্রেসওয়ের অনুমিত খরচ ৪৬১৭.৮৭ কোটি টাকা । নির্ধারিত সময়সীমা ৯১০ দিন হলে নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হয় মাত্র ৫০০ দিনে। এই এক্সপ্রেসওয়ে বরাবর সর্বত্রই সৌরশক্তি ব্যবহৃত হবে, যা কিনা এই দেশে প্রথম । প্রতি ৫০০ মি. অন্তর থাকছে 'রেনওয়াটার হারভেস্টিং' -এর ব্যবস্থা। এক্সপ্রেসওয়ের ধারে লাগানো গাছে জল দেওয়ার জন্য বিন্দু সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ইস্টার্ন পেরিফেরাল এক্সপ্রেসওয়ে দ্বিমুখী উদ্দেশ্য পূরণ করবে। এই মহাসড়কটি ওয়েস্টার্ন পেরিফেরাল এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে যুক্ত হলে জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে যানজট ও দূষণ সমস্যা কমবে ; কারণ, দিল্লীগামী গাড়ি বাদ দিয়ে বাকি সব যানবাহন অন্য পথে ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে।

জুলাই, ২০১৮

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

উপ-অধিকর্তা : **খুরশিদ এ. মালিক**

সম্পাদক : **রমা মণ্ডল**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

প্রচ্ছদ : **গজানন পি. ধোপে**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯
ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬
ই-মেল : bengaliyojana@gmail.com

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দুই বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)
ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
ফেসবুক : www.facebook.com/KolkataPublicationsDivision

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- সরকারের অঙ্গীকার সবার মাথার উপর ছাদ — হরদীপ এস. পুরি ৫
- হাজার দিনে একশো শতাংশ গ্রামে বিদ্যুৎ — এ. কে. ভাল্লা ৯
- নবীকরণযোগ্য শক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি — মনোজ কুমার উপাধ্যায়, অভিনব ত্রিবেদী ১২

বিশেষ নিবন্ধ

- যুবসমাজ ও গোষ্ঠী উন্নয়ন — অমরেন্দ্র কুমার দুবে ১৫

ফোকাস

- কৃষকের কল্যাণ : সরকারের অগ্রাধিকার — ড. জগদীশ সাক্সেনা ২১

অন্যান্য নিবন্ধ

- দেশান্তরী আর্থিক অপরাধী : মোকাবিলায় নতুন বিল — ভি. মুরলী ২৭
- পঞ্চায়েতের আর্থিক প্রতিবেদন : তথ্য ও তত্ত্বের আলোকে — উদয়ভানু ভট্টাচার্য্য ৩১

নিয়মিত বিভাগ

- যোজনা কুইজ — সংকলন : রমা মণ্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী ৩৯
- যোজনা নোটবুক — —ওই— ৪০
- যোজনা ডায়েরি — —ওই— ৪২
- যোজনা কলাম — সংকলন : যোজনা ব্যুরো ৫৩
- উন্নয়নের রূপরেখা — —ওই— দ্বিতীয় প্রচ্ছদ

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

প্রগতির পথে

'বিকাশ' বা 'উন্নয়ন' শব্দটি নানা মানুষের কাছে নানা অর্থবাহী। কিছু মানুষের কাছে তা অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান বা নিছকই পেটের ভাত, পরনের কাপড় ও এক চিলতে মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের সমার্থক। অনেকের কাছেই আবার বিকাশ শব্দটির ব্যাপ্তি অনেক বেশি। অন্ন বা স্রেফ দু'মুঠো খাবারের পরিবর্তে খাদ্য সুরক্ষা; বস্ত্র বা পরনের কাপড়ের পরিবর্তে নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় প্রকাশের মাধ্যম; বাসস্থান বা এক চিলতে মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের বদলে উচ্চকোটির জীবনযাপনের জন্য খেলাধুলা ও শরীরচর্চার সুবন্দোবস্ত সমেত প্রশস্ত আবাসস্থল।

যাই হোক, আমরা যখন অন্ন, অর্থাৎ খাদ্য সুরক্ষার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব, নিঃসন্দেহে এই বিষয়টির নিশ্চয়তার সঙ্গে জড়িত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষটি হলেন কৃষক। খাদ্যের জোগানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শৃঙ্খলের সঙ্গে জড়িত প্রথম ব্যক্তি কৃষক। কিন্তু কৃষক কল্যাণের বিষয়টি প্রায়শই, যাদের জন্য তারা প্রাণপাত করে চলেন সেই আমজনতা থেকে শুরু করে নীতি প্রণেতা; কারও কাছেই শীর্ষ অ্যাজেন্ডা হয়ে ওঠেনি। পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল বর্তমান সরকার তাই বিবিধ উদ্যোগ নিয়েছে, কৃষক কল্যাণকে যথাযথ অগ্রাধিকার দিয়ে। সার্বিকভাবে যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাজেন্ডা হল, ২০২০ সালের মধ্যে কৃষকদের উপার্জন দ্বিগুণ করা। পাশাপাশি, কৃষকদের হামেশাই সর্বনাশের কারণ হয়ে ওঠে যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়; মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার মতো উদ্যোগ তার সাথে যোঝার নিশ্চয়তা দেয়। প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্পদ যোজনা সরকারের আরও একটি ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি যা ফসলের প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্যসংযুক্তির সুযোগ করে দিয়েছে। e-Nam উদ্যোগের দৌলতে বিপণন সহায়তার পাশাপাশি কৃষকদের ফসলের সঠিক দাম মেলার নিশ্চয়তা মিলেছে। এভাবেই যথাযথ নীতি নির্ধারণ, উপযুক্ত কর্মসূচি প্রণয়ন ও রূপায়ণ এবং প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে সরকার কৃষক কল্যাণ সুনিশ্চিত করতে বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

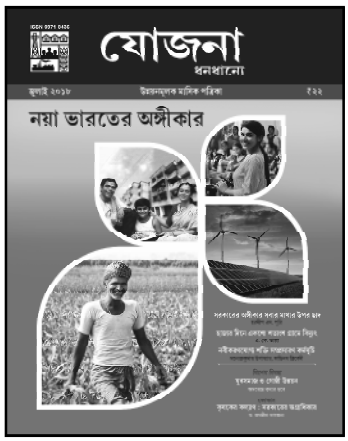

অন্নের পর বাসস্থানের দিকে নজর দিয়ে সকলের জন্য সাধ্যের মধ্যে আবাসের বন্দোবস্তের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে ২০২২ সালের মধ্যে দেশের সব মানুষের মাথার উপর ছাদের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে ছাদ বলতে কেবল এক চিলতে মাথা গোঁজার ঠাঁই নয়; জাতি তার স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তির আগেই প্রতিটি পরিবারের জন্য পাকাবাড়ি, জলের সরবরাহ, শৌচাগারের সুবিধা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে এই যোজনার রূপরেখা তৈরি হয়েছে।

২০১৫ সালের ১৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লার প্রাঙ্গণ থেকে ঘোষণা করেন যে, আগামী হাজার দিনের মধ্যে দেশের প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ ও সরবরাহ সুনিশ্চিত করা হবে। এই সুবিশাল কর্মকান্ডের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রক চালু করে দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা। প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার হাজার দিনের মধ্যে ১৮ হাজারের বেশি গ্রামে বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

বিকাশের রাস্তায় পাড়ি জমানো যে-কোনও জাতির ক্ষেত্রে মুখ্য দায়িত্বভারের মধ্যে অন্যতম হল যুবসম্প্রদায়ের শক্তিকে কাজে লাগানো। জনবিন্যাসগত সুবিধার দৌলতে ভারত তার যুবাশক্তিকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করার জন্য পুরোপুরি তৈরি। সরকার যুবসমাজকে জনগোষ্ঠীর কল্যাণে নিয়োজিত করছে নেহরু যুব কেন্দ্র; জাতীয় সেবা পরিকল্পের মাধ্যমে। তাদের কর্মকান্ডের লক্ষ্য এক উৎপাদনশীল শ্রমশক্তি তৈরি, যাতে করে জনগোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত কর্মকান্ডের মাধ্যমে ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশে যুবসমাজ দীর্ঘমেয়াদি অবদান রাখতে সক্ষম হয়। স্কিল ইন্ডিয়া, স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, জাতীয় যুব নেতৃত্ব কর্মসূচি, মুদ্রা যোজনার মতো উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের যুব জনসংখ্যার সামনে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধিতে শামিল হয়ে অবদান রাখার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

কোনও জাতির উন্নয়ন অ্যাজেন্ডার বিবিধ দিক ও ধাপ থাকে। এই মধ্যে প্রতিটি বিষয়ই আলাদা আলাদা ভাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং বিকাশের পূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রশ্নে প্রায়শই এর একটির সঙ্গে অন্যটির ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র বজায় থাকে। সরকারের সাম্প্রতিক যাবতীয় উদ্যোগের একটাই উদ্দেশ্য, দেশের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন। ❑

সরকারের অঙ্গীকার সবার মাথার উপর ছাদ

হরদীপ এস. পুরি

লোকসভায় তার প্রথম ভাষণে, প্রধানমন্ত্রী সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয়তার প্রয়োজনের দিকে জোর দেন। গুরুত্বপূর্ণ এক রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাজ করার দৌলতে, তিনি ভালোমতোই ওয়াকিবহাল ছিলেন যে দিল্লি থেকে প্রশাসন চালানোর সীমাবদ্ধতা আছে। অনেক ক্ষেত্রে, দেশের রাজধানীতে বসে বিভিন্ন কর্মসূচি তৈরি এবং সেখান থেকে নির্দেশ দিয়ে কর্মসূচি রূপায়ণের চেষ্টা তেমন একটা সাফল্য পায়নি, কেননা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে তাতে সামিল করা হয়নি। অগ্রণী কর্মসূচিগুলির অন্যতম এই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর) সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয়তায় বিশ্বাসী। আগেকার আবাসন কর্মসূচিগুলিতে, রাজ্যের প্রকল্পে কেন্দ্রের কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হ'ত। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর)-তে এই অনুমোদনের দরকার হয় না।

নির্বাচিত হওয়ার ঠিক এক মাস পরই, ২০১৪-র জুলাইয়ে সংসদের যৌথ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, "দেশের স্বাধীনতালাভের ৭৫ বছর পূর্তির আগে, প্রতিটি পরিবারের জন্য জল, শৌচালয় এবং প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা বিদ্যুতের বন্দোবস্ত-সহ পাকা বাড়ির ব্যবস্থা করা হবে।" [১] এই লক্ষ্য পূরণে, প্রধানমন্ত্রী সূচনা করেন 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা' বা সকলের সাধ্যের মধ্যে আবাসনের জন্য মিশন। এই যোজনার দু'টি ভাগ : প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ), যা কিনা গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের এক্তিয়ারভুক্ত এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর)। শেষেরটি আবাসন ও শহর বিষয় মন্ত্রকের আওতায় পড়ে।

২০১৫-র জুনে চালু [২] 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর)' -এর লক্ষ্য, ২০২২ সালের মধ্যে শহরাঞ্চলে ১ কোটি ২০ লক্ষ বাড়ি তৈরি। এই সরকারের আমলে চার বছরে আবাসন ও শহর বিষয়ক মন্ত্রক সাড়ে ৪৭ লক্ষের বাড়ি বানানোর মঞ্জুরি দিয়েছে। ইতোমধ্যে ৮ লক্ষের বেশি বাড়ি নির্মাণের কাজ শেষ। এবং উপকৃতরা পেয়ে গেছে সে সব বাড়ি। সে তুলনায় ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালে, মাত্র ১৩.৪৬ লক্ষ বাড়ি তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়। এবং ৫.৬৫ লক্ষ বাড়িতে মানুষজন শুরু করে ঘরসংসার। মনে রাখা ভালো, জওহরলাল নেহরু ন্যাশনাল আর্বান রিনিউয়াল মিশন (JNNURM) চালুর সময়, তা ছিল ভারতের সবচেয়ে বড়ো শহরোন্নয়ন কর্মসূচি। কর্মসূচিটির আওতায় ১০ বছরে তৈরি বাড়ির তুলনায়, এই জমানায় মাত্র ৪ বছরে বাড়ি বানানো হয়েছে তার ৪ গুণ।

শহরায়নে নেকনজর

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর)-র সাফল্য বোঝার জন্য, শহরায়ন নিয়ে ভারতে যে তাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটছে তা জানাটা গুরুত্বপূর্ণ। দেশের ইতিহাসে,

[লেখক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, আবাসন ও শহর বিষয়ক। ই-মেল : minister-mohua@nic.in]

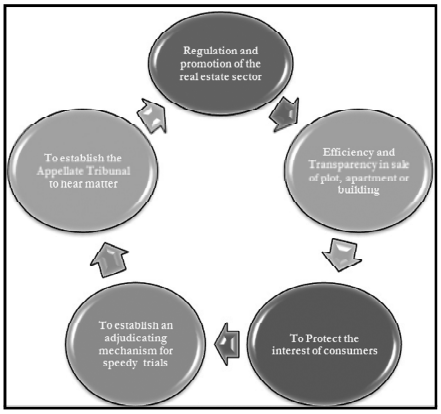

এই প্রথম কেন্দ্রীয় সরকার শহরায়নের ভাবনাকে স্বাগত জানিয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা-উত্তরকালের অধিকাংশ সময়টাতে দেশ ছিল এক 'অনিচ্ছুক' শহর গঠনকারী। এই অনাগ্রহের হেতু খুঁজতে বেগ পেতে হয় না, কেননা কৃষি ছিল অর্থনীতির মূখ্য সম্বল। আয় এবং কর্মসংস্থান উভয় দিক থেকেই। আজও দেশের ৪০ শতাংশের বেশি কর্মীর রুজিরোজগার হয় কৃষি থেকে। তবে ভারতের মোট মূল্য সংযোজনে কৃষির অংশভাক কমে দাঁড়িয়েছে ১৬.৪ শতাংশ।[৩] পক্ষান্তরে, পরিষেবার হিস্যে বেড়েছে অনেকখানি। এবং এখন তা ৫৫.২ শতাংশ।[৪] স্বভাবতই পরিষেবা ক্ষেত্রের ঘাঁটি শহর এলাকায়। ভারতীয় নাগরিকদের আশা-আকাঙ্খা বাড়তে থাকায়, তারা কাজ খোঁজে পরিষেবা ক্ষেত্রে। হিসেব করা হচ্ছে যে ২০৩০ সাল নাগাদ, কোটি ষাটেক ভারতীয় বা ভারতের ৪০ শতাংশ মানুষ ডেরা বাঁধবে শহরাঞ্চলে।[৫]

জনসংখ্যাগত এই পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে, প্রধানমন্ত্রী শুরু থেকেই নজর দিয়েছিলেন শহরায়নে। ২০১৫ সালে রাষ্ট্রসংঘ টেঁকসই বা স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য এবং ২০৩০ উন্নয়নমূলক অ্যাজেন্ডা আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণের আগেই, ভারত তার উন্নয়ন প্রচেষ্টা এবং পরিকল্পনায় সেগুলি অন্তর্ভূক্ত করেছিল। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর) এহেন এক নজির; সরকার এই মিশনটি চালু করে ২০১৫-র জুনে। এবং এ সংক্রান্ত ঘোষণা করেছিল ২০১৪-র জুলাইতে। এছাড়া, রাষ্ট্রসংঘ স্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য সংক্রান্ত উদ্দেশ্যে পূরণ করতে চায় ২০৩০ সালের মধ্যে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর) -এর অভিপ্রায় হচ্ছে ২০২২ সাল, অর্থাৎ দেশের ৭৫ তম স্বাধীনতা দিবসের মধ্যে প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য বাড়ি সুনিশ্চিত করা।

শহরোন্নয়ন নিয়ে ব্যাখ্যানে মৌল পরিবর্তন আনায় সংগতির মধ্যে কুলোন বাড়ি নিয়ে ভাবনাচিন্তাতেও দেখা গেছে এক আমূল রদবদল। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায়, সাধ্যের মধ্যে বাড়ি বলতে ইট-সিমেন্ট দিয়ে চার দেওয়াল তোলা ঘর বোঝায় না। এই যোজনায় তৈরি বাড়িতে অবশ্যই থাকবে ব্যবহারের উপযোগী শৌচালয়, বিদ্যুৎ, নলবাহিত জল এবং বর্জ্য সংগ্রহের বন্দোবস্ত। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, এই বাড়ি রেজিস্ট্রি হবে গিন্নি বা কর্তা-গিন্নির নামে। তাই, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর) মারফত পাওয়া বাড়িতে শুধুমাত্র মাথার উপর ছাদ থাকে না, মেলে দরকারি সব সুযোগসুবিধের নাগাল। এর সুবাদে, বাড়ির বাসিন্দাদের মানমর্যাদা, সুরক্ষা নিশ্চিত হয়, তারা উন্নত জীবন কাটানোর সুযোগ পায়।

রাষ্ট্রীয় ভূমিকার নয়া রূপরেখা

ভারতে চমৎকার সব ধ্যানধারণার খামতি পড়েনি কখনও - আমাদের মেধাওয়ালা লোকজন ও ঝানু আমলাবর্গ, দেশে শহরের ছবি বদলানোর সমস্যা কিনারায় দিস্তা দিস্তা কাগজ খরচ করেছেন। জমা দিয়েছেন কত না প্রস্তাব-সুপারিশ। এসব ভাবনাচিন্তা অধিকাংশই থেকে গেছে কাগজে - কলমে। রাষ্ট্রের মূখ্য দায়িত্ব হচ্ছে মানুষকে পণ্য ও পরিষেবা জোগানো- প্রধানমন্ত্রীর এই অঙ্গীকারের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য হল প্রধানমন্ত্রী-আবাস যোজনা (শহর)-র সাফল্য। পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহ তাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে সুনিশ্চিত করা যায় না। সাফল্য নির্ভর করে কর্মসূচির বাস্তব রূপায়ণ মারফত। এজন্য দরকার নিরবচ্ছিন্ন নজরদারি এবং মূল্যায়ন।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর) রূপায়িত হয় চারটি উপায়ে — উচ্ছেদ না করে বস্তি উন্নয়ন, অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আর্থিক সংগতিতে কুলোয় এমন বাড়ি তৈরি, ঋণ সংযুক্ত ভরতুকি প্রকল্প এবং উপকৃতের নেতৃত্বে নির্মাণ। এই চারটি উপায়ের মাধ্যমে, যোজনাটি সাধ্যে কুলোন বাড়ি উদ্দীষ্ট সব শ্রেণির আওতায় এনেছে — বস্তির নারকীয় পরিবেশের বাসিন্দা থেকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির মানুষ, মাঝারি আয়ের লোকজন এবং যাদের এক টুকরো জমি থাকলেও নিজের বাড়ি বানানোর জন্য টাকাকড়ি দরকার। উল্লেখ্য, পছন্দ করার স্বাধীনতা দিয়ে, এই যোজনা আগেকার টপ-ডাউন বা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়ার মডেল ঝেড়ে ফেলেছে। তার প্রয়োজনের

দিকে দৃষ্টি দিয়ে, সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত নিতে উপকৃতের বিচার-বিবেচনার ক্ষমতায় আস্থা রেখেছে।

২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর, লোকসভায় তার প্রথম ভাষণে, প্রধানমন্ত্রী সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয়তার প্রয়োজনের দিকে জোর দেন।[৬] গুরুত্বপূর্ণ এক রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাজ করার দৌলতে, তিনি ভালোমতোই ওয়াকিবহাল ছিলেন যে দিল্লি থেকে প্রশাসন চালানোর সীমাবদ্ধতা আছে। অনেক ক্ষেত্রে, দেশের রাজধানীতে বসে বিভিন্ন কর্মসূচি তৈরি এবং সেখান থেকে নির্দেশ দিয়ে কর্মসূচি রূপায়ণের চেষ্টা তেমন একটা সাফল্য পায়নি; কেননা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে তাতে সামিল করা হয়নি। অগ্রণী কর্মসূচিগুলির অন্যতম এই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর) সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয়তায় বিশ্বাসী। আগেকার আবাসন কর্মসূচিগুলিতে, রাজ্যের প্রকল্পে কেন্দ্রের কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হ'ত। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর)-তে এই অনুমোদনের দরকার হয় না। কেন্দ্র অবশ্য ছোটোখাটো পরামর্শ দিতে পারে।

আগেকার পথ থেকে দশ কদম সরে এসে, কেন্দ্রীয় সরকার অনুঘটকের ভূমিকা বেছে নিয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে, সংগতির মধ্যে কুলোন আবাসনকে দেওয়া হয়েছে পরিকাঠামোর মর্যাদা।[৭] এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট, এই ক্ষেত্রে অর্থের জোগান বাড়াতে জাতীয় আবাসন ব্যাঙ্কের আওতায় সংগতির মধ্যে বাড়ি তহবিল গড়েছে।[৮] এসব ব্যবস্থা ছাড়াও, আয়কর আইনের ৮০-১বিএ ধারায় সংগতির মধ্যে বাড়ি প্রকল্পে মুনাফার ১০০ শতাংশ করমুক্ত। কম খরচের বাড়ি তৈরির জন্য বেসরকারি ক্ষেত্রকে উৎসাহ দেওয়াই এর লক্ষ্য।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর) -র সব বড়োসড়ো কর্মসূচিতে কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চালানো সুনিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত

নিয়ামক ব্যবস্থাদি থাকা দরকার। এবং এই যোজনা রিয়্যাল এস্টেট ক্ষেত্রের আওতায় পড়ে বলে এটার প্রয়োজন আরও বেশি। বহুদিন যাবৎ ভারতে রিয়্যাল এস্টেট ক্ষেত্রে দু'নম্বরী কাজকর্মের রমরমা । সৎ মানুষ এখানে টিকতে পারে না। রাজনীতিবিদ - আমলা - প্রোমোটর চক্রের এ এক ঘুঘুর বাসা। তারাই ছড়ি ঘোরায়। তাদের টোপে ঘরবাড়ির ক্রেতা দুর্নীতির ফাঁদে পা দিতে বাধ্য হয়। এবং তাতেও কি অব্যাহতি আছে? বিষয়-আশয় কিনলেও তা হাতে পাওয়ার ব্যাপারে কোনও নিশ্চয়তা নেই। যা ইচ্ছে তাই করার এই সংস্কৃতি খতম করতে, সরকার রিয়্যাল এস্টেট (রেগুলেশন এন্ড ডিরেগুলেশন) আইন, ২০১৬ তৈরি করে। এই আইন ৭০ বছরের মধ্যে এই প্রথম দেশে রিয়্যাল এস্টেটের জন্য নিয়ামক ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এর ফলে সম্পত্তি ক্রেতার সারা জীবনের কষ্টার্জিত টাকা আর অসাধু ব্যবস্থার খপ্পরে পড়ার আশঙ্কা নেই। নতুন দেউলিয়া আইনের কথাও এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই আইনে বলা হয়েছে, ইচ্ছাকৃত খেলাপিরা ব্যবসা গোটানোর পরিকল্পনা (রেজোলিউশন প্ল্যান) পেশ করতে পারবে না[৯] এবং আইনটি ঘরবাড়ি ক্রেতাকে টাকাকড়ির পাওনাদার বা ঋণদাতার সঙ্গে একই পংক্তিতে রেখেছে[১০]। রিয়্যাল এস্টেট ক্ষেত্রে দুর্নীতিবাজদের হঠাতে এ আইন কাজ দেবে।

শেষপাত

হিসাব করা করে দেখা যাচ্ছে, শহরে আবাসিক ও বাণিজ্যিক চাহিদা মেটাতে, ভারতকে ২০৩০ সাল অবধি, ফি বছরে ৭০-৯০ কোটি বর্গমিটার ঘরবাড়ি তৈরি করতে হবে।[১১] এই তথ্য মাফিক প্রতি বছর, এদেশে একটি নতুন শিকাগো গড়ে তোলা দরকার।[১২]

এই প্রেক্ষিতে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর)-র সাফল্যকে, দেশের পরিকল্পিত শহরোন্নয়নের পূর্ণাঙ্গ রূপটির সঙ্গে সম্মিলিতভাবে দেখা উচিত। স্বচ্ছ ভারত অভিযান আজ জন-আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। মাঠেঘাটে মলত্যাগ বন্ধ করার উপর জোর দেওয়ায়, এই কর্মসূচি শুধুমাত্র শৌচালয় তৈরি নয়, সেইসঙ্গে দেশে আচারবিচারেরও বিলক্ষণ বদল ঘটাচ্ছে। এই কর্মসূচিতে ৫৭ লক্ষ বাড়ির শৌচাগার এবং ৩.৮ লক্ষ সমাজ শৌচাগার নির্মাণের কথা। এছাড়া, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর)-তে তৈরি কম ব্যয়ের

বাড়িতে তৈরি হবে ৪৭.৫ লক্ষের বেশি শৌচাগার। অম্ভুত (অটল মিশন ফর রিজুভেনেশন অ্যান্ড আর্বান ট্রান্সফর্মেশন) -এর আওতাধীন ৫০০-টি শহরে বাড়ি বাড়ি জল সরবরাহ এবং উন্নতমানের পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা থাকবে। এর ফলে কম খরচে তৈরি বাড়ির বাসিন্দাদের জীবনের মান হবে আরও উন্নত। স্মার্ট সিটি কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ৯৯-টি শহরে, কম ব্যয়ে তৈরি বাড়ির বাসিন্দাদের, তাদের শহর উন্নয়নে, অন্যান্য নাগরিকদের মতো বক্তব্য পেশের সুযোগ থাকবে।

আমাদের শহরগুলিতে বিপুল পরিবর্তন ঘটছে। শহরগুলিকে বিশ্বসেরা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য চলছে চেষ্টা। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর) তারই এক মূর্ত রূপ। এই কর্মসূচি ভারতীয়দের জীবনযাত্রা সহজ করার বন্দোবস্তের জন্য প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকারের উপর ভর করে আছে। সরকারের সবকা সাথ, সবকা বিকাশ নীতি এই কর্মসূচির লক্ষ্য। এই যোজনায় যে বিপুল কর্মকান্ড চলছে, বিশ্বের অন্য কোনও দেশের সঙ্গে তার তুলনা করা চলে না। ফলে, কম ব্যয়ে আবাসনের জন্য ভারতের মডেলটির সাফল্য, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিক থেকেই, গোটা বিশ্বে শহরোন্নয়নের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দেবে। ❑

উল্লেখপঞ্জী :

1) http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=114840
2) http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=122576
3) http://mofapp.nic.in:8080/economicsurvey/pdf/001-027_Chapter _01_Economic_Survey_2017-18.pdf
4) http://mofapp.nic.in:8080/economicsurvey/pdf/152-166_Chapter_09_Economic_Survey_2017-18.pdf
5) http://www.mckinsey.com/~/media/Mckinsey/Featured%20Insights/Urbanization/Urban%20awakening%20in%20India/MGI_ Indias_urban_awakening_executive_summary.ashx
6) http://timesofindia.indiatimes.com/india/Highlights-of-PM-Narendra-Modis-maiden-speech-in-Lok-Sabha/articleshow/36392771.cms
7) http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=157845
8) http://www.pib.nic.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1519373
9) http://ibbi.gov.in/webadmin/pdf/legalframwork/2018/jan/182066_2018-01-20%2023:35:29pdf
10) http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=179805
11) https://www.mckinsey.com/featured-insights/urbanization/urban-awakening-in-india
12) https://www.cityofchicago.org/city/en/about/facts.html

হাজার দিনে একশো শতাংশ গ্রামে বিদ্যুৎ

এ. কে. ভাল্লা

লালকেল্লার প্রাকার থেকে ২০১৫-এ স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন দেশের বিদ্যুৎবিহীন ১৮ হাজার ৫০০ গ্রামকে আগামী এক হাজার দিনের মধ্যে বিদ্যুতায়িত করা হবে। সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এসব নিষ্প্রদীপ গ্রামে বৈদ্যুতীকরণের কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব ন্যস্ত হয় কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রকের উপর। গ্রাম এলাকায় প্রাথমিকভাবে স্বীকৃত প্রশাসনিক ইউনিট হিসাবে প্রতিটি সেন্সাসকৃত গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছনোর অর্থ হল ১০০ শতাংশ গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণের কাজ সম্পন্ন করা। এই প্রেক্ষিতেই 'দীন-দয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা'র (DDUGJY) সূত্রপাত হয় ; যার অন্যতম উদ্দেশ্য গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ বন্টনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে সন্নিবিষ্ট করে এক সুসংবদ্ধ প্রকল্প বাস্তবায়িত করা।

আজকের দিনে বিদ্যুৎ আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী। একুশ শতকে বিদ্যুৎহীন জীবনযাপন কল্পনাও করা যায় না। দেশের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়াটা সরকারের অভীষ্ট লক্ষ্য; তাই বহু রকম প্রয়াস এক্ষেত্রে নেওয়া হয়েছে। লালকেল্লার প্রাকার থেকে ২০১৫-এ স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন দেশের বিদ্যুৎবিহীন ১৮ হাজার ৫০০ গ্রামকে আগামী এক হাজার দিনের মধ্যে বিদ্যুতায়িত করা হবে। সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এসব নিষ্প্রদীপ গ্রামে বৈদ্যুতীকরণের কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব ন্যস্ত হয় কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রকের উপর। চ্যালেঞ্জটির সম্মুখীন হয়ে প্রথম করণীয় ছিল এই কর্মকান্ডের ব্যাপ্তি পরিমাপ। ম্যানেজমেন্ট বা পরিচালন বিদ্যার প্রথম পাঠে শেখানো হয় যে কর্মকান্ডের পরিধির সঠিক পরিমাপ না হলে সমগ্র ব্যবস্থাপনা বিঘ্নিত হবে। গ্রাম এলাকায় প্রাথমিকভাবে স্বীকৃত প্রশাসনিক ইউনিট হিসাবে জনগণনা বা সেন্সাসকৃত গ্রামকেই ধরা হয়ে থাকে; তাই এধরনের প্রতিটি সেন্সাসকৃত গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছনোর অর্থ হল ১০০ শতাংশ গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণের কাজ সম্পন্ন করা। সর্বজনীন বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা ছাড়াও মানুষজনের প্রত্যাশা পূরণে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলগুলিতে সরবরাহ করা বিদ্যুতের উন্নত মান ও নির্ভরযোগ্যতা সুনিশ্চিত করাও কম জরুরি নয়। এই প্রেক্ষিতেই 'দীন-দয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা'র (DDUGJY) সূত্রপাত হয়; যার অন্যতম উদ্দেশ্য গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ বন্টনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে সন্নিবিষ্ট করে এক সুসংবদ্ধ প্রকল্প বাস্তবায়িত করা।

দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা

প্রকল্পটির বিভিন্ন প্রস্তাবে বলা হয় : (১) বিদ্যুৎবিহীন গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎ পৌঁছনো; (২) ইতোমধ্যে বিদ্যুতায়িত গ্রামগুলিতে আরও উন্নত বিদ্যুৎ সরবরাহের দ্বারা প্রতিটি পরিবারকে এই ব্যবস্থায় সংযুক্ত করা; (৩) বিদ্যুৎ সরবরাহের গুণমান ও বিশ্বস্ততার উন্নতিকল্পে সাব-ট্রান্সমিশন ও বন্টন পরিকাঠামোকে মজবুত ও পরিবর্ধিত করা; (৪) কৃষকদের নিয়মিত বিদ্যুৎ দিতে আলাদা ফিডার ব্যবস্থা স্থাপন ও (৫) জ্বালানি অডিট সম্পাদন ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের জন্য ফিডার ও বন্টন ট্রান্সফর্মারের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং ক্রেতাদের মধ্যে বৈঠক ও জ্বালানি অডিটের আয়োজন করা। একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসাবে পূর্ববর্তী গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণ প্রকল্পকে DDUGJY-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কর্মসূচিটি খাতে সামগ্রিক বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৭৫৮৯৩ কোটি টাকা ; যার মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট সাহায্য বাবদ প্রদেয় ৬৩০২৭ কোটি টাকা।

[লেখক কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রকের সচিব। ই-মেল : secy_power@nic.in]

কর্মসূচির আওতাধীন প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করছে।

একশো শতাংশ গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণের পরিকল্পনা ও কৌশল

DDUGJY-এর উদ্যোগে 'মিশন মোড'-এ অনুপ্রাণিত হয়ে অবশিষ্ট বিদ্যুৎবিহীন গ্রামগুলিতে বিদ্যুতায়নের কাজ শুরু হয়। ২০১৫-১৬-র পূর্ববর্তী তিন বছরে গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণের কাজের গতি ছিল তুলনামূলকভাবে মন্থর। সেভাবে কাজের ধরন ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলতে থাকলে কাঙ্খিত লক্ষ্যপূরণে আরও দশ বছর সময় লাগত। এই অবস্থায় সম্পদের লব্ধতা, কাজে গতি আনার জন্য সম্ভাব্য পন্থা পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সঙ্গে বিশদ আলোচনা হয়; যার ফলস্বরূপ নতুন চিন্তাভাবনা, কৌশল ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের গুরুত্ব বড়ো হয়ে ওঠে। এবারকার কাজে যেসব জায়গায় নতুনত্ব এসেছে সেগুলি হল :

(১) ২০১১-র আদমশুমারি অনুযায়ী গ্রামগুলির সঠিক চিহ্নিতকরণ : সার্থক পরিকল্পনা প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে ২০১১-র আদমশুমারি অনুযায়ী গ্রামের নাম সেখানকার ভৌগোলিক অবস্থান, জনবিন্যাস ইত্যাদি তথ্য-সহ বিদ্যুৎবিহীন গ্রামগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য রাজ্যগুলিকে বলা হয়। এর আগে সাধারণত গ্রামের সংখ্যার নিরিখেই কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হ'ত।

(২) দুর্গম গ্রামগুলির ক্ষেত্রে সেরি পি. ভি. ভিত্তিক সমাধানসূত্র : লক্ষ্য করা যায় যে বিদ্যুৎবিহীন গ্রামগুলির বেশিরভাগই দুর্গম বা তুষারাবৃত পার্বত্য এলাকার দুর্গম ভূখন্ডে বা গভীর বনাঞ্চলে বা অতি উগ্র বামপন্থী কার্যকলাপ কবলিত এলাকায় অবস্থিত। এসব এলাকার গ্রামে পৌঁছনো, সেখানে সাজসরঞ্জাম পরিবহণ ও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো স্থাপন করাটা দুরূহ চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছিল। এই পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত

নেওয়া হয় যে এ ধরনের গ্রামাঞ্চলে গ্রিডের সম্প্রসারণ সম্ভব না হলে বা সেটা যথেষ্ট ব্যয়বহুল হয়ে পড়লে, সেগুলিকে গ্রিডের বাইরে রেখে ফটোভোল্টেইক সমাধানসূত্রের দ্বারা বিদ্যুতায়িত করা যেতে পারে। সেই অনুযায়ী DDUGJY-র আওতায় গ্রিড-বহির্ভূত প্রকল্পগুলির জন্য অর্থ মঞ্জুর করা হয়।

(৩) নিলামে প্রমিত নথিপত্র ব্যবহৃত হয় এবং বিশেষ জোর দেওয়া হয় ই-টেন্ডারের উপর।

(৪) অভিনব অর্থসাহায্য : কাজের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে রাজ্যগুলির জন্য বাড়তি অর্থ সংস্থানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শক্তি অর্থসাহায্য নিগম (P.F.C.) ও গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণ নিগমের মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্য নিয়ে বন্ড বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রককে বিশেষ অনুমতি দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য ছিল সময়মতো কাজ সম্পন্ন করতে রাজ্যগুলিকে প্রয়োজনীয় অর্থ জোগানো। এভাবে গত দুই আর্থিক বছরে 'বাজেট-অতিরিক্ত সম্পদ' হিসাবে ৯ হাজার কোটি টাকা সংগৃহীত হয়।

(৫) কর্ম সম্পাদনে রাজ্যগুলির প্রতি শিথিলতা : দেশের ভৌগোলিক অবস্থা, জনবিন্যাস ও অন্যান্য শর্তের কথা বিবেচনা করে রাজ্যগুলি যাতে তাদের পছন্দমতো (টার্ন কি / আংশিক টার্ন কি / বিভাগীয় পদ্ধতি) পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রকল্প রূপায়িত করতে পারে তার জন্য যথেষ্ট নমনীয়তা প্রদর্শন করা হয়।

(৬) রাজ্য বা Discom-গুলির পাশে দাঁড়ানো : যখনই প্রয়োজন পড়েছে রাজ্য বা Discom-গুলিকে সাহায্য করা হয়েছে। অধিকাংশ রাজ্যেই নোডাল এজেন্সির কার্যালয় খোলা হয়, যেখানকার প্রতিনিধিরা নিয়মিতভাবে রাজ্য আধিকারিকদের সঙ্গে প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং কর্মপ্রবাহ অক্ষুন্ন রাখতে সহায়তা জুগিয়েছেন। রাজ্য Discom বা বিদ্যুৎ বিভাগগুলির ক্ষমতাকে শক্তিশালী ও সংহত করার জন্য ব্লক বা জেলা স্তরে গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণ নিগমের পক্ষ থেকে 'গ্রাম বিদ্যুৎ অভিয়ান্তা'দের নিয়োগ করা হয়; যাদের কাজ ছিল প্রকল্পের উপর নজরদারি ও রূপায়ণ পর্বে সংশ্লিষ্টদের সাহায্য করা। এই GVA-রা স্থানীয় এলাকার স্নাতক ইঞ্জিনিয়ার, ক্ষেত্রীয় নজরদারির ক্ষেত্রে এরা ডিসকমগুলিকে সাহায্য করেন।

(৭) মাইল ফলক ভিত্তিক নজরদারি : নির্দিষ্ট সময়সীমা ধার্য করে কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখার জন্য গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণের সমগ্র প্রক্রিয়াকে ১২-টি মাইল ফলকে বিভক্ত করা হয়। কাজের বরাত, সমীক্ষা, মালমশলা সংগ্রহ, কর্মস্থলে যন্ত্রপাতি পৌঁছনো, পরিকাঠামো নির্মাণ ও সক্রিয়করণের সমগ্র প্রক্রিয়াটি এর অন্তর্ভুক্ত। প্রকল্প ব্যবস্থাপনার প্রতিটি উপকরণকে সার্থকভাবে কাজে লাগানো হয়।

(৮) স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা : সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলিতে বৈদুতীকরণের প্রক্রিয়া ও অগ্রগতি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের স্বচ্ছতা বজায় রাখার স্বার্থে জনসাধারণকে জানানো হয়েছে মোবাইল অ্যাপ, GARV - এর মধ্যবর্তিতায়। সমগ্র ব্যবস্থাটি এর ফলে দায়বদ্ধতা সুনিশ্চিত করতে পেরেছে।

(৯) নিয়মিত পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ : কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য ও Discom স্তরে প্রকল্পটির নিয়মিত পর্যালোচনা ও

পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়। আরও উন্নত মানের সমন্বয় ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক স্তরেও পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্ষেত্রীয় স্তরে যেসব সমস্যা কাজকে ব্যাহত করেছে সেগুলিকে বৈঠকের আলোচনায় প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং যত শীঘ্র সম্ভব মীমাংসাসূত্র বের করা হয়।

কাজের অগ্রগতি

উল্লিখিত কৌশল, কাজে উদ্যম ও সমবায়িক পরিকল্পনার সুফল প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রথম বছরই উপলব্ধ হয়। আগের বছরগুলির তুলনায় গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণের যাত্রাপথে বিরাট সাফল্য আসে ২০১৫-১৬ সালে (৭১০৮-টি গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোজন)। এই সাফল্য ২০১২ থেকে ২০১৫, এই তিন বছরের একত্রিত অগ্রগতির চেয়েও বেশি। পর্যাবৃত্ত অগ্রগতির চিত্রটি সারণি - ১ তুলে ধরা হল।

সারণি - ১

ঘোষণা পরবর্তী দিন সংখ্যা	বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা
২০০	৬০২১
৪০০	১০২৩৩
৬০০	১৩১৭৪
৮০০	১৪৭০১
১০০০	১৮৪৫২*

*১২৭১-টি গ্রামকে বসবাসহীন বা চারণভূমি অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়েছে।

সারণি - ২

•	অগম্যতা ও প্রচলিত গ্রিড ব্যবস্থার অনুপোযোগিতা	: ২৭৬২-টি গ্রাম
•	কঠিন পার্বত্য ভূখন্ড	: ২৪৫-টি গ্রাম (জম্মু ও কাশ্মীর-৫৪, অরুণাচল প্রদেশ-১৮২, মেঘালয়-৯)
•	১-১০দিনে মাথায় বহন করে যন্ত্রপাতি পৌঁছনো	: ১০২-টি গ্রাম (অরুণাচল প্রদেশ-৯০, মণিপুর-১২)
•	হেলিকপ্টারে সাজসরঞ্জাম পরিবহণ	: ৫১-টি গ্রাম (জম্মু ও কাশ্মীর - ৩৪, অরুণাচল প্রদেশ - ১৬
•	উগ্র বামপন্থা কার্যকলাপ কবলিত এলাকা	: ৭৬১৪-টি গ্রাম (বিহার-১০৪৪, ঝাড়খন্ড-২৪৭৮, ছত্তিশগড়-১০৫১ মধ্যপ্রদেশ - ১৪, ওড়িশা - ৩০২৭)
•	বনাঞ্চল ক্লিয়ারেন্স	: ৪১৫-টি গ্রাম (ঝাড়খন্ড-১৫৫, উত্তরাখন্ড-২৩, ওড়িশা-৪৫, অসম - ৩২, মধ্যপ্রদেশ -১৬০)
•	রেলপথ ক্লিয়ারেন্স	: ৩৮-টি গ্রাম (বিহার-৩৭, অসম -১)

রূপায়ণপর্বের চ্যালেঞ্জ ও তার প্রতিকার

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বিদ্যুৎবিহীন গ্রামগুলির অবস্থান ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্গম, কঠিন পার্বত্য এলাকা, ঘন বনাঞ্চল বা উগ্র বামপন্থা কবলিত এলাকায়। আলোচ্য বিদ্যুয়াতন প্রকল্পের তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল কেমন করে নানান বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সেসব জায়গার গ্রামীণ দরিদ্রদের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনকে আলোকিত করা

যায়; যারা কিনা স্বাধীনতার পর এতগুলি বছর পেরিয়ে এসেও বিদ্যুতের ব্যবহারের সুযোগ পাননি। কাজ যত এগোতে থাকে দুরূহতার মাত্রাও সমান তালে বাড়তে থাকে। বড়ো বড়ো যে চ্যালেঞ্জগুলি এসেছে তা সারণি-২-এ তুলে ধরা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোকচিত্রগুলির দ্বারা কাজের দুরূহতা প্রমাণিত হবে।

প্রকল্পটির গতিময়তার একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। রূপায়ণ প্রক্রিয়া চলাকালীন ৯-টি রাজ্যের পক্ষ থেকে আরও ১২২৭-টি এমন আদমশুমারি গ্রামের কথা সুপারিশ করা হয় যেখানে বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি। এসব গ্রামেও কালক্ষেপ না করে কাজ আরম্ভ হয়। যেগুলির মধ্যে ১১৯৩-টি গ্রাম ইতোমধ্যেই বিদ্যুতায়িত হয়েছে এবং বাকি ৩৪-টি গ্রামে জনবসতির কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

আর এভাবেই কাজ সম্পন্ন করার জন্য যে এক হাজার দিনের সময়সূচি প্রধানমন্ত্রী বেঁধে দিয়েছিলেন তার অনেক আগেই সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সহায়তা নিয়ে লক্ষ্যপূরণ সম্ভব হয়।

কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রকের কর্মকান্ড অবশ্য আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে। আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য হল দেশের প্রতিটি পরিবারে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া। এজন্য আগামী বছরের ৩১শে মার্চের মধ্যে গ্রাম ও শহর এলাকার অবশিষ্ট বসতবাটিগুলিতে বিদ্যুৎ পরিষেবা সংযোগ স্থাপন করার জন্য শুরু হয়েছে 'প্রধানমন্ত্রী সহজ বিজলি হর ঘর যোজনা'-র কাজ। ❑

নবীকরণযোগ্য শক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি

মনোজকুমার উপাধ্যায়, অভিনব ত্রিবেদী

দেশের শক্তি চাহিদা মেটানোর এক প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবে, ভারতে নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রের উত্থান ঘটেছে। ২০২২ সালের মধ্যে, ১৭৫ গিগাওয়াট (১লক্ষ ৭৫ হাজার মেগাওয়াট) নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন কারখানা গড়ে তোলার লক্ষ্য পূরণে, ভারতের শক্তি ক্ষেত্রে, গত গুটি কয়েক বছরে, নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎপাদন চোখে পড়ার মতো। নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো কর্মসূচি হাতে নিয়ে, ভাবী পরিচ্ছন্ন শক্তির জন্য, বেশ কিছু পদক্ষেপ করেছে নতুন ও নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রক । এ বছরের মার্চ তক, গত চার বছরে (মে ২০১৪ - মার্চ ২০১৮), নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে ৩৭.৩৩ গিগাওয়াট।

সরকারি, অসরকারি এবং তৃতীয় ক্ষেত্রের নীতি প্রণেতাদের ওয়াকিবহাল করাই, এই নিবন্ধের লক্ষ্য। নিবন্ধটির দুই লিখিয়ে, ভারত সরকারের নীতি আয়োগে আছেন। লেখকদের মতামত ব্যক্তিগত এবং তা ভারত সরকার বা নিতি আয়োগের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে না। শক্তি ক্ষেত্রে সুষ্ঠু আলোচনা-বিতর্কাদি চাগিয়ে তোলা এর উদ্দেশ্য।

দেশের শক্তি চাহিদা মেটানোর এক প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবে, ভারতে নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রের উত্থান ঘটেছে। ২০২২ সালের মধ্যে, ১৭৫ গিগাওয়াট (১লক্ষ ৭৫ হাজার মেগাওয়াট) নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন কারখানা গড়ে তোলার লক্ষ্য পূরণে, ভারতের শক্তি ক্ষেত্রে, গত গুটি কয়েক বছরে, নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎপাদন চোখে পড়ার মতো।

নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো কর্মসূচি হাতে নিয়ে, ভাবী পরিচ্ছন্ন শক্তির জন্য, বেশ কিছু পদক্ষেপ করেছে নতুন ও নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রক । এ বছরের মার্চ তক, গত চার বছরে (মে ২০১৪ - মার্চ ২০১৮), নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে ৩৭.৩৩ গিগাওয়াট। অর্থাৎ ওই সময় অবধি, এই শক্তির মোট উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়ায় ৬৯ গিগাওয়াট। বায়ু-সৌর মিশ্র (হাইব্রিড) শক্তি প্রকল্প, উপকূলে বায়ু শক্তি প্রকল্প, বায়োমাস শক্তি, আখের ছিবড়ে থেকে শক্তি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি চালু করেছে নতুন ও নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রক। এছাড়া, আছে সৌর পার্ক, বিশাল বিশাল সৌর শক্তি প্রকল্প, খালপাড়ে ও খালের উপর গ্রিড সংযুক্ত সৌর পিভি (ফোটোভলটেইক) শক্তি কারখানা এবং বায়োগ্যাস ভিত্তিক গ্রিড শক্তি উৎপাদন কর্মসূচি।

এসবের মধ্যে, শক্তি উৎপাদনের জন্য, সৌর শক্তি কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্মসূচি হল জাতীয় সৌর মিশন। এর লক্ষ্য, কয়লা বা গ্যাস ভিত্তিক শক্তি উৎপাদনের ব্যয়ের সঙ্গে যুঝে উঠতে সৌর শক্তিকে সক্ষম করা। স্বচ্ছ টেন্ডার প্রক্রিয়া এবং সহায়ক ব্যবস্থাদির মাধ্যমে, সৌর (ইউনিট পিছু ২.৪৪ টাকা) এবং বায়ু (প্রতি ইউনিট ২.৬৪ টাকা) শক্তির দাম রেকর্ড কমেছে। এর সুবাদে, নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে এসেছে উৎসাহের জোয়ার।

হালফিল সৌর শক্তির দাম কমার কালানুক্রমিক তালিকা ১নং সারণিতে দেওয়া হল।

নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রের বিকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচিতে আর্থিক সহায়তা জোগানোর জন্য, ভারত সরকার উৎপাদন-ভিত্তিক উৎসাহ অর্থপ্রদান, মূলধন

[মনোজকুমার উপাধ্যায়, উপ-উপদেষ্টা, নিতি আয়োগ। ই-মেল : mk.upadhyay@nic.in; অভিনব ত্রিবেদী, নবীন পেশাদার, নিতি আয়োগ। ই-মেল : abhinav.trivadi@nic.in]

সারণি - ১				
ক্রম সময়কাল	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	নিম্নতম দাম (টাকা/কিলোওয়াট)	কর্মসূচি	রাজ্য
১) ফেব্রুয়ারি, ২০১৭	৭৫০	৩.৩০	রাজ্য কর্মসূচি	মধ্যপ্রদেশ (রেওয়া সৌর পার্ক)
২) মে, ২০১৭	২৫০	২.৬২	ভি জি এফ (ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডিং) কর্মসূচি	রাজস্থান (ভড়লা-৪) সৌর পার্ক)
৩) মে, ২০১৭	৫০০	২.৪৪	ভি জি এফ কর্মসূচি	রাজস্থান (ভড়লা-৩) সৌর পার্ক)
৪) আগস্ট, ২০১৭	৫০০	২.৬৫	রাজ্য কর্মসূচি	গুজরাত (অ-সৌর পার্ক)
উৎস : নতুন ও নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রক				

ও সুদ বাবদ ভরতুকি, ভি জি এফ (অর্থনৈতিক দিক থেকে যুক্তিসংগত কিছু আর্থিকভাবে টিকে থাকতে অক্ষম পরিকাঠামো প্রকল্পে মূলধনী ব্যয়ের একটা অংশ সরকার দেয়), সহজ শর্তে ঋণ, করছাড় ইত্যাদির ব্যবস্থা করে। আর্থিক সহায়তা ছাড়াও, নতুন ও নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রক বেশ কিছু পদক্ষেপ করেছে । এসবের অন্যতম হল : বিদ্যুৎ আইন এবং দাম নির্ধারণ নীতি সংশোধন, বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থাগুলিকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য সংহত শক্তি উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিভিন্ন ব্যবস্থা সংযোজন, নেট-মিটারিং বাধ্যতামূলক করা, বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলি থেকে টাকাকড়ি জোগাড় ইত্যাদি।

নতুন ও নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রকের উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ

❑ **সৌর শক্তি :**

- সৌর পার্ক ও অতি বৃহৎ সৌর শক্তি প্রকল্পের জন্য উৎপাদন ক্ষমতা এক্ষেত্রে বাড়িয়ে ৪০ গিগাওয়াট।
- নতুন নির্মাণ বা আরও বেশি তলার জন্য ছাদে বাধ্যতামূলক সৌর প্যানেল বসানোর উপ-বিধি সংশোধন এবং ব্যাঙ্ক বা জাতীয় আবাসন ব্যাঙ্ক আবাসন ঋণ মঞ্জুরির জন্য ছাদের সৌর প্যানেল বসানোর খরচও ধরবে।
- স্মার্ট সিটি তৈরির জন্য মিশনের নীতি-নির্দেশিকার আওতায় ছাদে সৌর পি ভি ব্যবস্থা এবং ১০ শতাংশ নবীকরণযোগ্য শক্তির বন্দোবস্ত বাধ্যতামূলক।
- সৌর প্রকল্প গড়ে তুলতে শেয়ার মূলধনের জন্য করমুক্ত সৌর বন্ড ছাড়া।
- সৌর শক্তি কেনার জন্য দাম ভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক টেন্ডার প্রক্রিয়া।
- সাধারণ শ্রেণির রাজ্যে আবাসিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ছাদে সৌর পি ভি ব্যবস্থার জন্য নির্দিষ্ট খরচের ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্য। বিশেষ শ্রেণিভুক্ত রাজ্যে এটা ৭০ শতাংশ।
- উপযুক্ত যোগ্যতার কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মীবাহিনী গড়ার জন্য সূর্য-মিত্র কর্মসূচি চালু এবং এযাবৎ এই কর্মসূচিতে ১১ হাজারের বেশি জনকে প্রশিক্ষণদান।

❑ **বায়ুশক্তি :**

- বায়ু শক্তি উৎপাদন ক্ষমতার নিরিখে চিন, আমেরিকা ও জার্মানির পরেই ভারতের স্থান।

- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর উইন্ড এনার্জি, দেশে বায়ু শক্তি উৎপাদনের সামর্থ্য ফের খতিয়ে দেখেছে। এর হিসেব ৩০২ গিগাওয়াট উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে।
- ভারতের দীর্ঘ উপকূলরেখায় সমুদ্রের কিছুটা ভিতরে (অফশোর) বায়ু শক্তি প্রকল্পের বেশ ভালো সুযোগ আছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা জাতীয় অফশোর বায়ু শক্তি নীতি অনুমোদন করেছে।
- তামিলনাড়ুতে বায়ুর পূর্বাভাসের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, গুজরাত ও রাজস্থানের সঙ্গে ন্যাশনাল ইনস্টিউট ফর উইন্ড এনার্জির সমঝোতাপত্র সই।

❑ **জৈবশক্তি :**

- বায়োমাস শক্তি প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রের অর্থ সাহায্য।
- নিজের প্রয়োজন মেটাতে শক্তি উৎপাদনের জন্য গ্রিড-বর্হিভূত (অফ-গ্রিড) বায়োগ্যাস শক্তি প্রকল্পে উৎসাহদান।
- জাতীয় কর্মসূচির আওতায় সার ও গ্যাস তৈরির জন্য গ্রাম ও আধা শহরে সংসারের জন্য বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরি হয়।

❑ **গ্রিন এনার্জি করিডর :**

বায়ু ও সৌর শক্তি জাতীয় গ্রিডে পাঠানোর নেটওর্য়াককে বলা হয় গ্রিন এনার্জি করিডর।

নবীকরণযোগ্য শক্তি সমৃদ্ধ ৮-টি রাজ্য (তামিলনাড়ু, রাজস্থান, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাত, হিমাচল প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ) ২০ হাজার মেগাওয়াট নবীকরণযোগ্য শক্তির জন্য আন্তঃরাজ্য সংবহন ব্যবস্থা রূপায়ণ করছে।

এই প্রকল্পে ৯৪০০ সার্কিট ট্রান্সমিশন লাইন এবং ১৯,০০০ মেগা ভোল্ট অ্যাম্প এর সাবস্টেশন বসাতে খরচ পড়বে ১০,১৪১ কোটি টাকা।

নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদন বাড়াতে মাশুল নীতি সংশোধন

- মার্চ, ২০২২-এর মধ্যে সৌর শক্তি কেনার দায় বেড়ে হবে ৮ শতাংশ।

সারণি - ২

	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
অ-সৌর	৮.৭৫%	৯.৫০%	১০.২৫%
সৌর	২.৭৫%	৪.৭৫%	৬.৭৫%
মোট	১১.৫০%	১৪.২৫%	১৭.০০%

- কয়লা / লিগনাইট ভিত্তিক নতুন তাপবিদ্যুৎ কারখানার জন্য নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের দায় চালু।
- সৌর এবং বায়ু শক্তি এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে সংবহনের (ট্রান্সমিশন) ক্ষেত্রে মাশুল মকুব।
- এছাড়া, সংশোধিত মাশুল নীতি মাফিক, শক্তি মন্ত্রক ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ সালে সৌর এবং অ-সৌর শক্তি কেনার বাধ্যবাধকতা ক্রমশ বাড়িয়েছে (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)।

❑ **অন্যান্য উদ্যোগ :**

- ২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক সৌর জোট (ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স) গঠন। এই সংগঠনে ফ্রান্সের সঙ্গে এক বড়ো ভূমিকা নিচ্ছে ভারতও। সংগঠনটির সদর দপ্তর গুরুগ্রামে। এই সংস্থার সদস্য ১২১-টি দেশ।
- সৌর শক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ জেনারেটর, বায়োমাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ জেনারেটর, বায়ুশক্তি ব্যবস্থা, ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ কারখানা এবং রাস্তাঘাটে নবীকরণযোগ্য শক্তি ভিত্তিক বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা এবং দুরদুরান্তের গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার জন্য ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যাঙ্ক ঋণ। পরিবারের ক্ষেত্রে এই ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ঋণগ্রহীতা পিছু ১০ লক্ষ টাকা।
- নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদন এবং বন্টনের জন্য সরকার বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আগাম অনুমতি ছাড়াই (অটোমেটিক রুট) ১০০ শতাংশ পর্যন্ত সরাসরি বিদেশি লগ্নিতে সায়। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-র শর্তাবলী প্রযোজ্য।

স্বীকৃতি

নিবন্ধটি লেখার জন্য দরকারি তথ্য জুগিয়ে সাহায্য করেছে নতুন ও নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রক। নিতি আয়োগ এবং নতুন ও নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রকে আমাদের সহকর্মীদের জানাই ধন্যবাদ। তাদের বিশেষ জ্ঞান ও কুশলতা আমাদের গবেষণায় কাজে লেগেছে খুব। এই নিবন্ধের সব বিচার বিশ্লেষণ / সিদ্ধান্তের সঙ্গে তারা অবশ্য একমত না-ও হতে পারেন। ❑

যুবসমাজ ও গোষ্ঠী উন্নয়ন

অমরেন্দ্র কুমার দুবে

'যুবা' শব্দটিকে তিনটি অর্থে ভাবা যেতে পারে। এক, এই শব্দের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা বোঝায়। দুই, এই শব্দ এমন একটি গোষ্ঠীকে নির্দেশ করে, যারা ছাত্রাবস্থা এবং কাজের মাধ্যমে উপার্জন করার মতো অবস্থা এই দু'টি পর্যায়ের মাঝে রয়েছে। এবং সর্বশেষে, কিন্তু কোনওভাবেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে অর্থটি তা হল, 'যুবা'রা এমন এক গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে, যাদের জীবন বিশেষ ধরনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং মনোগত ও শারীরিক প্রভাবে প্রভাবিত। নির্বাচিত বৃত্তি অনুযায়ী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে জীবিকার সন্ধানে অগ্রসর হওয়া এবং আরও সাফল্যের লক্ষ্যে কঠোর পরিশ্রম যুবসমাজের স্বাভাবিক প্রবণতা। এই পর্যায়ে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনোগত ও শারীরিক বিষয়গুলি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

২০১৪ সালের জাতীয় যুব নীতি অনুযায়ী ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সিরা তরুণ বলে চিহ্নিত। কমনওয়েলথের সংজ্ঞা অনুযায়ী, ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সিরা যুবা। রাষ্ট্রসংঘের সংজ্ঞায় এক্ষেত্রে প্রযোজ্য বয়ঃসীমা ১৫ থেকে ২৪। তরুণ কিংবা তরুণীদের কিন্তু সমপ্রকৃতির একটি জনগোষ্ঠী হিসেবে ভাবা ঠিক নয়। সামাজিক নানা কারণ, সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল, আর্থ-সামাজিক অবস্থান, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ভৌগোলিক অঞ্চল এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিন্নতা এই যুবগোষ্ঠীকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে এবং এটাই স্বাভাবিক।

'যুবা' শব্দটিকে তিনটি অর্থে ভাবা যেতে পারে। এক, এই শব্দের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা বোঝায়। দুই, এই শব্দ এমন একটি গোষ্ঠীকে নির্দেশ করে, যারা ছাত্রাবস্থা এবং কাজের মাধ্যমে উপার্জন করার মতো অবস্থা, এই দু'টি পর্যায়ের মাঝে রয়েছে। এবং সর্বশেষে, কিন্তু কোনওভাবেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে অর্থটি তা হল, 'যুবা'রা এমন এক গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে, যাদের জীবন বিশেষ ধরনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং মনোগত ও শারীরিক প্রভাবে প্রভাবিত।

কিন্তু একটি নির্দিষ্ট বয়ঃসীমায় অন্তর্ভুক্তি বলতে বিশদে বিশেষ কিছু বোঝা যায় না। বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল, এই বয়ঃ-সীমায় অন্তর্ভুক্তরা কৈশোর থেকে প্রাপ্তবয়স্কতার দিকে এবং দক্ষতা বা শিক্ষা অর্জন থেকে পেশাগত কাজকর্মের দিকে এগোচ্ছে। এই শ্রেণিভুক্তরা নিজেদের তৈরি করছে নিজেদের উদ্দেশ্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী পছন্দসই বিষয়ে কার্যকর অবদান রাখার জন্য। এই কর্মপরিধির বিস্তার সুবিশাল। তা হতে পারে উৎপাদন ক্ষেত্রে (Secondary sector), পরিষেবা ক্ষেত্রে (Tertiary sector) কিংবা জনপরিষেবা ক্ষেত্রে (Public good activities)। কেউ বেছে নিতে পারে স্বাধীন পেশাকে। নির্বাচিত বৃত্তি অনুযায়ী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে জীবিকার সন্ধানে অগ্রসর হওয়া এবং আরও সাফল্যের লক্ষ্যে কঠোর পরিশ্রম যুবসমাজের স্বাভাবিক প্রবণতা। এই পর্যায়ে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনোগত ও শারীরিক বিষয়গুলি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রেই এই পর্বটি বেশ দীর্ঘায়িত ও বিস্তৃত। আশাভঙ্গের উদাহরণও দুর্লভ নয়।

যুবাবর্গের কল্যাণে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়

২০১৪-র জাতীয় যুব নীতিতে লক্ষ্য ও অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলিকে যেভাগে ভাগ করা হয়েছে, তা ১নং সারণিতে তুলে ধরা হল।

[লেখক ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রকের যুব বিষয় সংক্রান্ত বিভাগের সচিব। ই-মেল : secy_ya@nic.in]

সারণি - ১	
লক্ষ্য	**অগ্রাধিকার**
১) ভারতের বিরমাহীন উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম উৎপাদনশীল কর্মী-গোষ্ঠী তৈরি করা।	শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও দক্ষতাবৃদ্ধি, উদ্যোগী মনোভাব গড়ে তোলা।
২) ভবিষ্যতে সামনে আসা বিষয়গুলির মোকাবিলায় শক্তিশালী এবং স্বাস্থ্যবান একটি প্রজন্ম তৈরি করা।	স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন, খেলাধুলো
৩) দেশ ও জাতির প্রতি কর্তব্যের মানসিকতা গড়ে তুলতে সামাজিক মূল্যবোধ ও সমাজসেবামূলক কাজকর্মের প্রসার।	সামাজিক মূল্যবোধের প্রসার, স্থান ও গোষ্ঠীভিত্তিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ
৪) প্রশাসন ও নাগরিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে যুবসমাজের অংশগ্রহণ।	রাজনীতি ও প্রশাসনে অংশগ্রহণ
৫) অসুবিধার মধ্যে থাকা তরুণ-তরুণীদের সহায়তা এবং পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক যুবাদের সামনে সমতার ভিত্তিতে সুযোগের দরজা খুলে দেওয়া।	অন্তর্ভুক্তিকরণ, সামাজিক ন্যায়

অগ্রাধিকারের বিষয় বলে চিহ্নিত ক্ষেত্রগুলির প্রতিটিই গুরুত্বপূর্ণ। যুবসমাজের সার্বিক ও গঠনাত্মক উন্নতিসাধনে প্রতিটি দিকেই নজর দেওয়া জরুরি। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, খেলাধুলো ইত্যাদি নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। এই নিবন্ধে দু'টি বিষয় নিয়ে নির্দিষ্ট করে আলোচনা করা হয়েছে।

১) সামাজিক মূল্যবোধের প্রসার এবং

২) স্থান ও গোষ্ঠীভিত্তিক উন্নয়নসংক্রান্ত কর্মকান্ড (Community engagement)।

১নং সারণিতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, সামাজিক মূল্যবোধ এবং দেশ ও জাতির প্রতি কর্তব্যে ব্রতী হওয়ার মানসিকতার বিকাশে সমাজসেবামূলক কর্মকান্ডের প্রসার বিষয়টির মধ্যেই উল্লিখিত দু'টি ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত।

- **সামাজিক মূল্যবোধের প্রসার :**

যুবসমাজ হল একটি উৎপাদনশীল গোষ্ঠী। অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হলে তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা নেবেন। ভারত সাংস্কৃতিক, জনগোষ্ঠীগত, ভাষাগত, ধর্মীয় ও সামাজিক বৈচিত্র্যে ভরা একটি দেশ। এখানকার ভৌগোলিক বৈচিত্র্যও কম নয়। মানুষের আচরণ এবং জীবনযাপনে তার প্রভাব পড়ে স্বাভাবিকভাবেই। এইসব বিভিন্নতা সত্ত্বেও এদেশের বিভিন্ন সামাজিক এবং জাতিগত গোষ্ঠীর মধ্যে এক সার্বিক যোগসূত্র রয়েছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ হল রামায়ণ ও মহাভারত। এই দু'টি মহাকাব্য এদেশের সবক'টি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। কিন্তু মূল আখ্যানটি রয়ে গেছে একই। শুধু উপাখ্যানগুলির সামান্য অদলবদল হয়েছে এইটুকুই। আজকের এই তথ্যপ্রযুক্তির জমানায় এদেশের তরুণ-তরুণীদের চিন্তাধারায় এক সার্বিক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এখনকার যুবসমাজ উন্নয়ন, যোগাযোগ, কর্মতৎপরতার কথা বলে। জাতিগত বা স্থানগত ভেদরেখা নির্বিশেষে সকলেই একইভাবে নিজের ক্ষমতা ও সম্ভাবনার উপযুক্ত প্রয়োগের পথ খোঁজেন। এসবের মূল কারণ হল ভারতের একটি নিজস্ব অভিন্ন সাংস্কৃতিক স্রোতধারা বজায় রয়েছে এবং এখনকার জীবনধারা যুগের পর যুগ ধরে কিছু নির্দিষ্ট আচার-আচরণ এবং প্রথাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। এ থেকেই তৈরি হয় সামাজিক মূল্যবোধ, যা ভারতীয় সমাজ, বিশেষ করে যুববর্গকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে।

- **স্থান বা গোষ্ঠী উন্নয়নে অংশগ্রহণ (Community engagement) :**

এই ক্ষেত্রটির সঙ্গে সামাজিক

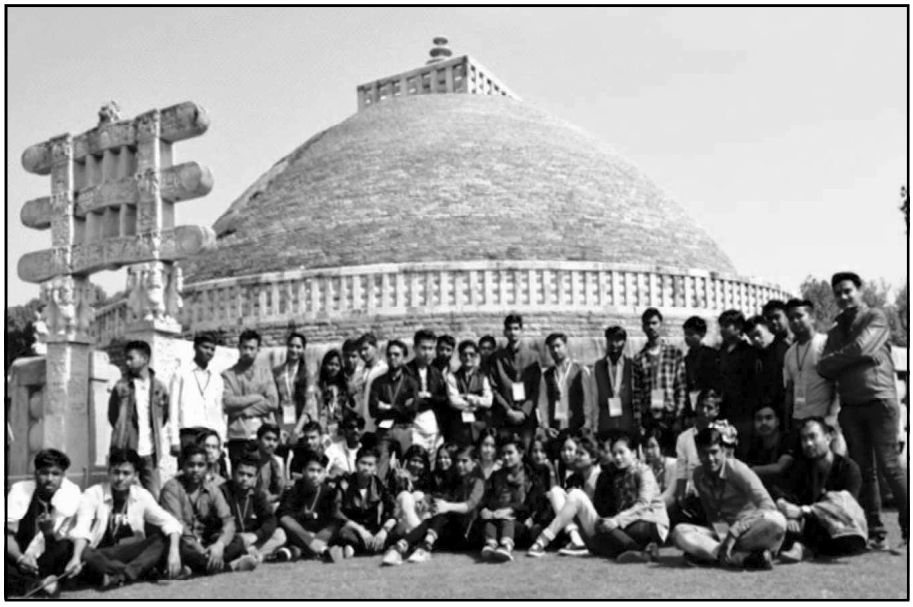

মূল্যবোধের বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটটিও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। অঞ্চল বা গোষ্ঠীভিত্তিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মধারার ব্যাপ্তি বিশাল। বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে তা পরিলক্ষিত। জাতীয় সেবা প্রকল্প (National Service Scheme - NSS) কিংবা নেহেরু যুব কেন্দ্র সংগঠন (NYKS)-এর কাজকর্মের দিকে তাকালেই বিষয়টি বোঝা যাবে। স্থান বা গোষ্ঠী ভিত্তিক পরিষেবার সংস্থানে যুবসমাজই সবচেয়ে কার্যকর শক্তি হয়ে উঠতে পারে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

যুব বিষয়ক দপ্তরের আওতায় থাকা NSS এবং NYKS তরুণ প্রজন্মকে স্বেচ্ছায় (Voluntary) স্থান বা গোষ্ঠীভিত্তিক উন্নয়নে সামিল করার কাজটা করে চলেছে। এ ধরনের কাজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে আসার জন্য তরুণ-তরুণীদের উদ্বুদ্ধ করে চলেছে এই সংগঠনগুলি। এক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতার বদলে স্বাধীন স্বেচ্ছাসেবী মনোভাব যে বেশি কার্যকর তা পর্যবেক্ষণে প্রমাণিত। চিরাচরিত বিষয়গুলির বাইরে গিয়ে কাজ করে NSS বা NYKS । এই কর্মকান্ডে অংশ নিতে যুবসমাজের এগিয়ে আসার মধ্যে দিয়েই তাদের সামাজিক মূল্যবোধের ধারা রূপ নেয়।

❑ **নেহেরু যুব কেন্দ্র সংগঠন (NYKS):** NYKS -এর সূচনা ১৯৭২ সালে। বিশ্বের বৃহত্তম সংগঠনগুলির মধ্যে এটি একটি। NYKS -এ এখন নাম রয়েছে ৮৭ লক্ষ যুবক-যুবতীর। তাদের নিবন্ধীকরণ হয়েছে ১ লক্ষ ২৯ হাজার যুব ক্লাবের মাধ্যমে। নেহরু যুব কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে NYKS কাজ করে চলেছে ৬২৯-টি জেলা জুড়ে। লক্ষ্য হল তরুণ-তরুণীদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং নেতৃত্বদানের ক্ষমতা বাড়িয়ে তাদের ইন্দ্রধনুষ, প্রসূতিদের টিকাকরণ, আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপনের মতো কর্মসূচিতে আরও বেশি করে শামিল করা। এরই অঙ্গ হিসেবে অতি সম্প্রতি স্বচ্ছ ভারত গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডে শামিল হলেন তরুণ-তরুণীরা। স্বাস্থ্য ও সুস্বাস্থ্যের সহায়ক আচরণ ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতার প্রসারে পানীয় জল ও শৌচালয় মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে ১০০ ঘন্টা করে কাজ করলেন তারা। একইভাবে জল সম্পদ মন্ত্রকের আওতায় NYKS -এর যুবরা স্বচ্ছ গঙ্গা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত নমামি গঙ্গে প্রকল্পে সামিল হচ্ছেন।

NYKS-এর কাজ সম্পন্ন হয় জেলায় জেলায় একজন করে যুব সমন্বয়কারী এবং প্রতি ব্লকে ২ জন করে জাতীয় যুব স্বেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে। রাজ্যস্তরে NYKS-এর ২৯-টি আঞ্চলিক দপ্তর রয়েছে। মূল দপ্তর দিল্লিতে। যেসব কাজ হয় তা মোটামুটি এইরকম :

১) যুবাদের গোষ্ঠী উন্নয়ন এবং নেতৃত্বদান সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ :

এই কর্মসূচির লক্ষ্য হল মানুষকে অর্থপূর্ণ জীবনযাপন এবং দেশগঠনে দায়িত্ব সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নেতৃস্থানীয় ভূমিকা নেওয়ার ক্ষেত্রে যুবাদের প্রশিক্ষিত করে তোলা। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ৫ দিনের। ২০১৭-১৮ সালে এধরনের সাড়ে চারশোরও বেশি উদ্যোগ নেওয়া হয়। সামিল হয় ১৯ হাজারেরও বেশি যুবা।

২) যুব সম্মেলন (Convention) এবং যুবকৃতী :

জেলা স্তরে NYKS এর আয়োজন করে প্রতি বছর। উদ্দেশ্য হল গ্রামাঞ্চলের যুবক-যুবতীদের বৌদ্ধিক চেতনার প্রসার এবং তাদের সামনে নিয়ে আসা। যুবাদের ক্ষমতায়ন এবং পারস্পরিক আদানপ্রদান এর অঙ্গ। ২০১৭-১৮ সালে এধরনের ৩০০-টি কর্মসূচিতে সামিল হন ২ লক্ষ ৬ হাজারেরও বেশি তরুণ-তরুণী।

৩) যুব আদর্শ গ্রাম বিকাশ কার্যক্রম :

এর আওতায় প্রতি জেলায় একটি গ্রামকে নিদর্শ (Model) হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। সেই গ্রামের যুবাদের উন্নয়নে সামিল হন যুবারাই। প্রধান কাজগুলির মধ্যে রয়েছে গ্রামটিকে প্রকাশ্যে শৌচকর্মবিহীন করে তোলা, সকলের টিকাকরণ, সব শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠানো, পরিচ্ছন্নতা, রোগপ্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরিকাঠামো তৈরি, সরকারের প্রধান কর্মসূচিগুলি সম্পর্কে সচেতনতার প্রসার ইত্যাদি। এই কর্মসূচি এক বছরের।

২০১৭-১৮ সালে (২০১৭-র ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই কার্যক্রম চালানো হয়) ৭৮-টি নির্বাচিত জেলায়।

৪) আদিবাসী যুবাদের ভ্রমণ (Tribal Youth Exchange Programme - TYEP) :

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায় প্রতি বছর এধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। উগ্রপন্থা, বিশেষত বাম উগ্রপন্থা প্রভাবিত এলাকার আদিবাসী যুবক-যুবতীদের দেশের অন্য অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত করা, উন্নয়নমূলক কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করানো এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে মানসিক সংযোগ গড়ে তোলায় উৎসাহিত করা হয় এর মাধ্যমে। ২০১৭-১৮ সালে এধরনের ১০-টি কার্যক্রমে সামিল হন ২০০০ আদিবাসী যুবক-যুবতী

৫) এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত (এক রাজ্যের যুবাদের অন্য রাজ্যে ভ্রমণ):

২০১৫-র ৩১ অক্টোবর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৪০তম জন্মবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' কর্মসূচির ঘোষণা করেন। মূল লক্ষ্য হল আমাদের জাতীয় ঐক্যের ধারণাকে জোরদার করতে বৈচিত্র্যের মধ্যে একতার আদর্শ তুলে ধরা। রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির নিজস্ব ঐতিহ্য সম্পর্কে অন্য অঞ্চলের মানুষকে সচেতন করে তোলা, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান এবং বিভিন্ন রাজ্যের মানুষে মানুষে, বিশেষত যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে একতার সূত্র আরও সুদৃঢ় করতে ভ্রমণ এবং অন্যান্য কর্মকান্ডের উদ্যোগ নেওয়া হয় সারা বছর ধরে। এর প্রধান দায়িত্ব রয়েছে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের ওপর।

নেহেরু যুব কেন্দ্র সংগঠন 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর ধারণা অনুযায়ী ২০১৭-১৮ সালে ১৫ জোড়া রাজ্যে ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের যুবক-যুবতীদের পরস্পরের অঞ্চলে ভ্রমণের উদ্যোগ নেয়। এই জেলাগুলি হল তেলেঙ্গানা ও হরিয়ানা, কেরালা ও হিমাচলপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও

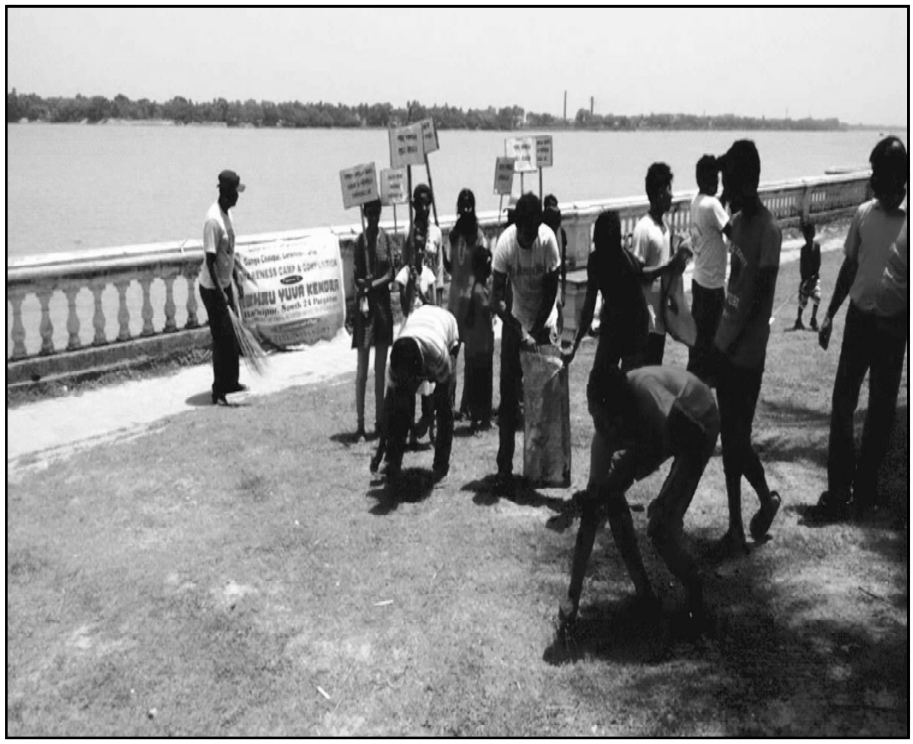

জম্মু-কাশ্মীর, ওড়িশা ও মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড ও গোয়া, কর্ণাটক ও উত্তরাখণ্ড, মেঘালয় ও উত্তরপ্রদেশ, সিকিম ও দিল্লি, মণিপুর ও মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি।

৬) বনসৃজন, রক্তদান শিবির, রক্তদাতাদের নাম নথিভুক্তি, শিশুদের টিকাকরণ-এসব উদ্যোগও নিয়ে থাকে NYKS।

❑ জাতীয় সেবা প্রকল্প (NSS) :

জাতীয় সেবা প্রকল্প বা NSS ১৯৬৯ সালে চালু হয়। স্বেচ্ছায় সমাজসেবামূলক কাজের মাধ্যমে ছাত্র-যুবাদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের বিকাশসাধনই এর লক্ষ্য। এখানে এগোনোও হয় 'সেবার মাধ্যমে শিক্ষা', এই ধারণাকে সঙ্গে নিয়ে। NSS-এর ভিত্তি প্রোথিত মহাত্মা গান্ধীর চিন্তা ও আদর্শের ওপর। মূলমন্ত্র হল "আমি না, কিন্তু তুমি"। ১৯৬৯ সালে ৩৭-টি বিশ্ববিদ্যালয়ে চল্লিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবীকে নিয়ে NSS কাজ শুরু করে। বর্তমানে সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা ৩৯১-টি বিশ্ববিদ্যালয়, ২-টি শিক্ষা পর্ষদ এবং ১৬ হাজার ২৭৮-টি উচ্চবিদ্যালয়ের ৩৯ হাজার ৬৯৫-টি NSS কেন্দ্রে নাম নথিভুক্ত রয়েছে ৩৬ লক্ষ ৬০ হাজার স্বেচ্ছাসেবীর।

প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০০ জন স্বেচ্ছাসেবীকে নিয়ে অন্তত একটি করে NSS-এর শাখা থাকবে এবং একজন শিক্ষক থাকবেন তার দায়িত্বে, ভাবা হয়েছে এমনটাই। প্রতিটি শাখা একটি গ্রাম বা বসতিতে সমাজসেবামূলক কাজ করে থাকে। স্বেচ্ছাসেবীদের প্রত্যেকে দু'বছরের জন্য বছর প্রতি অন্তত ১২০ ঘন্টা সময় এই শাখার কাজে ব্যাপৃত থাকেন। এছাড়া তাদের সংশ্লিষ্ট শাখার পরিচালনায় নির্বাচিত গ্রাম বা বসতিতে ৭ দিনের বিশেষ শিবিরে যোগদান করতে হয়।

NSS-এর প্রধান কাজ হল সমাজসেবামূলক উদ্যোগ। নির্দিষ্ট অঞ্চল বা গোষ্ঠীর চাহিদামতো কাজের ধরনও পরিবর্তিত হয়। প্রধানত কাজ হয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবারকল্যাণ, শৌচালয় ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, বিপর্যয়ের সময় ত্রাণ ও পুনর্বাসন এই সব বিষয়ে। এছাড়া NSS-এর স্বেচ্ছাসেবকরা সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ, অ্যাডভেঞ্চার শিবির, জাতীয় সংহতি শিবির এসবেও শামিল হন। জাতীয়

যুব উৎসবের সময় উত্তর-পূর্বাঞ্চল NSS সমারোহ, 'সুবিচার' কিংবা যুব সম্মেলনের প্রসঙ্গও এখানে উঠে আসে।

কয়েকটি ইতিবাচক উদাহরণ

স্বেচ্ছায় সমাজসেবার অনেক সুফল রয়েছে। এর ফলে যুবারা একটি জনগোষ্ঠী সম্পর্কে, তাদের সুবিধা-অসুবিধা ও সমস্যার বিষয়ে সম্যকভাবে অবহিত হতে পারেন। অভিজ্ঞতার ভান্ডার অনেক বেড়ে যায়। যে কোনও সমস্যার মোকাবিলায় দক্ষ হয়ে ওঠেন তারা। বাড়ে যুক্তিনিষ্ঠা এবং মানসিক স্বচ্ছতা। তারা বুঝতে পারেন পরিস্থিতি এবং সমস্যা সময় ভেদে আমূল পালটে যেতে পারে। অন্যদের মতামতকে বুঝতে শেখেন তারা। ধীরে ধীরে কৈশোর থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী মানসিক বিবর্তন-এর সঙ্গে খাপ-খাইয়ে নেওয়া অনেক সহজ হয় তাদের কাছে। NYKS বা NSS-এর স্বেচ্ছাসেবকদের কাজকর্মের কয়েকটি উদাহরণ একথা স্পষ্ট করে দেয়।

১) গিরিবিকাশ প্রকল্প :

সাক্ষরতা এবং শিক্ষার প্রসার আদিবাসী মানুষজনকে দেশের মূলস্রোতে অঙ্গীভূত করার অন্যতম চাবিকাঠি, একথা মাথায় রেখে কেরালার পালকুড়ি-র নেহেরু যুব কেন্দ্র পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে হাতে নেয় গিরিবিকাশ প্রকল্প। তা নেওয়া হয় জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে। মালামপুঝা গ্রামে দেড় একর জমির ওপর তৈরি হয় গিরিবিকাশ চত্বর। তাতে শিক্ষা সংক্রান্ত ও প্রশাসনিক দপ্তর, ছেলেদের ও মেয়েদের আলাদা হস্টেল — সবেরই ব্যবস্থা করা হয়। কেরালা সরকারের তপশিলি উপজাতি উন্নয়ন দপ্তর এক্ষেত্রে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়।

এই প্রকল্পের আওতায় SSLC (Secondary School Leaving Certificate) এবং +2 পরীক্ষায় অকৃতকার্য তপশিলি উপজাতি গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের ১০ মাস ছাত্রাবাসে রেখে পড়াশোনা এবং অন্য নানাধরনের গঠনমূলক কাজে সামিল করা হয়; যাতে তারা পরীক্ষার গন্ডি টপকাতে পারে। আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে কোনওভাবেই নিজেদের অন্যদের তুলনায় খাটো না ভাবে এবং তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশে যাতে কোনও বিঘ্ন না ঘটে, সেদিকে নজর রাখা হয় বিশেষভাবে। জোর দেওয়া হয় স্বাস্থ্যকর অভ্যাস, শৃঙ্খলা এবং পরিশ্রমী মানসিকতা গড়ে তোলার ওপর।

SSLC পাঠ্যক্রমের বাইরেও ইংরেজি এবং কম্পিউটার ব্যবহার, যোগাভ্যাস, খেলাধুলো এবং সাংস্কৃতিক নানা বিষয়েও তালিম দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য এবং সামাজিক নানা বিষয়ের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার পাশাপাশি নামজাদা সমাজবিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক নেতা এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সুযোগও করে দেওয়া হয় তাদের।

গিরিবিকাশ প্রকল্পে সহায়তাপ্রাপ্ত আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পরীক্ষায় সাফল্যের হার ৮৮ শতাংশ।

২) মাদকাসক্তি রোধ (NYKS) :

মণিপুরের সাতটি জেলার ২৫-টি ব্লকের ৭৫০-টি গ্রাম এবং পাঞ্জাবের ১০-টি জেলার ৭৫-টি ব্লকের তিন হাজার গ্রামে NYKS এক বছর মেয়াদি এ সংক্রান্ত একটি প্রকল্প হাতে নেয়। নাম ছিল "Awareness and education for the prevention of Drug Abuse and Alcoholesm"।

এই প্রকল্প কিশোর-কিশোরী ও মাদকাসক্তির শিকার হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমন সব মানষ, এবং তাদের পরিবার-পরিজনদের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। পাশাপাশি সাহায্য নেওয়া হয় গ্রামের NYKS ক্লাব, মহিলা গোষ্ঠী, গ্রাম পঞ্চায়েত, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, ধর্মীয় নেতাদের কাছ থেকে।

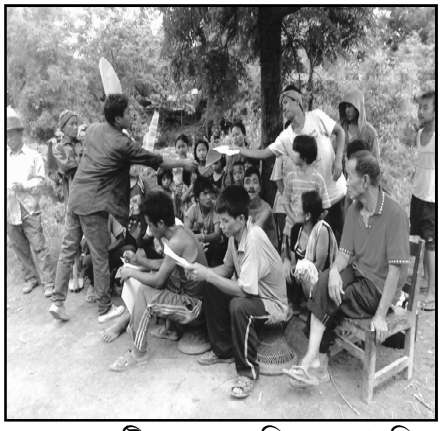

প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ছিল মাদকাসক্তির কুফলের বিষয়ে এবং তা রোধ করার পন্থাপদ্ধতি নিয়ে জনসচেতনতা গড়ে তোলা। পাশাপাশি তুলে ধরা হয় মাদকাসক্তদের নেশার নাগপাশ থেকে বের করে এনে সুস্থ জীবনে সামিল করার ক্ষেত্রে পেশাদারি সহায়তার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিও।

এই প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় যুব ক্লাবগুলির ৩৭ হাজার ৫০০ প্রশিক্ষিত সদস্য 'ব্যক্তিগত সংযোগ ও পারস্পরিক শিক্ষণ' বা Personal Contact and Peer Education' কর্মসূচিতে সামিল হয়ে তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার যুবক-যুবতীর কাছে প্রয়োজনীয় বার্তা পৌঁছে দেন। ৬২ হাজার ৬৫৪ জন মাদকাসক্তকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। সার্বিকভাবে, গ্রামের মানুষকে মাদকসেবন ও মদ্যপানের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অবহিত করতে জনসচেতনতা কর্মসূচিরও আয়োজন ছিল।

৩) নমামি গঙ্গে এবং যুবসম্প্রদায় (NYKS) :

গঙ্গা পুনরুজ্জীবন উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে ২০১৫-র ৮ জুন নেহেরু যুব কেন্দ্র সংগঠন গঙ্গা দূষণ রোধে প্রয়োজনীয় জনসচেতনতার প্রসারের লক্ষ্যে স্বচ্ছ গঙ্গা জাতীয় অভিযান (National Mission for clean Ganga Mission- NMCG)-এর সঙ্গে সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর করে।

এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল গঙ্গা নদীর দূষণের মারাত্মক প্রভাব সম্পর্কে সমাজের

সব স্তরের মানুষকে অবহিত করে তোলা এবং এই কাজ করার জন্য স্থানীয় ভিত্তিতে প্রশিক্ষিত ও কর্মোদ্যোগী যুব দল গড়ে তোলা। বর্তমানে উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ — চারটি রাজ্যে গঙ্গা তীরবর্তী ২৯-টি জেলায় ১২০৩-টি গ্রাম পঞ্চায়েতে এবং ২৩৩৬-টি গ্রামে প্রকল্পটির কাজ চলছে। তৈরি হয়েছে ২৪২৬-টি যুব ক্লাব। প্রকল্পে শামিল ১৩ হাজারেরও বেশি গঙ্গা দূত।

৪) জলের গুণগত মান সম্পর্কিত বিষয় :

ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরে করিম সিটি কলেজের NSS-এর শাখার স্বেচ্ছাসেবকরা নির্দিষ্ট কয়েকটি গ্রামে পানীয় বা অন্য কাজে ব্যবহার্য জলের নমুনা সংগ্রহ করে কলেজের রসায়ন বিভাগের পরীক্ষাগারে তা পরীক্ষা করার উদ্যোগ নেয়। ফলাফল পেশ করা হয় জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে। জেলা প্রশাসন ফের সেই নমুনা পরীক্ষা করে জলদূষণ রোধ এবং দূষণমুক্ত জল সরবাহের উদ্যোগ নেয়।

৫) তামিলনাড়ুর কারাইকুড-এর আলাগাপ্পা চেট্টিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের NSS শাখা পালাভানগুড়ি গ্রামের আশপাশের খাল ও জলাশয়গুলির সমীক্ষা করে ওই গ্রামের জলাধারগুলিতে জল সরবরাহের বিষয়টিতে লক্ষ্য দেয়। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহায়তায় তৈরি হয় এলাকার পুঙ্খানুপুঙ্খ মানচিত্র। এরপর স্থানীয় মানুষের সহায়তায় শুরু হয় জলাধারের পলি খনন, তার গভীরতা বাড়ানো, জবরদখল উচ্ছেদের কাজ। প্রকল্পটি সফল হয়। গ্রামের জলাধারগুলি ভরে যায় বৃষ্টির জলে। আশপাশের জলাধারগুলির গভীরতা এখন জল প্রবাহের অনুকূল। সেখানে এখন বৃষ্টির জল ধরে রেখে প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা হচ্ছে। (খবরটি দিনামালার সংবাদপত্রে মাদুরাই সংস্করণে প্রকাশিত)।

৬) সিঠি উন্নয়ন প্রকল্প (NSS) :

মুসলিম ধর্মের সিঠি গোষ্ঠীভুক্ত মানুষজন থাকেন আমেদাবাদের সিঠি বস্তিতে। সারাসপুর কলা ও বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ের NSS শাখা এই বস্তির উন্নয়নে উদ্যোগ নেয়। অঞ্চলটি এক দশকের বেশি সময় ধরে জঞ্জাল ফেলার জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত হ'ত। বাসিন্দাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। সারাসপুর কলেজের NSS স্বেচ্ছাসেবকরা জঞ্জাল সাফ করার কাজে নামেন। এলাকা ফের নোংরা হওয়া রুখতেও বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়।

চার বছরের অক্লান্ত চেষ্টার পর এলাকাটি এখন জঞ্জালমুক্ত। উপকৃত হয়েছেন তিনশোরও বেশি সিঠি গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ এবং কাছাকাছি থাকা কলেজটির ২ হাজারের বেশি ছাত্র-ছাত্রী। বস্তির বাড়িগুলি পরিষ্কার করে রঙ করা হয়েছে। সেখানকার শৌচালয়গুলি মেরামত করে ফের তা চালু করার উদ্যোগও নেন NSS স্বেচ্ছাসেবকরা। এর পাশাপশি সারাসপুর কলেজের NSS শাখা ওই এলাকার অধিবাসীদের 'সিদিধামাল' লোকনৃত্যের প্রসারেও সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন। ব্যবস্থা করা হয় কম্পিউটার শেখানোর ক্লাসের। বাড়ির দোরগোড়ায় 'মজা করে শেখা' বা 'Learn with fun' কর্মসূচির মাধ্যমে বস্তির সব বয়সের মহিলা এবং শিশুদের বিভিন্ন বিষয় শেখানোও বাদ ছিল না।

৭) LED বাল্ব শিবির :

কেরালার ১৪-টি জেলায় বিভিন্ন সময়ে উচ্চমাধ্যমিক বৃত্তিমূলক শিক্ষা নির্দেশনালয় (Directorate of Vocational Higher Secondary Education)-এর NSS-এর শাখা LED বাল্ব তৈরির প্রশিক্ষণের জন্য দু'দিনের মোট ৩০৮-টি শিবিরের আয়োজন করে। বাড়ি বাড়ি থেকে ফেলে দেওয়া LED বাল্ব সংগ্রহ করে তা সারানোর প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়াদের মধ্যে LED বাল্ব বিতরণ, গ্রামের মানুষজনের মধ্যে বিদ্যুৎ সাশ্রয় সম্পর্কিত সচেতনতার প্রসারেও নেওয়া হয় উদ্যোগ। LED বাল্ব তৈরি এবং সারানোয় NSS স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষিত করে তুলতে Kerala Energy Management Centre- এর কর্মীরা বারো ঘন্টা করে সময় দেন। এই প্রকল্পে শামিল হন পনেরো হাজার চারশো NSS স্বেচ্ছাসেবক এবং ৩০৮ জন প্রকল্প আধিকারিক। ❑

কৃষকের কল্যাণ : সরকারের অগ্রাধিকার

ড. জগদীশ সাক্সেনা

কৃষিক্ষেত্রের প্রতি এই নতুন কল্যাণকর দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হবার দরুন গ্রামীণ মানুষদের আয়, কর্মসংস্থান ও তদ্‌জনিত সমৃদ্ধির প্রসার ঘটেছে। সর্বোপরি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা যে ২০২২ সালে স্বাধীনতার ৭৫ তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের আগেই কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা হবে। কালবিলম্ব না করে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক একটি সাতদফা রণকৌশলও হাতে নেয়, যাতে রয়েছে কৃষকদের আয়বৃদ্ধির স্বার্থে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় পদক্ষেপ। কৌশলটির অন্যতম কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল উপকরণ ব্যয়ের সার্থক সদ্‌ব্যবহার দ্বারা কৃষিজমির প্রতি ইউনিটে ফলন বৃদ্ধি, ফসল কাটার পরবর্তী স্তরে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস ও মূল্য সংযোজন, গুরুত্বপূর্ণ বা বড়ো বড়ো ঝুঁকির ক্ষেত্রে নিরাপত্তা আচ্ছাদনের সাহায্যে কৃষি বিপণনের সংস্কার এবং বিভিন্ন ধরনের সহজাত কর্মকান্ডের বিস্তার

লক্ষ লক্ষ অভাবী কৃষকের কল্যাণসাধনের দিকটি দীর্ঘদিন অবহেলিত হয়েছে, যদিও তারাই হলেন ভারতীয় কৃষির অন্যতম চালিকাশক্তি। কেন্দ্রের বর্তমান তথা আগের চেয়ে অনেক বেশি সংবেদনশীল সরকার ২০১৪ সালেই এই গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসে। পরবর্তী ধাপে কৃষিক্ষেত্রের প্রতি এই নতুন কল্যাণকর দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হবার দরুন গ্রামীণ মানুষদের আয়, কর্মসংস্থান ও তদ্‌জনিত সমৃদ্ধির প্রসার ঘটেছে। সর্বোপরি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা যে ২০২২ সালে স্বাধীনতার ৭৫ তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের আগেই কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা হবে। কালবিলম্ব না করে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক একটি সাতদফা রণকৌশলও হাতে নেয়; যাতে রয়েছে কৃষকদের আয়বৃদ্ধির স্বার্থে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় পদক্ষেপ। কৌশলটির অন্যতম কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল উপকরণ ব্যয়ের সার্থক সদ্‌ব্যবহার দ্বারা কৃষি জমির প্রতি ইউনিটে ফলন বৃদ্ধি, ফসল কাটার পরবর্তী স্তরে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস ও মূল্য সংযোজন, গুরুত্বপূর্ণ বা বড়ো বড়ো ঝুঁকির ক্ষেত্রে নিরাপত্তা আচ্ছাদনের সাহায্যে কৃষি বিপণনের সংস্কার এবং বিভিন্ন ধরনের সহজাত কর্মকান্ডের বিস্তার (যেমন উদ্যানপালন, পশুপালন, মৎস্যচাষ, মৌমাছি পালন, হাঁসমুরগির খামার গঠন ও সুসংবদ্ধ চাষ প্রবর্তন)।

বিপণন মন্ত্র

চলতি কেন্দ্রীয় বাজেটে (২০১৮-'১৯) ঘোষিত হয় যে ২০-টি গুরুত্বপূর্ণ রবি ও খারিফ শস্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য তাদের উৎপাদন খরচের অন্তত দেড়গুণ হারে ধার্য করা হবে। সরকারের এটি একটি প্রত্যয়ী ও বহু আকাঙ্খিত ঘোষণা। অবশ্য ঘোষণাটি রূপায়িত করার জন্য এমন একটি ব্যবস্থার প্রয়োজন, যেখানে খোলা বাজারে কৃষিজাত পণ্যের দাম নিম্নমুখী হলেও কৃষকদের কাছ থেকে অবশ্যই সহায়ক মূল্যের বিনিময়েই ফসল কেনা সম্ভব হবে। বিষয়টির সারবত্তা অনুধাবন করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে পরামর্শক্রমে এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে নিতি আয়োগকে বলা হয়েছে যার সাহায্যে বাজারের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কৃষকদের স্বার্থ অক্ষুন্ন থাকবে। ফলনের আধিক্য ঘটলে বাড়তি উৎপাদন সরকার নিজেই কিনে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মধ্যপ্রদেশ সরকারের মূল্য-ঘাটতি অর্থ সাহায্য প্রকল্পে বাজারের ওঠা-নামাজনিত পরিস্থিতিতে আটটি কৃষিপণ্যের মূল্য ঝুঁকি সুরক্ষিত হয়েছে। প্রকল্পের ক্ষেত্রীয় রিপোর্ট এতই উৎসাহব্যঞ্জক যে অন্যান্য রাজ্যকেও এধরনের উদ্যোগ চালু করার কথা বিবেচনা করতে বলা হয়েছে। কৃষিপণ্যের মূল্য ও চাহিদা সংক্রান্ত পূর্বাভাস, ফিউচার (আগাম)

[লেখক নয়াদিল্লি স্থিত ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদের প্রাক্তন মুখ্য সম্পাদক (হিন্দি)। ই-মেল : jgdsaxena@gmail.com]

ও খোলা বাজার বাণিজ্যের সুবিধা গ্রহণ, শস্যাগারের সম্প্রসারণ এবং রপ্তানি ও আমদানি সংক্রান্ত সময়োচিত পদক্ষেপ — এসব নিয়েও যথোপযুক্ত নীতি ও রেওয়াজ গড়ে তুলতে সরকার সক্রিয় রয়েছে।

আমাদের দেশে কৃষকদের ৮৫ শতাংশই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক শ্রেণিভুক্ত। বাজারযোগ্য উদ্বৃত্ত এদের কাছে পরিমাণে কম এবং পরিবহণ খরচও তাদের পক্ষে যথেষ্ট বেশি। এই প্রেক্ষিতেই সরকারি প্রয়াসে ২০১৫ সালে ইলেকট্রনিক-চালিত জাতীয় কৃষি বাজার (e-NAM) চালু হয়। উদ্দেশ্য হল লাইসেন্স ও করজনিত প্রতিবন্ধক সহজ করা এবং কৃষকদের আরও আয়ের সম্ভাবনাকে বর্ধিত করা। ইতোমধ্যেই এই প্ল্যাটফর্মে যোগদানকারী ১৬-টি রাজ্য ও ২-টি কেন্দ্রশাসিত এলাকার মোট ৫৮৬-টি কৃষি উৎপাদন বাজার কমিটি (APMC বা মান্ডি) প্রায় ৯০-টি কৃষিজ পণ্যের ক্ষেত্রে অনলাইন বাণিজ্যের সুযোগ নিচ্ছে। প্রায় ৯৯ লক্ষ কৃষক ও ১ লক্ষ কৃষি ব্যবসায়ী এই ব্যবস্থার দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন এবং এখানে স্থানীয় ভাষাতেও লেনদেন পরিচালিত হচ্ছে। অবশ্য যেসব কৃষক APMC-র সঙ্গে যুক্ত নন তারা e-NAM -এর দ্বারা উপকৃত হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই অবস্থায় সরকারের এক সঠিক পদক্ষেপ, ২২ হাজার গ্রামীণ হাটের মানোন্নয়ন ঘটিয়ে সেগুলিকে গ্রামীণ কৃষি বাজারে রূপান্তরিত করা হয়েছে। কৃষি বাজারগুলি ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে (e-NAM) যুক্ত হওয়ায় দুর্গম এলাকার কৃষকরাও পূর্বোল্লিখিত সুযোগসুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। সমগ্র ব্যবস্থাটি পরিচালনার জন্য ২ হাজার কোটি টাকার একটি কৃষি বিপণন তহবিল গঠনের প্রস্তাব সরকার মঞ্জুর করেছে।

কৃষকদের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য রয়েছে প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্পদ যোজনা। এই 'ফ্ল্যাগশিপ' প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল কৃষকদের কাছে বিপণন সাহায্য, প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্য

সংযোজন সংক্রান্ত বিভিন্ন সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। এই প্রকল্পের দ্বারা ২০১৯-২০ সাল নাগাদ ২০ লক্ষ কৃষক সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ৫ লক্ষেরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। উদ্দেশ্যসাধন বাবদ প্রকল্পটিতে প্রায় ৩১ হাজার ৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। এটির আওতায় মেগা ফুড পার্ক স্থাপিত ও পরিচালিত হচ্ছে, সম্প্রসারিত হচ্ছে সুসংবদ্ধ হিমঘর-সহ বিভিন্ন মূল্য সংযোজনকারী পরিকাঠামো, সম্প্রসারিত হচ্ছে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা, তৈরি হচ্ছে কৃষি প্রক্রিয়াকরণ ক্লাস্টারের পরিকাঠামো ইত্যাদির মতো কৃষক-বান্ধব বিভিন্ন ব্যবস্থা। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রটির বিকাশে সরকারের তরফ থেকে নানাবিধ কর রেহাই-এর সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, অনুমতি দেওয়া হচ্ছে ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বা এফ.ডি.আই.-এর এবং সৃষ্টি করা হচ্ছে কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ইউনিটগুলিকে সহজ শর্তে ঋণ দেবার উদ্দেশ্যে নাবার্ডের আওতায় ২ হাজার কোটি টাকার একটি বিশেষ তহবিল। দেশের অসংখ্য কৃষক টমাটো, পেঁয়াজ ও আলু চাষের উপর নির্ভর করে জীবিকানির্বাহ করে থাকেন; যেসব মূল সবজির চাহিদা থাকে বছরভর সব জায়গাতেই। তবে এজাতীয় সবজির পচনশীলতা এবং মরশুম বা অঞ্চল ভেদে এদের তারতম্যতার কারণে কৃষক ও ক্রেতা উভয়েই দুর্ভোগের সম্মুখীন হন। এই প্রেক্ষিতেই সম্প্রতি ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ-সহ শুরু হয়েছে 'অপারেশন ফ্লাড'-এর ধাঁচে 'অপারেশন সবুজ' প্রকল্পটি। এই প্রকল্পে কৃষক ও ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষার্থে আলোচ্য সবজিগুলির বিপণনের জন্য বিভিন্ন ধরনের কৃষি-কৌশল, প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা ও পেশাদারি পরিচালনার প্রসার ঘটানো হবে। এছাড়া কৃষকদের রপ্তানিমুখী চাষাবাদে আকৃষ্ট করার জন্য কৃষিপণ্যের রপ্তানি সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থাও শিথিল করা হচ্ছে।

কৃষকদের জন্য অর্থসাহায্য

দেশের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রটিতে একাধিক সংস্কার হলেও কৃষকরা কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পাবার ক্ষেত্রে সাধারণত নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। সমস্যার নিরসনে কৃষিক্ষেত্রের জন্য প্রতিষ্ঠানিক ঋণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ সালের ৮.৫ লক্ষ কোটি টাকার কৃষিঋণের পরিমাণ এখন পৌঁছেছে ১১ লক্ষ কোটি টাকায়। সম্প্রতি মৎস্যচাষ ও পশুপালনে নিয়োজিত কৃষকদের স্বার্থে কিষান ক্রেডিট কার্ডের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে; যাতে করে তারা সহজেই চালু মূলধন সংগ্রহ করে নিতে পারেন। বৈধ কৃষকরা যাতে নির্বিঘ্নে ও সময়মতো ঋণের সুযোগ পান তা সুনিশ্চিত করতে আরও যেসব উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে স্বল্পমেয়াদি শস্য ঋণের জন্য সুদ বাবদ সাহায্য, সহযোগীযুক্ত কৃষি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং যৌথ দায়বদ্ধতা গোষ্ঠীর প্রসার। বিভিন্ন সমবায় সমিতি ও তাদের সদস্যদের আর্থিক সহায়তা দেবার উদ্দেশ্যে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগমের বরাদ্দকৃত অর্থ সরকারের তরফ থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে।

বর্তমানে বিপুল সংখ্যক কৃষকের জমির মালিকানা নেই। চাষের জমি ইজারা নিয়ে তারা কৃষিকাজ করেন; তবে শস্য ঋণ তারা পান না। ফলত এইসব ভাগচাষি উচ্চহারে সুদ ও আরও কয়েকটি শোষণমুখী শর্তে ধার নিতে চিরাচরিত প্রথায় মহাজনদের দ্বারস্থ হন। এধরনের দুর্বিপাক

থেকে কৃষকদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সরকারি নির্দেশবলে নিতি আয়োগের দ্বারা একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। কৃষিজমির আনুষ্ঠানিক পাট্টা সম্পর্কে এই কমিটিকে একটি মডেল আইন তৈরি করতে বলা হয়েছিল। এভাবেই ভাগচাষিদের বিভিন্ন সুবিধার্থে একটি আদর্শ কৃষিজমি পাট্টাদান আইন ২০১৬ বলবৎ হয়। এখন কৃষি ও অন্যান্য সহযোগী কাজকর্মে জমির পাট্টাদানের বিষয়টি জমির মালিক ও ভাগচাষিদের মধ্যে একটি পারস্পারিক আইনি চুক্তির ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়ে থাকে। এর দরুন ভাগচাষিরা একাধিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ ছাড়াও শস্য বিমা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের থেকে ত্রাণ সাহায্য বা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচির সুযোগ নিতে পারছেন। ক্ষুদ্র চাষিদের বাড়তি আয়ের পথ সুগম করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে FPO বা কৃষক উৎপাদক সংস্থা ও মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির বিভিন্ন কর্মকান্ডকে সরকার উৎসাহিত করছে। সমবায়িক ধাঁচে গঠিত ও ১০০ কোটি টাকার কম লেনদেন বিশিষ্ট FPO-গুলিকে আয়করের আওতামুক্ত করা হয়েছে।

নিরাপদ জীবিকার লক্ষ্যাভিমুখে

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কীটপতঙ্গ, রোগব্যাধি ও আবহাওয়ার খামখেয়ালি জনিত পরিস্থিতিতে কৃষকদের আয় ও জীবিকানির্বাহের দিকটি সর্বাধিক বিপন্ন হয়ে থাকে। এধরনের ঝুঁকির শিকার হওয়া থেকে কৃষকদের বাঁচাতে ২০১৬ সালে একটি নতুন ও উন্নত মানের প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা চালু হয়। এটির প্রিমিয়াম হার খুব কম এবং বহু ধরনের শস্য এর আওতাধীন। প্রিমিয়ামে কৃষকদের প্রদেয় অংশ হ্রাস করে রবি শস্যের ক্ষেত্রে ১.৫ শতাংশ, খারিফের ক্ষেত্রে ২ শতাংশ এবং উদ্যানজাত ফসলের ক্ষেত্রে বার্ষিক সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ করা হয়েছে। এমনকি ফসল কাটার পরবর্তী স্তরে

ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতির ক্ষেত্রে ১৪ দিন অবধি বিমা আচ্ছাদনের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ের মাপকাঠির ভিত্তিতে জলপ্লাবিত কৃষকের খেতকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়গ্রস্ত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। রিমোট সেন্সিং ও তথ্যপ্রযুক্তি সাজসরঞ্জামের ব্যবহারের ফলে দাবিদাওয়া ভিত্তিক অর্থ প্রদানে দ্রুততা ও স্বচ্ছতা এসেছে। সরকারের লক্ষ্য হল কৃষক-বান্ধব সংস্থাগুলিকে হাতিয়ার করে শস্য বিমার সুযোগকে আরও সম্প্রসারিত করা এবং এজন্য ২০১৮-১৯ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৩ হাজার কোটি টাকায়।

অন্যদিকে জলবায়ুর পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে নিজেদের জীবন-জীবিকা সুরক্ষিত করার জন্য দেশের সব অঞ্চলের কৃষকদের প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে। এজন্য কৃষকদের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তাদের অংশগ্রহণের সাহায্যে ৬২৩-টি জেলাভিত্তিক আপৎকালীন কর্মপরিকল্পনা সুবিস্তৃত করা হচ্ছে। সুনির্দিষ্ট 'জলবায়ু-স্মার্ট' প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা KVK বা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলির উদ্যোগে নিয়মিতভাবে ক্ষেত্রীয় স্তরে হাতে-কলমে প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা শুরু হয়েছে। KVK-গুলির উদ্যোগে ইতোমধ্যেই ১৫১-টি 'জলবায়ু-স্মার্ট' গ্রাম গঠন করা হয়েছে, যা এ ব্যাপারে আরও অনেক গ্রাম ও কৃষকদের অনুপ্রাণিত করবে। সর্বোপরি সুসাধ্য কৃষি সংক্রান্ত জাতীয় মিশনও তাদের নেটওয়ার্কগুলির সাহায্যে জলবায়ু সংক্রান্ত তথ্য ও জ্ঞানকে পরিব্যাপ্ত করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

সুসংহত চাষ ব্যবস্থায় খেতের ফসলকে যথোপযুক্ত ও সমন্বিত পন্থায় উদ্যানপালন, পশুপালন ও মৎস্যচাষের সঙ্গে মেলানো হয়ে থাকে। কৃষকদের আয়ের নিশ্চয়তা অক্ষুন্ন রাখতে, বিশেষ করে প্রতিকূল অবস্থাতেও, এই প্রথা যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। একইসঙ্গে এই নতুন চাষ পদ্ধতিতে জমির প্রতি ইউনিটই আরও লাভজনক হয়ে ওঠে এবং চাষের একটি বা অন্য কোনও অঙ্গের দ্বারা আয়ের পথ আশ্বস্ত হওয়ায় ঝুঁকির আশঙ্কা হ্রাস পায়। পরীক্ষানিরীক্ষার পর কৃষিবিজ্ঞানীরা গত চার বছরে ৩১-টি সুসংহত চাষ প্রথাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন যেগুলি বিভিন্ন কৃষি-আবহাওয়া অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের পক্ষে অনুসরণযোগ্য। চাষবাদের এসব মডেলকে দেশের সর্বত্র গ্রাম স্তরে গিয়ে হাতে-কলমে শেখানো হচ্ছে। এগুলির প্রধান অঙ্গ হল উদ্যানপালন, যা থেকে বাড়তি আয়ের বিপুল সম্ভাবনা থাকায় এটির ওপর আলাদাভাবে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সুসংহত উদ্যানপালন-উন্নয়নের যে নতুন মিশনটি পরিচালিত হচ্ছে, তাতে প্রাধান্য পাচ্ছে উদ্যানপালনের যান্ত্রিকীকরণ, হিমঘর ও সংরক্ষণাগার নির্মাণ, যথোপযুক্ত প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং উচ্চমানের বীজবপন সরঞ্জাম জোগানোর উপর। বলা বাহুল্য নতুন ক্লাস্টার পদ্ধতিতে একই স্থানে উৎপাদন থেকে বিপণনের সমগ্র চেন গড়ে ওঠায় উদ্যানপালনজাত যাবতীয় ফসলের উপযোগিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

জৈব চাষ - এক নতুন দিশারি

স্বাস্থ্য বিষয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বিগ্নতা আমাদের প্রচলিত খাদ্যাভাসে বড়ো ধরনের পরিবর্তন আনছে। ইদানীং জৈব খাদ্যসামগ্রীর প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। ভারত-সহ বিশ্বের অনেক জায়গায় এই প্রবণতা জৈবসামগ্রীর দামকে উর্ধ্বমুখী করেছে। সৌভাগ্যের বিষয় ভারতের জলবায়ু ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা জৈবচাষের অনুকূল। আমাদের কৃষকদের উৎসাহ ও প্রয়োজনীয় বিপণন সহায়তা জোগাতে পারলে এক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়ে ভারত সরকারও জৈবচাষের বিকাশ ও উৎপন্ন সামগ্রীকে বাজারজাত করার লক্ষ্যে শুরু করেছে 'পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনা'। রূপায়িত হচ্ছে ক্লাস্টরভিত্তিক কর্মসূচি, যাতে ৫০ জন কৃষক একজোট হয়ে ৫০ হেক্টর জমিতে কৃষি ও উদ্যানজাত ফসল উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত থাকছেন। বাজারে চাহিদা রয়েছে এমন ধরনের জৈব শস্য ফলনের জন্য এই কর্মসূচিতে প্রত্যেক কৃষক তিন বছরের জন্য হেক্টর পিছু ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য পাচ্ছেন। জৈবসামগ্রী সংগ্রহ করে সেগুলি বাজারে নিয়ে যাবার পরিবহণ খরচ বাবদ জৈব ক্লাস্টারগুলিকে দেওয়া হচ্ছে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। চলতি বছর শেষ হবার আগেই ১০ হাজার জৈব ক্লাস্টার গঠনের লক্ষ্যপূরণ বাবদ এই কর্মসূচিতে সরকার এপর্যন্ত ৯৪৭ কোটি টাকা খরচ করেছে। আদিবাসী এলাকা, বৃষ্টিধৌত অঞ্চল, পার্বত্য ও দুর্গম এলাকার অভাবী কৃষকদের কল্যাণসাধনের লক্ষ্যে এসব এলাকায় জৈব ক্লাস্টার স্থাপনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। দেখা গিয়েছে জৈব প্রথার চাষে উৎপাদন ব্যয় ২০ শতাংশ অবধি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, যার জন্য কৃষকের নিট মুনাফাও বাড়ছে ২০%- ২৫% হারে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জৈবচাষের অনুকূল পরিস্থিতির নিরিখে সরকার ওই অঞ্চলে তিন বছরের জন্য (২০১৫-১৮ সাল) চারশো কোটি টাকা বরাদ্দ-সহ একটি ডেডিকেটেড 'Mission for Development of Organic Value Chain'-এর সূচনা করেছে। সিকিমকে ২০১৬ সালে ভারতের প্রথম জৈব রাজ্য বলে ঘোষণার প্রভাবে অন্যান্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিও ওই ধরনের চাষে আগ্রহী হচ্ছে। জৈবসামগ্রীর ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চল খুব দ্রুত 'ভারতীয় হাব' হয়ে উঠছে, যার অভিমুখ হল রপ্তানি বাণিজ্য।

আয়বৃদ্ধির সুরাহা

বিশেষজ্ঞদের একাধিক রিপোর্টে বাড়তি আয়ের সম্ভাবনাময় যেসব অনুষঙ্গী কৃষি কর্মকান্ডের উল্লেখ রয়েছে, সরকার সেগুলির উপর এখন অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বর্ধিত আর্থিক বরাদ্দের মধ্যবর্তিতায় একটি সুসংবদ্ধ মৌমাছি পালন বিকাশ কেন্দ্র গঠন করার ফলে গত চার বছরে মধুর উৎপাদন আগেকার সব রেকর্ডকে ছাপিয়ে গিয়েছে। একজন কৃষক যদি ক্ষুদ্রায়তন মাত্রায় মাত্র ৫০-টি বাক্স নিয়ে মধু উৎপাদন শুরু করেন, তবে তিনি নিয়মিত আয় ছাড়াও অতিরিক্ত ২ থেকে ২.৫ লক্ষ টাকা উপার্জন করতে পারবেন। যেমন বাঁশের কথা উল্লেখ করা যায়, প্রভূত ব্যবসায়িক সম্ভাবনা থাকায় যাকে 'সবুজ সোনা' বলে অভিহিত করা হয়েছে। অরণাঞ্চলে এই বাঁশকে গাছের শ্রেণিভুক্ত করায় সমস্যার সৃষ্টি হয়। বনাঞ্চলের বাইরে সরকার একে পুনর্বার 'ঘাস'-এর শ্রেণিভুক্ত করায় বাঁশের ফলন ও পরিবহণ বাধামুক্ত এবং হস্তশিল্পের কাঁচামাল হিসাবে এর ব্যবহার সহজ হয়ে উঠেছে। বাঁশ উৎপাদনের সামগ্রিক ক্ষেত্রটির বিকাশে ১২৯০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ-সহ একটি পুনর্বিন্যস্ত 'জাতীয় বংশ মিশন'-এর সূচনা হয়েছে। আর একটি ফসল হল মাশরুম যাতে রয়েছে বিপুল বাণিজ্যিক সম্ভাবনা। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে ফসলটির চাহিদা প্রচুর এবং দামও পাওয়া যায় যথেষ্ট। কৃষকদের আয় বাড়াতে এই সম্ভাবনাময় ফসলের চাষে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। বাসস্থান সংলগ্ন জমিতে হাঁস-মুরগির খামার

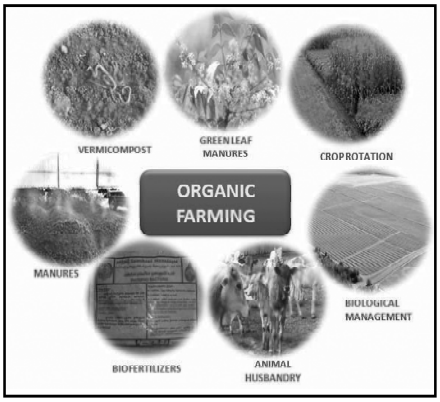

স্থাপন; ছাগল, শূকর পালন এবং ছোটো জলাশয়ে মাছের চাষকেও উৎসাহিত করা হচ্ছে। যাতে কৃষকরা অতিরিক্ত আয়ের বিষয়ে সুনিশ্চিত হন। 'মেরা গাঁও, মেরা গৌরব' বলে এক অভিনব কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে, যার আওতায় চারজন কৃষিবিজ্ঞানীর এক একটি দল পাঁচটি গ্রামকে বেছে নিয়ে কৃষি ও সহজাত কর্মকান্ডের নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। উদ্দেশ্য হল জ্ঞান, দক্ষতা ও তথ্যের সাহায্য নিয়ে কৃষকদের আয় বাড়ানো।

কৃষকদের নিজেদের জমিতে সৌর শক্তি উৎপাদন করার জন্য তাদের উৎসাহিত করার সরকারি প্রচেষ্টাকে অনন্যসাধারণ বললে অত্যুক্তি হবে না। এই কর্মসুচিতে দ্বিমুখী উদ্দেশ্য সাধিত হবে : একদিকে সৌর পাম্পের দ্বারা কৃষকের জমি সেচসেবিত হবে এবং অন্যদিকে অতিরিক্ত উৎপাদন বিদ্যুৎ গ্রিডে সরবরাহ করে তার বাড়তি আয়ের সুযোগ আসবে। এভাবে উৎপন্ন বিদ্যুৎ ন্যায্য দামে কেনার পন্থাপদ্ধতি নির্ধারণের জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে আগ্রহী করা হচ্ছে।

যথোচিত নীতি প্রয়োগ, বাস্তবসম্মত ও রূপায়ণযোগ্য কর্মসূচি গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের মধ্যবর্তিতায় কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার সংকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের আন্তরিকতা প্রশ্নাতীত। তবে একই জমি থেকে উপার্জন বৃদ্ধির এই লক্ষ্যপূরণে রাজ্য সরকার, সমবায়িক সমিতি, কৃষক সংগঠন এবং সংশ্লিষ্ট শিল্প সংস্থা ও কৃষকের 'মিশন' বোধে উদ্দীপিত ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের ভূমিকাও কম জরুরি নয়। ❑

GET YOUR CAREER SECURED WITH TOP GOVERNMENT JOBS

IAS / IPS

Best Faculties From Delhi & Allahabad

Attend our Free seminar & Know How to become a Civil Servant?
& avail special Discount through Scholarship Test.

Optional Subjects Available:

Geography / History / Sociology / Anthropology.

Our Faculties

History:	Parampreet Sir
Polity:	Tanvi Mam
Geog:	D.Chandra Sir
Eco:	S.K Jha Sir
Current:	C. Shekhar Sir

IAS / WBCS
Separately
Test Series
20 Test for Prelims
20 Test for Mains

WBCS

Special Batch for WBCS Mains

History	:	Amit Sen Sir
Polity	:	Nandan Dutta Sir
Geog	:	Moumita Mam
Eco	:	Joytirmoy Nag Sir
Current	:	Sourajit Sir
English	:	Kumar Gaurav Sir
G.A	:	Vijay Ram Sir
Reasoning	:	Bijoy Sir & Kamlesh Sir
Maths	:	Sanjeev Sir

- ✓ General and Separate batches for various competitive examinations.
- ✓ Batches completed on time.
- ✓ Doubt clearing sessions by individuals.
- ✓ Best study material and printed assignment on important topics.
- ✓ Regular seminar and motivational session with field experts and selected candidates.
- ✓ Provision for clean, cool drinking water and AC classrooms.
- ✓ Use of online and offline Mock Tests
- ✓ Library facilities for studies.

TICS

Where selection is passion
(A Unit Of TICS EDUWORLD LLP)

Call: 8478053333 / 03340644654

Email: info@ticsias.com Web: www.ticsias.com

HO.TICS: 90/6-A, M.G. Road YMCA Building 2nd Floor Near College Street Kol-07

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana-Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

ATTENTION PLEASE

YOU CAN ALSO SEND YOUR SUBSCRIPTION THROUGH BHARATKOSH (NON-TAX RECEIPT PORTAL)

দেশান্তরী আর্থিক অপরাধী : মোকাবিলায় নতুন বিল

ভি. মুরলী

উদারীকরণের পর থেকেই পুঁজির বন্দোবস্ত করতে ভারতীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হয়। একসময় যারা অত্যন্ত রক্ষণশীল মনোভাব নিয়ে চলত, সেইসব ব্যাঙ্কও নিজেদের ব্যবসা বৃদ্ধির আশায় গ্রাহক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গুলিকে সরল বিশ্বাসে ঋণ জুগিয়ে গেছে। দুর্ভাগ্যবশত নিজেদের কৃতকর্মের জন্য এখন সেই ব্যাঙ্কগুলিকেই নানাভাবে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। কাজেই, ভারতীয় দন্ডবিধি, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, বেআইনি অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন ইত্যাদি একগুচ্ছ কড়া আইন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও সরকারের তরফে আলাদা করে নির্দিষ্টভাবে অর্থনৈতিক অপরাধের মোকাবিলার জন্য নতুন এক আইন প্রণয়ন নিতান্তই সময়ের জরুরি দাবি হয়ে দাঁড়ায়।

বর্তমানে গোটা বিশ্বজুড়েই অর্থনৈতিক চিত্রটি খুব একটা সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে নেই। এর সাথে আবার আমাদের দেশ বিশ্বায়নের পথে হেঁটে নিজেদের দরজা হাট করে খুলে দিয়েছে বাকি বিশ্বের কাছে। কাজেই আর্থিক দুনিয়ার মন্দার ঝড়ঝাপটা ভারতেও ভালোরকমই অনুভূত হচ্ছে। আগে বিভিন্ন সময় বিশ্বজুড়ে অর্থনীতিগুলি যখন বিবিধ কারণে চরম মন্দার সম্মুখীন হয়েছে, তখনও অন্তত কিছুটা হলেও ভারতীয় অর্থনীতি তার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম ছিল। উদারীকরণের পর থেকেই আমরাও মন্দার এই ঢেউ অনুভব করছি। ভারতীয় ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে, গোটা বিশ্বজুড়ে তারা ছড়িয়ে দিয়েছে নিজেদের ডানা। একাজের জন্য পুঁজির বন্দোবস্ত করতে ভারতীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হয়। একসময় যারা অত্যন্ত রক্ষণশীল মনোভাব নিয়ে চলত, সেইসব ব্যাঙ্কও নিজেদের ব্যবসা বৃদ্ধির আশায় গ্রাহক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরল বিশ্বাসে ঋণ জুগিয়ে গেছে। দুর্ভাগ্যবশত নিজেদের কৃতকর্মের জন্য এখন সেই ব্যাঙ্কগুলিকেই নানাভাবে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে।

কাজেই, ভারতীয় দন্ডবিধি, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, বেআইনি অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন ইত্যাদি একগুচ্ছ কড়া আইন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও সরকারের তরফে আলাদা করে নির্দিষ্টভাবে অর্থনৈতিক অপরাধের মোকাবিলার জন্য নতুন এক আইন প্রণয়ন নিতান্তই সময়ের জরুরি দাবি হয়ে দাঁড়ায়। সেই সূত্রেই, অর্থনৈতিক অপরাধ সংঘটিত করার পর দেশ ছেড়ে চম্পট দেওয়া অপরাধীদের যথাযথ শাস্তিবিধানের লক্ষ্য নিয়ে শীঘ্রই একটি নির্দিষ্ট আইন আনা হবে বলে সরকার চলতি আর্থিক বছরের বাজেট প্রস্তাবে ঘোষণা করে। এই আইনবলে, সংশ্লিষ্ট ঋণখেলাপি তথা আর্থিক অপরাধী ব্যক্তির দেশ-বিদেশে গচ্ছিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার থাকবে সরকারের হাতে। এরপর যথাযথ নিয়মকানুন মেনে সেই সম্পত্তি বিক্রয় করে ঋণদাতাদের পাওনা মেটাবারও ক্ষমতা থাকবে। নীরব মোদী ও মেহুল চোকসি জালিয়াতি কান্ডের জেরে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের চরম লোকসানের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা তড়িঘড়ি বিলটিকে অনুমোদন দেয়। যাতে করে আর্থিক প্রতারণার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের মৃত্যুঘন্টা বাজিয়ে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রতি বিনিয়োগকারী ও ব্যাঙ্কের সাধারণ গ্রাহকদের আস্থা ও বিশ্বাস পুনরায় ফিরিয়ে আনা যায়।

বিলটি আনার কার্যকারণ ও প্রস্তাবনা

ব্যবসায়িক চুক্তি হিসাবমতো সাফল্যের মুখ না দেখলে, ঋণগ্রাহক নির্ধারিত সময়ে ব্যাঙ্ককে ঋণের টাকা পরিশোধে অক্ষম হন।

[লেখক প্রাক্তন চেয়ারম্যান, SIRC Southern India Regional Council, Institute of Chartered Accountants of India. ই-মেল: victorgrace 321@gmail.com]

এর সরাসরি প্রতিকূল প্রভাব পড়ে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের উপর। এধরনের বহু ঋণখেলাপি জালিয়াত ব্যবসায়ীই দেওয়াল লিখন পড়ে ফেলা মাত্রই দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে গা-ঢাকা দেন। এদের চেনা-পরিচিতি, প্রভাব-প্রতিপত্তির গণ্ডিটা এত বড়ো যে তাকে কাজে লাগিয়ে, বিলাসবহুল জীবনযাপনে অভ্যস্ত এই ব্যবসাদারেরা তাদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আগেই অত্যন্ত সুকৌশলে ভারতের চৌহদ্দির বাইরে চম্পট দেন দেশের আইনকানুন, এনফোর্সমেন্ট কর্তৃপক্ষ এবং নিয়ন্ত্রকদেরকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে। ঋণ তথা অনাদায়ি অন্যান্য খাত মিলিয়ে যে পরিমাণ অর্থ ব্যাঙ্কের দেনা না চুকিয়ে বিদেশে সরিয়ে ফেলেন এরা, তার গুণতি লক্ষ লক্ষ কোটিতে হয়। দেশের ব্যাঙ্ক, বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান, ফরিয়াদি এজেন্সি এদের সকলের সাথে প্রতারণা করে এইসব দুর্নীতিগ্রস্থ মানুষ তাদের অসৎ উপায়ে অর্জিত সম্পদ লুকিয়ে লুকিয়ে বিদেশের বিভিন্ন সংস্থায় বিনিয়োগ করে, সম্পত্তি ক্রয় করে বা বিদেশি ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখে ; আর এদেশের কানুন ব্যবস্থার নাগালের বাইরে অন্য কোনও দেশে বিপুল আরাম - আয়েশে জীবন কাটায়। দেশের অর্থনীতির উপর এর চরম প্রতিকূল প্রভাব পড়ে ; কিন্তু চালু দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনগুলি এই কঠিন সমস্যার মোকাবিলায় পুরোপুরি কাজে আসে না। বিদেশি সরকারের হাত থেকে প্রত্যাপর্ণ চুক্তির সাহায্য নিয়ে এইসব আর্থিক অপরাধীদের বিচারের জন্য দেশে ফিরিয়ে আনার কানুনি ব্যবস্থা যেমন ক্লান্তিকর তেমনি সময়সাপেক্ষ, বহু বছর লেগে যায় তা শেষ হতে। বারংবার দেশে এধরনের আর্থিক অপরাধের ঘটনা ঘটতে থাকায় বর্তমানে বলবৎ আইনকানুনের ফাঁকফোকর এবং খামতি মেটাতে এবার উদ্যোগী হয়েছে সরকার। আইনের হাত এড়িয়ে যেসব আর্থিক অপরাধী এদেশ থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে দেশান্তরী হয়েছেন, তাদের মোকাবিলা করতে সুস্পষ্ট এবং আঁটোসাঁটো পন্থাপদ্ধতির রূপরেখা ছকতে চায় সরকার। এরকম কঠোর ও আঁটোসাঁটো পন্থাপদ্ধতির সাহায্য নিয়ে এইসব গা-ঢাকা দেওয়া দেশান্তরীদের অসৎ উপায়ে অর্জিত সম্পত্তি ক্রোক করা না হলে, এরা কোনওরকম সাজা না পেয়ে নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়াবে। এছাড়াও এধরনের হোয়াইট কলার' আর্থিক অপরাধ করে যারা পালিয়ে গিয়ে অন্য দেশে আশ্রয় নেওয়ার ছক কষছে, তা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এই আইন যথেষ্ট কার্যকর হবে। ভ্রষ্টাচারের সঙ্গে জড়িত কেসের ক্ষেত্রে দোষী বলে সাব্যস্ত না হওয়ার আগেই সম্পত্তি ক্রোক করার জন্য রাষ্ট্রসংঘের চুক্তিতে সংস্থান রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিলটি বিশেষভাবে সেইসব পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধীদের মোকাবিলায় কাজে লাগানো হবে, যারা ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালতের শুনানি শুরু হওয়ার আগে বা শুনানি পর্ব চলাকালীন দেশের আইনের হাত এড়িয়ে দেশান্তরী হয়েছে। পলাতক আর্থিক অপরাধী সংক্রান্ত এই বিল, যার পোশাকি নাম 'Fugitive Economic Offenders Bill 2018' লোকসভায় পেশ হয় ২০১৮ সালের ১২ মার্চ তারিখে। বিলের প্রস্তাবনায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, "To provide for measures to deter fugitive economic offenders from evading the process of law in India by staying outside the jurisdiction of Indian Courts, to preserve the sanctity of the rule of law in India and for matters connected therewith or incidental thereto".

বিলের মুখ্য বৈশিষ্ট্য

যেসব আর্থিক অপরাধের ক্ষেত্রে অর্থ তছরুপের মোট পরিমাণ ১০০ কোটি বা তার বেশি, সংশ্লিষ্ট বিলটির আওতায় সেইসব কেসই আসবে। আশা করা হচ্ছে, এই বিলের দৌলতে পলাতক আর্থিক অপরাধীদের সম্পর্কিত আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, তাদেরকে দেশে ফিরে আসতে বাধ্য করে কৃত অপরাধের জন্য আদালতের কাঠগড়ায় তোলা যাবে সাজা দেবার ব্যবস্থা করতে। পলাতক আর্থিক অপরাধীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকারের সংস্থান রাখা হয়েছে এই বিলে। ফলে পলাতক ঋণখেলাপিদের থেকে অর্থ পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে এই বিল ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যাপক কাজে আসবে। কোনও অভিযুক্ত যদি তাকে পলাতক আর্থিক অপরাধী হিসাবে ঘোষণা করার আগেই দেশে ফিরে আসেন ; তথা নির্দিষ্ট আইনের এক্তিয়ারের মধ্যে আদালতে দায়ের করা মোকদ্দমা চলাকালীন আত্মসমর্পন করেন, তাহলে এই আইনের আওতায় বিচারের হাত থেকে তাকে রেহাই দেওয়া হবে বলে সংশ্লিষ্ট বিলে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা করে বিলটির বয়ান লেখা হয়েছে। অভিযুক্তের জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষাকবচের বন্দোবস্ত রাখা হয়েছে এই বিলে। যেমন কিনা অভিযুক্ত আর্থিক অপরাধী উকিল নিয়োগ করে মামলার শুনানির সময় নিজের বক্তব্য পেশ করতে পারবেন, এক্ষেত্রে বাদীর পক্ষে সওয়ালের উত্তর দাখিল করার জন্য তাকে সময়ও দেওয়া হবে ; ভারতে বা বিদেশে যেখানেই থাকুন না কেন, তাকে নির্দিষ্ট রীতি মাফিক নোটিশ বা সমন পাঠানো হবে। যথাযথ বিচার পেতে হাইকোর্টে আপিল করার যথাযথ সুযোগও পাবেন অভিযুক্ত ব্যক্তি। আইনের ধারা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দেখভাল এবং বিলিব্যবস্থার জন্য একজন প্রশাসক নিয়োগেরও সংস্থান রাখা হয়েছে। এই বিল বেআইনি অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন, সাক্ষ্য আইন, ভারতীয় দন্ডবিধি ইত্যাদির মতো পূর্বপ্রণীত আইনকানুনগুলির মতোই জোরালো।

পলাতক আর্থিক অপরাধীর সংজ্ঞা

কোনও ব্যক্তিবিশেষ, তালিকাভুক্ত কোনও (আর্থিক) অপরাধ সংঘটিত করার প্রেক্ষিতে যার বিরুদ্ধে ভারতের কোনও আদালত গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে,

১) তিনি যদি ফৌজদারি মামলা এড়াতে ভারত ছেড়ে দেশান্তরী হন ; অথবা ২) বিদেশে বসবাসকালীন ভারতে দায়ের হওয়া ফৌজদারি মামলার মুখোমুখি হতে দেশে ফিরে আসতে অসম্মত হন ; এই উভয় ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পলাতক আর্থিক অপরাধীর তকমা দেওয়া হবে। কোনও ব্যক্তিবিশেষকে পলাতক আর্থিক অপরাধী হিসাবে আখ্যা দিতে হলে কিছু নির্দিষ্ট নিয়মকানুন মেনে এগোতে হবে। এরকম কোনও কেস সামনে এলে বেআইনি অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন, ২০০২-এর ৪৯(১) ধারা মোতাবেক একজন নির্দেশক নিয়োগ করা হয়। নির্দেশক বা উপ-নির্দেশক নিয়োগের পর তাদেরকে বেআইনি অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন, ২০০২-এর আওতায় গঠিত বিশেষ আদালতের সামনে আর্জি দাখিল করতে হবে কোনও ব্যক্তিবিশেষকে পলাতক আর্থিক অপরাধী হিসাবে ঘোষণা করার জন্য। এই দাখিল করা আর্জিপত্রে অবশ্য করে নির্দিষ্ট কিছু তথ্য থাকতে হবে। এগুলি হল :

১) কোনও ব্যক্তিবিশেষকে কেন পলাতক আর্থিক অপরাধী হিসাবে তকমা দেওয়া হবে তার যথাযথ বিশ্বাসযোগ্য কারণ;

২) বর্তমানে তিনি কোথায় রয়েছেন সে সংক্রান্ত তথ্য;

৩) কোনও (আর্থিক) অপরাধের সূত্রে যেসব সম্পত্তি আয় করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে তথা তা ক্রোক করার জন্য আর্জি জানানো হচ্ছে, তার তালিকা;

৪) যেসব বেনামি সম্পত্তি বা বিদেশে গচ্ছিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আর্জি জানানো হচ্ছে, তার তালিকা; এবং

৫) এসব সম্পত্তিতে যাদের অধিকার আছে, এমন ব্যক্তিদের তালিকা (অর্থাৎ সেই সমস্ত ব্যক্তি, যারা এই সম্পত্তির উপর কোনও দাবি পেশ করছে বা দাবি পেশ করার অধিকার আছে)।

সমস্ত বিশদ তথ্য-সহ এই আর্জিপত্র প্রাপ্তির পর উক্ত বিশেষ আদালত বিলের ১০ নং ধারা মোতোবেক অভিযুক্ত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে একটি নোটিশ জারি করতে পারে। যে নোটিশে উক্ত ব্যক্তিবিশেষকে কোনও নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হবে। হাজিরার এই সময়সীমা নোটিশ জারির তারিখ থেকে কোনওমতেই ছয় সপ্তাহের বেশি হবে না। অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে হাজির না হন, তবে তাকে পলাতক আর্থিক অপরাধী হিসাবে ঘোষণা করা হবে। তথা এই আইনের আওতায় তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। তবে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি নোটিশ মোতাবেক নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ আদালতের সামনে হাজিরা দেন, তবে আদালত এই বিলের ধারার আওতায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে রুজু করা মামলা খারিজ করে দেবে।

সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা ক্রোক

বিশেষ আদালতের লিখিত নির্দেশে যদি অনুমতি প্রদান করা হয়, তাহলে নির্দেশক/উপ-নির্দেশক দাখিল করা আর্জিপত্রে উল্লিখিত যেকোনও সম্পত্তিই ক্রোক করতে পারে। প্রথমে আসা যাক সম্পত্তি সাময়িকভাবে বাজেয়াপ্ত করার বিষয়টি প্রসঙ্গে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে আদালতের লিখিত নির্দেশ ছাড়াও নির্দেশক /উপ-নির্দেশক বিলের ৪ নং ধারা মোতাবেক লিখিতভাবে আর্জিপত্র দাখিলের আগেই যে কোনও সময়ে সাময়িকভাবে এধরনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা ক্রোক করতে পারেন। সেক্ষেত্রে উল্লিখিত সম্পত্তি যে সংশ্লিষ্ট আর্থিক অপরাধের সূত্রেই অর্জন করা হয়েছে বা সম্পত্তির মালিকানা যে ব্যক্তির, তিনি একজন পলাতক আর্থিক অপরাধী এবং যেভাবে তিনি সেই সম্পত্তি কাজে লাগাচ্ছেন যে এখনই তা বাজেয়াপ্ত করা না হলে পরে আর ক্রোক করার সুযোগ পাওয়া যাবে না এমনটা মনে করার মতো যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য কারণ থাকতে হবে। তবে নির্দেশক বা অন্য আধিকারিক, যে-ই সাময়িকভাবে সম্পত্তি ক্রোক করে থাকুন না কেন, তা করার ৩০ দিনের মধ্যে বিশেষ আদালতের সামনে তাকে এজন্য একটি আর্জিপত্র দাখিল করতে হবে। বাজেয়াপ্ত করার পর এই সম্পত্তি ১৮০ দিন পর্যন্ত নিজেদের হেফাজতে রাখতে পারবে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক। তবে বিশেষ আদালত প্রয়োজন বুঝলে এই সময়সীমা বাড়াতে পারে। বিলে স্পষ্ট করে বলা আছে, সেসব স্থাবর সম্পত্তি এভাবে বাজেয়াপ্ত করা হবে, এই পর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তির তরফে উক্ত সম্পত্তি ভোগের ক্ষেত্রে কোনও বাধা দেওয়া হবে না। বিচার শেষে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক আর্থিক অপরাধী বলে সাব্যস্ত না হন, তাহলে বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

নির্দেশকের ক্ষমতা

নির্দেশক বা তিনি অন্য যে আধিকারিককে দায়িত্ব অর্পণ করছেন, উপয়েরই দেওয়ানি আদালতে ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার থাকছে। নিজের হেফাজতে থাকা সামগ্রীর ভিত্তিতে তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য এমন কারণ (এধরনের বিশ্বাসযোগ্য কারণ অবশ্যই লিখিতভাবে রেকর্ডে থাকতে হবে) থাকতে হবে যে, কোনও অভিযুক্ত ব্যক্তিবিশেষের পলাতক আর্থিক অপরাধী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবেই তাকে যে এলাকার দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছে, উক্ত আধিকারিক সেই সীমার মধ্যে যে কোনও জায়গায় প্রবেশ করতে পারবেন। তথা সংশ্লিষ্ট এলাকার বিচারবিভাগীয় এক্তিয়ার ন্যস্ত আছে এমন যে কোনও কর্তৃপক্ষ যদি তার উপর দায়িত্ব অর্পণ করে তাহলেও উক্ত আধিকারিক সেই প্রেক্ষিতে ওই সমস্ত জায়গায় যাতায়াত করতে পারবেন। এধরনের কোনও জায়গায় প্রবেশ করে সেখানকার মালিক, কর্মচারী বা

সেখানে সেইসময় উপস্থিত অন্য যেকোনও ব্যক্তিকে উক্ত আধিকারিক অনুরোধ করতে পারেন তাকে বিভিন্ন রেকর্ড বা নথিপত্র পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ করে দিতে ; সংশ্লিষ্ট অপরাধের সূত্রে দায়ের হওয়া মামলার দলিল দস্তাবেজ তথা উক্ত আর্থিক অপরাধের সঙ্গে সম্পর্কিত যেকোনও অধিকন্তু লেনদেন খুঁটিয়ে দেখা বা যাচাই করে দেখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দিতে। এছাড়াও রুজু হওয়া মামলার প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে এমন যে কোনও জরুরি তথ্য তার সামনে পেশ করার জন্যও উক্ত আধিকারিক উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গকে অনুরোধ জানাতে পারেন। সংশ্লিষ্ট নির্দেশক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য যেসব আধিকারিক এই বিভাগের আওতায় কাজ করবেন তারা যাচাই করা রেকর্ড বা নথিপত্রে শনাক্ত করা হয়ে গেছে বলে ছাপ বা চিহ্ন লাগিয়ে দিতে পারেন। যেসব সম্পত্তি যাচাই বা পরীক্ষা করে ফেলেছেন তথা সেই সম্পত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত যেসব ব্যক্তির বক্তব্য রেকর্ড করেছেন তার একটি বিশদ তালিকা প্রস্তুত করবেন।

পলাতক আর্থিক অপরাধী হিসাবে ঘোষণা

আর্জিপত্র নিয়ে শুনানি শেষ হওয়ার পর বিশেষ আদালত কোনও অভিযুক্ত ব্যক্তিবিশেষকে পলাতক আর্থিক অপরাধী হিসাবে ঘোষণা করতে পারে। বিশেষ আদালত ভারতে বা বিদেশে স্থিত তার এই অপরাধের সূত্রে অর্জিত সম্পত্তি / বেনামি সম্পত্তি তথা ভারতে বা বিদেশে স্থিত তার যেকোনও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারে। সম্পত্তি ক্রোক করার পর সেই সম্পত্তির সমস্ত অধিকার ও স্বত্ব বর্তাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর এবং তা হবে পুরোপুরি দায়মুক্ত।

প্রশাসক

উল্লিখিত আইনের ১৫ নং ধারা মোতাবেক কেন্দ্রীয় সরকার তার বহু সংখ্যক আধিকারিককে (তবে তারা কেউই ভারত সরকারের সহ-সচিব পদমর্যাদার নিম্নস্থ হবেন না) প্রশাসক হিসাবে কার্য পরিচালনা করতে নিযুক্ত করতে পারে। যেসব সম্পত্তির বিষয়ে আদালতের নির্দেশ জারি হবে সেগুলি গ্রহণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য এই প্রশাসক নিযুক্ত করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর যেসব সম্পত্তির স্বত্ব বর্তাবে তার বিলিব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে নির্দেশ দেবে তা বাস্তবায়নের পথ বের করবে প্রশাসক। তবে (আদালতের) নির্দেশ জারি হওয়ার পর ৯০ দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রশাসক কোনও সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করতে পারবে না।

আপিল

বিশেষ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বা উচ্চ আদালতে আপিল করা যেতে পারে। বিশেষ আদালতের রায়ের ৩০ দিনের মধ্যেই উচ্চ আদালতে আপিল করা যাবে। তবে ৩০ দিনের এই সময়সীমার মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কেন আপিল করে উঠতে পারেনি, সে ব্যাপারে যথেষ্ট কার্যকারণ রয়েছে বলে উচ্চ আদালত যদি সন্তুষ্ট হয়, তাহলে ৩০ দিনের সময়সীমা পার হয়ে গেলেও উচ্চ আদালত সেই আপিল গ্রহণ করতে পারে। তবে বিশেষ আদালতের রায় দানের পর ৯০ দিন পেরিয়ে গেলে উচ্চ আদালত আর কোনও আপিলই গ্রহণ করতে পারবে না।

পরিশেষ

পরিশেষে বলা যেতে পারে, আর্থিক জালিয়াতি কাণ্ড সংঘটিত করার পর রুজু হওয়া মামলা ও অন্যান্য আইনি প্রক্রিয়া এড়াতে যেসব উচ্চবিত্ত ব্যক্তি দেশ ছেড়ে বিদেশে গা-ঢাকা দিয়েছেন, তাদের সম্পত্তির বিলিব্যবস্থার মাধমে ক্ষতিপূরণের সুযোগ করে দিতে এই বিল কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়। বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির বিক্রিবাটার থেকে যে অর্থ আসবে তা রাজস্ব দফতরের কলেবর বৃদ্ধি করবে। যারা এধরনের আর্থিক অপরাধ করার বিষয়ে চিন্তভাবনা করছেন বা আইনকে ফাঁকি দেওয়ার তালে রয়েছেন, এই আইন বলবৎ হওয়ার পর তাদেরও সুবুদ্ধি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ❑

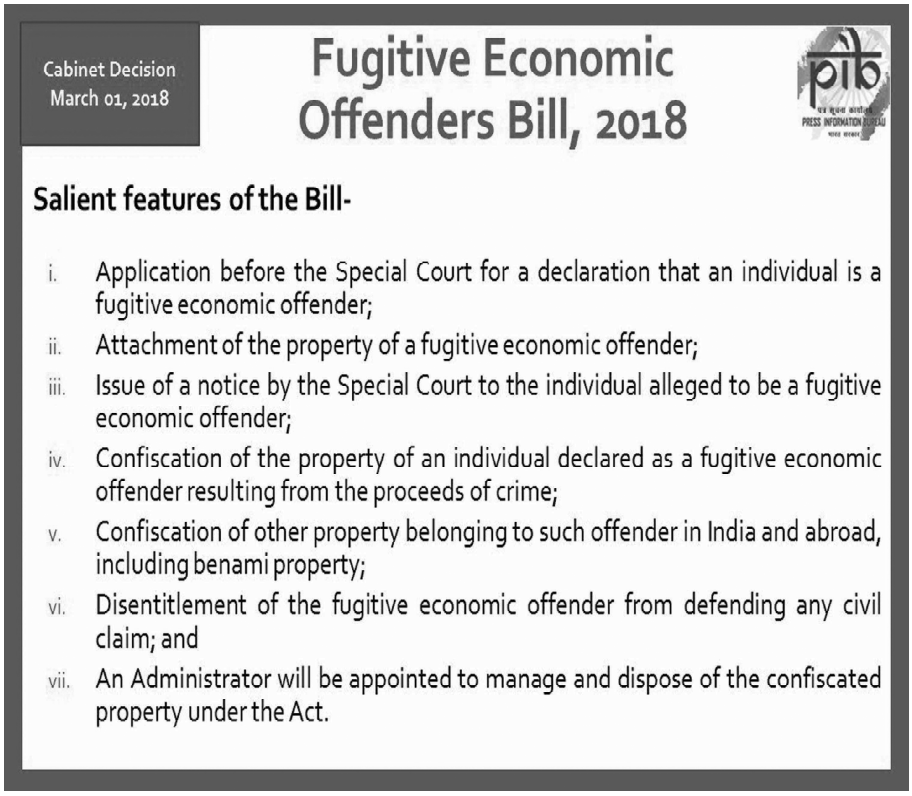

পঞ্চায়েতের আর্থিক প্রতিবেদন : তথ্য ও তত্ত্বের আলোকে

উদয়ভানু ভট্টাচার্য্য

বর্তমান নিবন্ধে পঞ্চায়েতে হিসাবরক্ষণের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করার এক প্রাথমিক প্রচেষ্টা করা হয়েছে এবং বলাই বাহুল্য যে আলোচনাটি সর্বতোভাবেই তত্ত্বমুখী। বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনায় যেমন একদিকে আর্থিক প্রতিবেদনের গুরুত্ব, আর্থিক তথ্যের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি দেখাবার চেষ্টা হয়েছে যে কেন পঞ্চায়েতিরাজের পক্ষে পরিচ্ছন্ন এক আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা জরুরি এবং বর্তমান হিসাবরক্ষণের নিয়মনীতি অনুসরণ করে তা কীভাবে প্রকাশ করা উচিত? অনিবার্যভাবেই উপসংহারে কিছু ত্রুটি- বিচ্যুতি ও কী কী কর্মপন্থা গ্রহণ করলে পঞ্চায়েতিরাজের আর্থিক প্রতিবেদন আরও সুচারুভাবে প্রণয়ণ করা যাবে, তা উল্লেখ করা হয়েছে।

পঞ্চায়েতি রাজের কাজকর্মের প্রতি আগ্রহী ব্যক্তি মাত্রেরই এ বিষয়টি জানা যে, ভারতীয় সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনী আমাদের শাসনতন্ত্রে এক বিশাল পরিবর্তন সূচিত করেছে। স্বাধীনতার ৪৫ বছর পর এই প্রথম স্থানীয় সরকার হিসেবে পঞ্চায়েতি রাজ সাংবিধানিক মর্যাদা লাভ করে। উক্ত সংশোধনীর একাদশ তপশিলটিতে ২৯-টি বিভিন্ন কাজ চিহ্নিত হয়েছে যেগুলি পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করা হবে। একদিকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নীতি রূপায়ণ, অন্যদিকে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা — এই দুয়ের ফলস্বরূপ দেশের প্রতিটি রাজ্যই পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে বহু সহস্র কোটি টাকা উন্নয়নের খাতে ব্যয় করে চলেছে। আজ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে উন্নয়নমূলক খাতে ও দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা খাতে (কর্মীদের বেতন-ভাতা- সহ) কম-বেশি বছরে ৩-৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়।

কিন্তু যে বিষয়টি একই সঙ্গে বিচার্য তা হল এই বিপুল পরিমাণ টাকার খরচ যে দেখানো হচ্ছে, সেই টাকা যথোপযুক্ত উপায়ে খরচ করা হচ্ছে তো ? কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার থেকে প্রাপ্ত কোটি কোটি টাকা, যা গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ এবং গ্রামীণ দরিদ্র মানুষজনের জীবনযাত্রার উন্নতিকল্পে দেওয়া হচ্ছে, বিভিন্ন পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি কি তার পুরোটাই নির্দিষ্ট প্রকল্পে প্রকৃতই খরচ করছে ? এই অস্বস্তিজনক প্রশ্নটা তুলতে হচ্ছে এই কারণেই যে কোটি কোটি টাকার লেনদেন যথাযথভাবে লিপিবদ্ধকরণ এবং উক্ত লেনদেনের নিরীক্ষা-সহ হিসাবনিকাশ করতে যে সার্বিক পরিকাঠামো প্রয়োজন, বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থায় তাতে যথেষ্টই ফাঁকফোকর রয়ে গেছে। ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনীতে বলা আছে যে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার পঞ্চায়েতের হিসাবরক্ষণ, বাজেট ও নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন করবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৩ সালে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের জন্য হিসাবরক্ষণ বিধি প্রণীত হয়।গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন বিধি ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয় (এর আগে ১৯৯০ সালের বিধি প্রচলিত ছিল)। কিন্তু শুধু হিসাবরক্ষণের বিধি প্রকাশ করলেই তো হল না, দেখতে হবে এই বিধিগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করে ঠিকমতো আর্থিক প্রতিবেদন (Financial Report) প্রকাশ করা হচ্ছে কিনা ? আর্থিক প্রতিবেদন একটি প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা এবং কার্যকারিতা প্রকাশ করে। আজ হয়তো গ্রামের খুব অল্প সংখ্যক মানুষ এই আর্থিক প্রতিবেদনের ব্যাপারে আগ্রহী, কিন্তু পঞ্চায়েতগুলিকে মনে রাখতে হবে যে অদূর ভবিষ্যতে বিরাট সংখ্যক মানুষ জানতে চাইতেই পারে যে সরকারি অর্থ কোথায়, কীভাবে খরচ হল এবং তার বিনিময়ে গ্রামীণ অর্থনীতি ও

[লেখক অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, রুরাল ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়। ই-মেল: uday.rdmka@gmail.com]

পরিকাঠামো কোন কোন জায়গায় পরিপুষ্ট হল। পঞ্চায়েতের আর্থিক প্রতিবেদন এইসব প্রশ্নের উত্তর দেবার এক এবং অদ্বিতীয় হাতিয়ার।

বর্তমান নিবন্ধে পঞ্চায়েতে হিসাবরক্ষণের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করার এক প্রাথমিক প্রচেষ্টা করা হয়েছে এবং বলাই বাহুল্য যে আলোচনাটি সর্বতোভাবেই তত্ত্বমুখী। বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনায় যেমন একদিকে আর্থিক প্রতিবেদনের গুরুত্ব, আর্থিক তথ্যের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি দেখাবার চেষ্টা হয়েছে যে কেন পঞ্চায়েতি রাজের পক্ষে পরিচ্ছন্ন এক আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা জরুরি এবং বর্তমান হিসাবরক্ষণের নিয়মনীতি অনুসরণ করে তা কীভাবে প্রকাশ করা উচিত? অনিবার্যভাবেই উপসংহারে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ও কী কী কর্মপন্থা গ্রহণ করলে পঞ্চায়েতি রাজের আর্থিক প্রতিবেদন আরও সুচারুভাবে প্রণয়ণ করা যাবে, তা উল্লেখ করা হয়েছে।

আর্থিক প্রতিবেদন বিষয়টি কী ?

আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও তা পেশের ধারণাটি কারবারি ক্ষেত্র থেকে এসেছে। যৌথ মূলধনী কারবার (Joint Stock Company) পত্তনের আগে এই প্রতিবেদন কারবারের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার কাজে পেশ করা হ'ত। কিন্তু উক্ত কারবার শুরুর পরে প্রতিবেদন মুখ্যত শেয়ারহোল্ডার এবং অন্যান্য বাহ্যিক ব্যবহাকারীদের জন্য পেশ করা বাধ্যতামূলক। যৌথ মূলধনী কারবারে মূলধনের জোগানদাতা হলেন অসংখ্য শেয়ারহোল্ডার। কারবারের পরিচালকবর্গ উক্ত শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা নির্বাচিত হন এই উদ্দেশ্যে যে তাদের মূলধন কারবারে অটুট থাকবে ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। তাই পরিচালকবর্গ তাদের কাজকর্মের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের কাছে দায়বদ্ধ (Accountable)। আর্থিক প্রতিবেদন হল সেই গুরুত্বপূর্ণ নথি যার মাধ্যমে কারবারের লাভ-লোকসান, সম্পত্তি-দায়, আয়ের উৎস ও তার ব্যবহার, কারবারের তহবিল সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং সর্বোপরি শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ কতটা সুরক্ষিত — সেইসব তথ্য পরিবেশন করা হয়। আর্থিক প্রতিবেদনের এই ধারণাটি বর্তমানে সরকারি হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।

পঞ্চায়েতের হিসাব বিধিতে বিভিন্ন লেনদেন কীভাবে লেখা হবে, তার নিদর্শ দেওয়া আছে। এখন কেউ যদি পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের কাছে আর্থিক লেনদেনের সামগ্রিক চিত্রটি দেখতে চান এবং তাকে যদি সমস্ত নিদর্শগুলি অনুযায়ী রক্ষিত হিসাব দেখানো হয়, সেক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি হতাশ হবেন, কারণ হিসাবরক্ষণের প্রাথমিক জ্ঞান তার নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে বাৎসরিক হিসাবের সারসংক্ষেপ থেকে প্রস্তুত বিবরণীতে জানা যেতে পারে সারা বছরের মোট আয়-ব্যয়ের পরিমাণ কত, কোন কোন খাতে সরকারি অনুদান পাওয়া গেছে, কর বাবদ আয় কত, কর-বহির্ভূত আদায়ই বা কত, কী পরিমাণ অর্থ কোন কোন উন্নয়ন মূলক কাজে ব্যয় করা হয়েছে, কারা উপকৃত হয়েছেন, সামাজিক উন্নয়নের অগ্রগতি কী হয়েছে ইত্যাদি বহু কিছু তথ্য। এককথায় বলা চলে আর্থিক প্রতিবেদনই হল সংখ্যার নিরিখে পঞ্চায়েতি রাজের সাফল্য বা ব্যর্থতার এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

সারণি - ১
পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরে প্রদত্ত অর্থ (কোটি টাকায়)

স্তর	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯
জেলা পরিষদ	২৪০.৬১	৩৪৫.০৯	২৯০.০২	৫৭২.৯৩	৪৭৫.৩৯
পঞ্চায়েত সমিতি	৭৯.০১	১৫৪.৮২	১৫৬.৩৩	৩২৭.১২	২৩১.০৮
গ্রাম পঞ্চায়েত	৩৬০.৯৭	৫৬৬.৩১	৭৮৭.৬০	৯৮০.৭২	১১২৪.৪২
মোট	**৬৮০.৫৯**	**১০৬৬.২২**	**১২৩৩.৯৫**	**১৮৮০.৭৭**	**১৮৩০.৮৯**

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন (২০০৮-০৯) থেকে সংগৃহীত

পঞ্চায়েতের আর্থিক কর্মকান্ড বছর বছর কী পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে তা ১নং সারণিতে দেখানো হয়েছে। এছাড়া ২নং সারণিতে দেখানো হয়েছে ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরে বিভিন্ন খাতে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে কত টাকা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে এর পরিমাণ যে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

আর্থিক প্রতিবেদনে পরিবেশিত তথ্যাদির বৈশিষ্ট্য

কোনও প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও পেশের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য হল প্রতিবেদনের ব্যহারকারীদের তা বুঝতে ও প্রয়োজনীয় (আর্থিক) সিদ্ধান্ত নিতে যাতে সুবিধা হয়। তাই আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের সময় নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের কথা মাথায় রাখতে হবে :

(ক) বোধগম্যতা (Understandability): যতদূর সম্ভব সহজবোধ্য উপায়ে আর্থিক প্রতিবেদনের তথ্যাদি পরিবেশন করা উচিত। পঞ্চায়েতের আর্থিক প্রতিবেদনের যে বিভিন্ন ব্যবহারকারী আছেন, বিশেষত সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা ব্লকের সাধারণ মানুষজন, তাদের প্রত্যেকের সরকারি হিসাবরক্ষণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান নাই থাকতে পারে। তাই তথ্যের পরিবেশন এমন হতে হবে যে সবার পক্ষেই যেন আর্থিক প্রতিবেদন বোধগম্য হয়।

সারণি - ২

২০০৮-০৯ অর্থবর্ষে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রদত্ত অর্থ (কোটি টাকায়)

খরচের খাত	জেলা পরিষদ	পঞ্চায়েত সমিতি	গ্রাম পঞ্চায়েত	রাজ্য সরকার প্রদত্ত মোট অর্থ	কেন্দ্র সরকারের অংশ (সরাসরি পঞ্চায়েত প্রদত্ত)	সর্বমোট
১. বেতন খাত	৩১.৯৩	২১.৬৬	২১৪.৭৩	২৬৮.৩২	সি	২৬৮.৩২
২. স্কিম ভিত্তিক অনুদান	৩৩৪.৫৩	১৩২.০৮	৬৭৮.৬২	১১৪৫.২৩	১৬০৪.৮৩	১৮৯৩.৯৩
৩. অন্যান্য অনুদান						
ক) দ্বাদশ অর্থ কমিশন	৫০.৮৪	৫০.৮৪	১৫২.৫২	২৫৪.২০	সি	২৫৪.২০
খ) দ্বিতীয় রাজ্য অর্থ কমিশনের	২৪.০০	২৪.১০	৭২.৩০	১২০.৪০	সি	১২০.৪০
গ) প্রণোদনমূলক অনুদান	০	০.০৫	০.১৯	০.২৪	সি	০.২৪
ঘ) পেশাগত কর বাবদ	০	০	০.১৪	০.১৪	সি	০.১৪
ঙ) এন্ট্রি ট্যাক্স বাবদ	৩.৫৮	২.৩৫	৫.৯২	১১.৮৫	সি	১১.৮৫
চ) সেল বাবদ	১৩.৯৭	০	০	১৩.৯৭	সি	১৩.৯৭
ছ) পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের জন্য অনুদান	১৬.০২	০	০	১৬.০২	সি	১৬.০২
জ) বিবিধ	০.৫২	০	০	০.৫২	সি	০.৫২
ক)-জ) মোট অন্যান্য অনুদান	১০৮.৯৩	৭৭.৩৪	২৩১.০৭	৪১৭.৩৪	সি	৪১৭.৩৪
সর্বমোট যোগফল (১+২+৩)	৪৭৫.৩৯	২৩১.০৮	১১২৪.৪২	১৮৩০.৮৯	১৬০৪.৮৩	৩৪৩৫.৭২

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন (২০০৮-০৯) থেকে সংগৃহীত

(খ) নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) : আর্থিক প্রতিবেদনের তথ্যাদি যাতে প্রয়োজনে যাচাই করা যায় এবং তা যেন পক্ষপাতশূন্য হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নির্ভরযোগ্যতা অর্জনের জন্য আর্থিক প্রতিবেদন ব্যাপক ও বিস্তারিত আকারে প্রকাশ করা উচিত। পরিবেশিত কোনও তথ্য অনুমান ভিত্তিক হলে উক্ত অনুমানসমূহের যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করে তবেই তথ্য পরিবেশিত হওয়া দরকার।

(গ) প্রাসঙ্গিকতা (Relevance) : এই বৈশিষ্ট্যটি অর্জন করতে হলে অন্য অনেক বৈশিষ্ট্যগুলিকে মান্যতা দিতে হবে। যেমন, যদি আর্থিক প্রতিবেদন কালানুগ না হয় অথবা যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য না হয় তবে তা হবে অপ্রাসঙ্গিক। প্রকৃতপক্ষে তথ্যের ব্যবহারকারীদের পক্ষে যদি উক্ত তথ্য ব্যবহার করে কোনও সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় এবং আর্থিক দায়বদ্ধতার (Financial Accountability) পরিমাপ করা যায়, তবেই বলা যাবে যে সেই তথ্য প্রাসঙ্গিক।

(ঘ) কালানুগতা (Timeliness) : আর্থিক প্রতিবেদনকে ব্যবহারোপযাগী হতে হলে আর্থিক বৎসর শেষ হবার পর যত শীঘ্র সম্ভব তা প্রস্তুত করে পেশ করতে হবে। যথা সময়ে আর্থিক তথ্যাদি হাতে না পাওয়া গেলে ব্যবহারকারীদের কাছে উক্ত তথ্যাদির গুরুত্ব হ্রাস পায়।

(ঙ) সামঞ্জস্যতা (Consistency) : এর অর্থ হল হিসাবরক্ষণে ব্যবহৃত হিসাবশাস্ত্রের নীতিগুলি এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতির পদ্ধতি কালের নিরিখে অপরিবর্তিত থাকবে। এই বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেনে চলা উচিত। যেমন সম্পত্তির মূল্যায়ন এবং অবচয় নির্ণয় পদ্ধতি, হিসাবরক্ষণের ভিত্তি, আর্থিক প্রতিবেদনকারী সত্তার অস্তিত্ব নিরূপণ ইত্যাদি। যদি কোনও কারণে উক্ত বিষয়গুলির পরিবর্তন ঘটানো আবশ্যক হয়, তবে পরিবর্তনের কারণ এবং উক্ত পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রমাণ করা প্রয়োজন।

(চ) তুলনীয়তা (Comparability) : সরকারি প্রতিষ্ঠানের গঠন কাঠামোয় বিভিন্নতা হেতু অথবা মূলগত লেনদেনগুলির ভিন্নতার জন্য আর্থিক প্রতিবেদনগুলির মধ্যে কী ধরনের পার্থক্য দেখা যাচ্ছে, তার তুলনামূলক ব্যাখ্যা যেন আর্থিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায়। আর্থিক প্রতিবেদন তাই বিভিন্ন সরকারি সংগঠনগুলির দক্ষতা ও কার্যকারিতার তুল্যমূল্য বিচারের ক্ষেত্রে বিশেষ এক হাতিয়ার।

কেন পঞ্চায়েতের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা প্রয়োজন ?

পঞ্চায়েতকে আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হয় তথ্যের ব্যবহারকারীদের

প্রয়োজন মেটাতে। এই তথ্যের ব্যবহারকারীরা হলেন, সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণ (নির্বাচকমন্ডলী), অন্য সাধারণ মানুষজন, যারা ওই এলাকায় থাকেন না, উর্ধ্বতন স্তরের সরকার, রাজ্য সরকার, ঋণদাতা সংস্থা ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কেনই বা তথ্য ব্যবহারকারীরা আর্থিক প্রতিবেদনের ব্যাপারে আগ্রহী হবেন আর আর্থিক লেনদেনসমূহের সারাৎসার জানতে কীভাবেই বা অধিকারী ? বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে হলে প্রতিবেদন সত্তার (Reporting Entity) কথা এসে যায়। পঞ্চায়েত হল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের নির্বাচকমন্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত, যাদের অন্যতম মূখ্য কাজ হল সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী অঞ্চলের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করে ভিন্ন ভিন্ন খাতে প্রাপ্ত আদায়ের সঠিক ও সুষ্ঠু বন্টন এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত করা। পঞ্চায়েতের আয়ের সিংহভাগই আসে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন অনুদান বাবদ। এখানে যে বিষয়টা বলবার তা হল, বিভিন্ন প্রকল্পে যে টাকা খরচ করা হচ্ছে, তার প্রকৃত মালিক, কিন্তু পঞ্চায়েত নয়, টাকাটা জনগণের (Public money) এবং পঞ্চায়েতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্ব হল, টাকাটা সঠিকভাবে সঠিক প্রকল্পে খরচ হচ্ছে কিনা তা তত্ত্বাবধান করা । তাদের কাজকর্ম যদি নির্বাচকমন্ডলীর পছন্দ না হয় এবং তাদের অযোগ্যতা যদি প্রমাণিত হয়, তবে নির্বাচকমন্ডলীর হাতে সেই ক্ষমতা রয়েছে যা প্রয়োগ করে তারা পরবর্তী নির্বাচনে অযোগ্য প্রতিনিধিদের পঞ্চায়েত থেকে নির্বাসিত করতে পারেন। তাই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সব সময় সচেষ্ট থাকবেন যাতে করে তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব যথা নিয়মে সম্পাদন করতে পারেন। এক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পদমর্যাদা অনেকটা অছির (Trustee) মতো। অছি যেমন তার বৃত্তিভোগীর (Beneficiary) কাছে দায়বদ্ধ এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর অছিকে যেমন বৃত্তিভোগীর কাছে প্রতিবেদন পেশ করতে হয়, তেমনই জনপ্রতিনিধিদের পেশ করা আর্থিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে নির্বাচকমন্ডলী তাদের দক্ষতার পরিমাপ করেন।

প্রতিবেদন পেশের বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আরও একটি ধারণা সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন। সেটি হল দায়বদ্ধতা (Accountability) । গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই দায়বদ্ধতার ধারা দ্বিমুখী। প্রথমটি হল, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে পঞ্চায়েতের প্রশাসনিক আধিকারিকদের দায়বদ্ধতা এবং অন্যটি নির্বাচকমন্ডলীর কাছে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতা। প্রথমটি হল প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা (Administrative Accountability) এবং দ্বিতীয়টি নির্বাচনী দায়বদ্ধতা (Electoral Accountability)। নির্বাচকমন্ডলী ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তাদের প্রতিনিধিদের পঞ্চায়েতের গঠন কাঠামোয় অর্ন্তভুক্ত করেন। আবার প্রতিনিধিরা দলীয় ভাবধারার আলোকে এবং সরকারি নিয়ম-কানুন বিচার করে নীতিনির্ধারণ করেন। এখন তাদের গৃহীত নীতিসমূহ (Policy) বাস্তবে রূপদানের জন্য থাকেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। নির্দিষ্ট সময় অন্তর আধিকারিকগণ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে তাদের কার্যধারার অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রতিনিধিরা তখন ওই প্রতিবেদন খতিয়ে দেখেন এবং কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে তা সংশোধনের মাধ্যমে তাদের নির্ধারিত নীতিসমূহকে সঠিক পথে চালিত করেন। এইভাবে প্রশাসনিক দায়বদ্ধতার পরিসমাপ্তি ঘটে। এরপর জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচনী দায়বদ্ধতার অঙ্গ হিসেবে নির্বাচকমন্ডলীর কাছে তাদের কর্মকান্ডের সালতামামি পেশ করেন। নির্বাচকমন্ডলী তখন বিচার করেন যে নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোর কতটা জনপ্রতিনিধিরা পূরণ করতে পেরেছেন। এই ভাবেই দায়বদ্ধতার দ্বিমুখী ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। এখানে জনপ্রতিনিধিরা অনেকটা যেন সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক (Steward)। প্রতিষ্ঠানের অর্থ, সম্পত্তি সবকিছুরই মালিক জনসাধারণ। জনপ্রতিনিধিদের ওপর এই দায়িত্বভার ন্যস্ত হয়েছে যে তারা যেন ওই অর্থ ও সম্পত্তির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করে উন্নয়নের পথে তা চালিত করেন। একজন তত্ত্বাবধায়ককে যেমন তার নিয়োগকারীর কাছে নিজ কাজকর্মের ফিরিস্তি দিতে হয়, তেমনই জনপ্রতিনিধিদেরও তাদের কাজকর্মের প্রতিবেদন প্রস্তুত করে নির্বাচকমন্ডলীর কাছে পেশ করতে হয় । কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, জনপ্রতিনিধিদের কাজকর্ম তাদের খেয়ালখুশি মতো চলতে পারে না। জনগণ বা নাগরিকদের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য এবং জনপ্রতিনিধিদের কাজকর্ম শৃঙ্খলিত পথে চালনার জন্য আইনের নিগড় প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে এই আইনের শাসনটি রূপ পেয়েছে ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ও বিভিন্ন বিধি প্রণয়ণের মাধ্যমে।

পঞ্চায়েতে হিসাবরক্ষণ ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতি

বর্তমান ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গ্রাম স্তরের প্রতিষ্ঠানটি হল গ্রাম পঞ্চায়েত এবং একটি জেলার সমগ্র পঞ্চয়েত ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করবার প্রতিষ্ঠানটি হল জেলা পরিষদ। আর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন স্তরের মধ্যবর্তী ব্লক স্তরের প্রতিষ্ঠানটি পঞ্চায়েত সমিতি। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিবেদন পেশের দিক থেকে পঞ্চায়েত সমিতির কাছে এবং পঞ্চায়েত সমিতি ওই ব্যাপারে জেলা পরিষদের কাছে দায়বদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত হিসাবরক্ষণ, বাজেট প্রণয়ন ও অডিট সংক্রান্ত কাজকর্ম

গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে ২০০৭ সালের "গ্রাম পঞ্চায়েত হিসাবরক্ষণ নিরীক্ষা ও বাজেট বিধি" দ্বারা এবং পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে "জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতি হিসাব ও আর্থিক বিধি ২০০৩" অনুযায়ী করা হয়ে থাকে। হিসাবরক্ষণের প্রথম ধাপে ভাউচার তৈরি করতে হয়। ২০০৩ সালের বিধিতে বলা হয়েছে যে ক্রেডিট ভাউচার নিদর্শ ৬ এবং ডেবিট ভাউচার নিদর্শ ৭ অনুযায়ী প্রস্তুত করতে হবে। নগদান বই (Cash Book) পঞ্চায়েতের হিসাবরক্ষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে Double Entry পদ্ধতিতে ভাউচার থেকে প্রথমে নগদান বইতে এবং একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খাতে (Account) লিখতে হবে। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতের বিধিতে Double Entry পদ্ধতিতে হিসাবরক্ষণের কথা বলা নেই। তবে নগদান বই অবশ্যই দ্বি-ঘরা হবে ; নগদ লেনদেনের জন্য নগদ ঘরা আর চেকের মাধ্যমে লেনদেনের ক্ষেত্রে জমা-খরচ ব্যাঙ্ক ঘরাতে লিখতে হবে। পঞ্চায়েতের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ হিসাব বইগুলি হল — চেক লেখার খাতা, সহযোগী নগদান বই, সাধারণ লেজার বই (যেখানে বিভিন্ন খাতের হিসাব লেখা হয়)। এছাড়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে Work Register সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড।

একথা বলে রাখা ভালো যে, পঞ্চায়েতে নগদ ভিত্তিক হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা (Cash Basis Accounting) অনুসরণ করা হয়ে থাকে। পঞ্চায়েতের আর্থিক প্রতিবেদনে তাই জমা-খরচের হিসাব মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে মাসিক; ষান্মাসিক এবং বাৎসরিক জমা খরচের বিবৃতি উক্ত হিসাব বিধি (২০০৭) -তে উল্লেখিত নিদর্শ ২৭ অনুযায়ী প্রস্তুত করতে হবে। পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে ২০০৩ সালের বিধিতে উল্লেখিত ২৭ নং নিদর্শ অনুযায়ী জমা খরচের হিসাব প্রস্তুত করা হয়।

প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে বাৎসরিক "গ্রামসভা" মিটিং আহ্বান করা বাধ্যতামূলক। উক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের পূর্ণবয়স্ক প্রত্যেক ভোটদাতা আহূত হন। উক্ত সভায় যেমন একদিকে আগামী বৎসরের সম্ভাব্য উন্নয়নমূলক কাজগুলি অনুমোদিত হয়, অন্যদিকে বর্তমান বছরে কী কী উন্নয়নমূলক কাজ করা গেছে এবং তার জন্য কত খরচ হয়েছে, উপকৃত জনসংখ্যা কত, সরকারি অনুদান কত পাওয়া গেছে ইত্যাদি অনেক কিছুই লিখিত আকারে পেশ করা হয়। একই সঙ্গে বাৎসরিক জমা খরচের হিসাবও সেখানে স্থান পায়।

উন্নত দেশগুলির আর্থিক প্রতিবেদনের রূপরেখা

এ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হয়েছে তার বিষয় এবং প্রেক্ষাপট সবই এদেশীয় বা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতি রাজের আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতি ও পেশের পদ্ধতি এবং এই সংক্রান্ত কয়েকটি ধারণার বিশ্লেষণ। কিন্তু আলোচনার প্রেক্ষাপট আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিস্তৃত করলে জানা যাবে যে উন্নত দেশগুলি এ সম্পর্কে কী কী পদ্ধতি অনুসরণ করছে এবং সেইসকল দেশের স্থানীয় সরকারগুলির আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতি ও পেশের পদ্ধতি এক তুলনামূলক আলোচনার পরিসর বৃদ্ধি করবে। এই উদ্দেশ্যে এখানে আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, চিন ও ইউরোপের কয়েকটি উন্নত দেশের স্থানীয় সরকারের আর্থিক প্রতিবেদন সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র : মার্কিন দেশে ১৯৪৮ সালে সরকারি হিসাবরক্ষণের মান-নির্ণায়ক পর্ষদ (Government accounting standard Board, সংক্ষেপে GASB) গঠিত হবার পর থেকে বিভিন্ন ধরনের হিসাবরক্ষণের মান (Accounting Standard) প্রকাশ করা হয়েছে এবং স্থানীয় সরকারগুলির আর্থিক প্রতিবেদন সংক্রান্ত যাবতীয় নথি তদনুযায়ী প্রস্তুত করা বাধ্যতামূলক। আমেরিকায় স্থানীয় সরকারগুলিকে দু'টি পৃথক রকমের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হয়। প্রথমটি হল, সাধারণ উদ্দেশ্যসাধক আর্থিক বিবরণী (General purpose Financial Statement), যাকে প্রতিবেদনের মূল দলিল বলা চলে। উত্তমর্ণ, করদাতাগণ, নির্বাচকমন্ডলী এবং বিধানমন্ডলী এই বিবরণীকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন, কারণ এর মাধ্যমে জানা যায় যে প্রতিষ্ঠানটি কীরূপ দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে। দ্বিতীয় প্রকার প্রতিবেদনটি হল সার্বিক বাৎসরিক আর্থিক প্রতিবেদন (Comprehensive Annual Financial Report)। এই দলিলে সংস্থার আর্থিক লেনদেনগুলির বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সন্নিবেশিত হয়। মূল তিনটি ভাগে সমগ্র আর্থিক প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়। প্রথমাংশ হল সাধারণ পরিচিতি, দ্বিতীয়াংশে আর্থিক প্রতিবেদনের বিস্তারিত বিবরণ এবং শেষাংশে বিভিন্ন পরিসংখ্যান সন্নিবেশিত হয়।

যুক্তরাজ্য : ১৯৮১ সালে সরকারি অর্থ ও হিসাবরক্ষণের সনদপ্রাপ্ত সংস্থা (Chartered Institutute of Public Finance and Accountancy, সংক্ষেপে CIPFA) স্থানীয় সরকারগুলির বার্ষিক প্রতিবেদন এবং আর্থিক বিবরণী কী পদ্ধতিতে প্রকাশ করা উচিত সে সম্পর্কে একটি নিয়মাবলী প্রস্তুত করে, যা "স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন (Local Authority Annual Reports) নামে পরিচিত। ওই নিয়মাবলীতে সুপারিশ করা হয়েছে যে এই প্রকার সংগঠনগুলির আর্থিক প্রতিবেদন এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে, যাতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি অবশ্যই বর্তমান থাকে :

(ক) প্রদত্ত তথ্যাদি ব্যবহার করে সংস্থার কর্মকান্ড সম্পর্কে স্থানীয় করদাতারা

যেন একটি স্বচ্ছ ধারণা গ্রহণ করতে পারেন ;

(খ) নির্বাচক মন্ডলী, স্থানীয় করদাতা এবং অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যাতে ওই প্রতিবেদন থেকে একটি তুলনামূলক চিত্র পেতে পারেন , প্রতিবেদন প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তুলনামূলক চিত্রটি সংস্থার অগ্রগতি বিচারের ক্ষেত্রে যেন সহায়ক হয়;

(গ) নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা যাতে প্রকাশিত আর্থিক প্রতিবেদন থেকে তাদের প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বা ত্রুটিগুলি জানতে পারেন, প্রতিবেদন প্রস্তুতের সময় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

যুক্তরাজ্যের স্থানীয় সরকারের পক্ষে আর্থিক প্রতিবেদন হিসেবে যে যে বিবরণগুলি প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক, তা হল :

১) আয় ও ব্যয়ের সংক্ষেপিত হিসাব ;

২) মূলধনী ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ;

৩) সম্মিলিত উদ্বর্তপত্র (Consolidated Balance Sheet) ;

৪) উদ্বর্তপত্রে যদি কোনও তহবিলের হিসাব না দেখানো হয় তবে উক্ত তহবিলের হিসাবের পৃথক উদ্বর্তপত্র; এবং

৫) তহবিলের উৎস এবং তার ব্যবহার সম্পর্কে একটি বিবরণী।

জার্মানি : এদেশে সরকারের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণকে বিশ্বস্ত ও অর্থপূর্ণ তথ্য প্রদান এবং সরকারি সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের নির্বাচকমন্ডলীর কাছে দায়বদ্ধতা গড়ে তোলার ব্যাপারটি সরকারি হিসাবরক্ষণ এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য হিসেবে গুরুত্ব পায়নি। যাই হোক, আর্থিক প্রতিবেদন হিসেবে নিম্নলিখিত নথিগুলি প্রকাশ করা হয়ে থাকে :

(ক) জমা ও খরচের বিবরণী। এখানে তিনটি পৃথক খাতে বাজেটকৃত অর্থ, প্রকৃত জমা খরচের পরিমাণ এবং প্রথম দু'টি খাতের পার্থক্য তৃতীয় খাতে দেখানো হয় ;

(খ) নগদ উদ্বৃত্ত বা নগদ ঘাটতির পরিমাণ উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত জমা খরচের বিবরণী ;

(গ) আর্থিক সম্পত্তি এবং ঋণের পরিমাণ উল্লেখ করে অপর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী।

চিন : সমাজতান্ত্রিক দেশ চিনে স্থানীয় সরকারের আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতির ধারাটি চার ভাগে বিভক্ত। প্রথমে দশ দিনের প্রতিবেদন, তারপর মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং পরিশেষে বাৎসরিক আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। সামগ্রিক আয় ও ব্যয় সংঘটিত হবার পর এবং অন্ত দাখিলাগুলি (Closing entry) নথিভুক্ত করার পর পরিশেষে বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হয়। এক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রক নির্দেশিত নির্দিষ্ট হিসাব নিদর্শ ও শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী শেষ প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করতে হবে। বার্ষিক প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিবরণীগুলি অন্তভুক্ত :

(ক) সরকারি আয় ও ব্যয়ের অন্ত বিবরণী;

(খ) সরকারি ব্যয়ের সম্পূরক সারণি ;

(গ) বাজেট-বহির্ভূত আয় ও ব্যয়ের অন্ত বিবরণী ; এবং

(ঘ) তহবিল থেকে উদ্ভূত কার্যাদির বিবরণী।

এখানে উল্লেখ্য যে তৃণমূল স্তরের স্থানীয় সরকারকে ঠিক তার ওপরের স্তরের সরকারের কাছে প্রতিবেদন পেশ করতে হয়।

ইউরোপের অন্য দেশের আর্থিক প্রতিবেদন : ডেনমার্ক ও ফ্রান্সের প্রতিটি স্থানীয় সরকারকে নিরীক্ষাকৃত বাৎসরিক সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রকাশ করতে হয় এবং তা বিধিবদ্ধ নিদর্শ অনুযায়ী প্রস্তুত করতে হবে। নেদারল্যান্ডে কেন্দ্রীয় সরকারকে যে আর্থিক প্রতিবেদন দেওয়া হয়ে থাকে তারই প্রতিলিপি সাধারণ নাগরিকদের জন্য দেওয়া হয়। তবে ডেনমার্ক ও ফ্রান্সে কেন্দ্রীয় সরকার ও সাধারণ নাগরিকদের প্রদেয় তথ্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। বেলজিয়াম ও লুক্সেমবার্গে কোনও সংক্ষিপ্ত বাৎসরিক হিসাব প্রকাশ না করা হলেও প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট দশ দিনের জন্য শহরের টাউন হলে হিসাব ও বাজেট সাধারণ নাগরিকদের পর্যবেক্ষণের জন্য রাখা হয়। সুইডেনে যদিও জনসাধারণের জন্য হিসাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশ বাধ্যতামূলক হয়েছে, তবে বহুদিন ধরেই স্থানীয় সরকারগুলি সেরকম বিবরণী প্রকাশ করে আসছে।

বর্তমান ব্যবস্থার মূল্যায়ণ

আর্থিক প্রতিবেদন সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনায় একটা কথা ভুললে চলবে না যে উন্নত দেশগুলির আর্থ-সামাজিক অবস্থা আমাদের দেশের তুলনায় ভিন্নতর এবং সেসব দেশে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নাগরিক পরিষেবা দানের বিনিময়ে করদাতাদের কাছ থেকে দাম পর্যন্ত নেওয়া হয়, যা আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিচার করে সেভাবে চালু করা যায়নি। এ ছাড়া উন্নত দেশগুলিতে, যেমন আমেরিকায়, স্থানীয় সরকারি সংস্থাগুলি স্বাধীনভাবে ঋণপত্র বিক্রয় করতে পারে এবং জনসাধারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধরনের ঋণপত্র কিনতে আগ্রহী হন। আমাদের দেশে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ঋণপত্র বিক্রয় করে প্রয়োজনীয় মূলধনী ব্যয়ের সংস্থান করার কোনও ব্যবস্থাই নেই। সুতরাং একথা অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে প্রতিটি দেশের স্থানীয় সরকার সেই দেশের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত বিচার করে এবং তথ্য ব্যবহারকারীদের প্রকারভেদ অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যবহারকারীর কাছে যাতে আর্থিক প্রতিবেদন গ্রহণযোগ্য ও

ব্যবহারোপযোগী হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে থাকে। তথাপি হিসাবরক্ষণ এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কয়েকটি সাধারণ নির্ধারক যে দেশ-কাল নিরপেক্ষ এবং তা মেনে চলা যে সব দেশের পক্ষেই আবশ্যক নতুবা আর্থিক প্রতিবেদনের মূল চরিত্রটি যে বহুলাংশে ক্ষুন্ন হয় — সেকথা বিস্তারিত বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই সমস্ত দিক বিচার করে বর্তমান পঞ্চয়েতি রাজের আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও পেশের ত্রুটিগুলি এখানে তুলে ধরা হল।

প্রথমেই বলতে হয় যে পঞ্চায়েতি রাজের আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কী নীতি অনুসরণ করা হবে এবং আর্থিক লেনদেনের কতটা পর্যন্ত প্রকাশ করা হবে, সে সম্পর্কে নির্দেশাবলী গঠনের কোনও মান নির্ধারক সংস্থা ভারতে নেই। আমেরিকা ও যুক্তরাজ্যে যথাক্রমে GASB এবং CIPFA এই দায়িত্ব পালন করে আসছে। ওই দু'টি দেশে উক্ত সংস্থাগুলির নির্দেশাবলী এবং হিসাবমান স্থানীয় সরকারের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করার ক্ষেত্রে মেনে চলা আবশ্যক। নির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনুযায়ী আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতির অন্যতম সুবিধা এই যে এর মাধ্যমে কোনও সংস্থার দক্ষতা পরিমাপ করা যায় এবং অন্য সংস্থার সঙ্গে তুলনামূলক বিচারের মাধ্যমে কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্থার কাজকর্ম যথেষ্ট সন্তোষজনক নয় তা সহজেই চিহ্নিত করা যায়। আমাদের দেশে হিসাবরক্ষণের মান নির্ধারক সংস্থা না থাকায় পঞ্চায়েতের আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও পেশের বিষয়টি অনেকাংশেই উপেক্ষিত থেকে যায়।

দ্বিতীয়ত, হিসাবরক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে নতুন চিন্তাভাবনা করা এবং তার মাধ্যমে প্রতিবেদনের মান উন্নত করার দৃষ্টিভঙ্গির অভাব দেখা যায়। যেমন, বর্তমানে পঞ্চায়েতের হিসাবরক্ষণ নগদ ভিত্তিক লেনদেনগুলিকেই কেবল বিবেচনা করে (অর্থাৎ Cash Basis Accounting), যা আধুনিক বিশ্বে অধিকাংশ দেশেই হয়েছে। নগদ ভিত্তিক হিসাবরক্ষণে আয় / ব্যয় প্রকৃতপক্ষে আদান / খরচ করা হলে তবেই তা হিসাবে নথিভুক্ত হবে। আমেরিকায় মাঝে নতুন এক পদ্ধতিকে সরকারি হিসাবরক্ষণের ভিত্তি করা হয়েছিল। সেটি ছিল প্রাপ্য ও বকেয়া ভিত্তিক হিসাবরক্ষণের পরিবর্তিত রূপ (Modified Accrual Basis of Accounting)। এই পদ্ধতি অনুসারে কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া আয়গুলি নগদ ভিত্তিতে এবং ব্যয়গুলি প্রাপ্য ও বকেয়া ভিত্তিতে নথিভুক্ত করা হ'ত। তবে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত ১১ নং বিবরণীর ১২৭ এবং ১২৮ অনুচ্ছেদে GASB পরিষ্কার উল্লেখ করেছে যে কয়েকটি বিশেষ সুবিধার জন্য সরকারি হিসাবরক্ষণের ভিত্তি প্রাপ্য ও বকেয়া (Accrual Basis of Accounting) পদ্ধতিতেই করতে হবে। আমাদের দেশে এই পরিবর্তনের ঢেউ কবে আসবে তা জানা নেই, তবে একথা বলতেও বাধা নেই যে পুরনো পদ্ধতির স্থবিরতা কাটিয়ে উঠে আর্থিক প্রতিবেদন আরও বিশ্বাসযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছে দিতে না পারলে হিসাবরক্ষণের অন্যতম যে কাজ "Stewardship" তা পদে পদে ব্যর্থ হয়।

তৃতীয়ত, পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিতে আর্থিক প্রতিবেদন হিসাবে যা উপস্থিত করা হয়, তা অতি সরলীকৃত বাৎসরিক জমা খরচের হিসাব। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক লেনদেন কোটি কোটি টাকা, যার একটা বড়ো অংশ উন্নয়নমূলক কাজকর্মে ব্যবহৃত হয়, সেখানে শুধুমাত্র জমা খরচের হিসাব কি আর্থিক প্রতিবেদন হিসেবে যথেষ্ট ? মূলধনীতে আয় ও ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্য এবং সে বাবদ সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানাবার ব্যবস্থা প্রতিবেদনে থাকে না। এছাড়া অন্যান্য দেশের মতো আয়-ব্যয়ের হিসাব, তহবিল প্রবাহ বিররণী (Fund Flow Statement) প্রভৃতি যদি আর্থিক প্রতিবেদনের অঙ্গ হিসেবে প্রকাশ করা হয়, তবে একদিকে যেমন অর্থের আদান-প্রদানের স্রোতটি পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে, তেমনি অন্যদিকে প্রতিবেদন, প্রস্তুতের প্রাথমিক শর্ত হল উপযুক্ত হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ।

চতুর্থত, পঞ্চায়েতের হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থায় হিসাব-নিরীক্ষা বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। হিসাবরক্ষণে দায়বদ্ধতার ধারণাটি তখনই পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় যখন তত্ত্বাবধায়ক নিম্নলিখিত দু'টি কাজই সুচারুভাবে পালন করেন ।

প্রথমটি হল তার তত্ত্বাবধানে যা সম্পদ আছে সেগুলির ব্যবহার সম্পর্কে যথাযথ হিসাব প্রদান করা ; এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তিনি যাদের কাছে দায়বদ্ধ তাদের দ্বারা বা তাদের নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা প্রদত্ত হিসাবের নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন হওয়া।

সেদিক থেকে বিচার করলে পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থায় যে আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়, তার হিসাব প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্বে নিরীক্ষিত হয় না। আমেরিকা এবং ইউরোপের অধিকাংশ দেশে ব্যবহারকারীদের জন্য প্রকাশিত আর্থিক প্রতিবেদন যথাযথভাবে নিরীক্ষিত হয়ে থাকে এবং এই নিরীক্ষার ফলস্বরূপ প্রতিবেদনের বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে আর্থিক প্রতিবেদনের ব্যবহারকারীরা, বিশেষ করে গ্রামের শিক্ষিত মানুষজন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিবেদনের ব্যাপারে উদাসীন থাকেন। গ্রামসভার মিটিং-এ পারস্পরিক স্বার্থের সংঘাতে চিৎকার, হৈ -চৈ যেন নিত্যকার ঘটনা। ব্যক্তি স্বার্থ বড়ো হয়ে দেখা দিচ্ছে সমষ্টি স্বার্থের চাইতে। এর ফলে কোথায় কত টাকা খরচ হল, কোথায় কোথায় সামাজিক সম্পদ সৃষ্টি হল, প্রকৃত দরিদ্র মানুষদের উন্নয়ন সত্যি সত্যিই হচ্ছে কিনা — এই সমস্ত কিছুই মানুষের কাছে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে। তাই বলা যায় যে নির্বাচকমন্ডলীর কাছে আর্থিক প্রতিবেদনের ভূমিকা খুব অল্প হওয়ায়, দায়বদ্ধতার দ্বিমুখী ধারা পঙ্কিলতায় আকীর্ণ, যথাযথভাবে তা প্রবাহিত হতে পারছে না।

উপসংহার

যদিও পঞ্চায়েতি রাজের হিসাবরক্ষণ ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতি ও পেশের সামগ্রিক ব্যবস্থাটি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয় এবং উন্নত দেশগুলির তুলনায় এখানকার আর্থিক প্রতিবেদনের মান যথেষ্ট সন্তোষজনক নয়, তবু একথা বলতেই হবে যে বর্তমান হিসাব পরিকাঠামোর মধ্যেই পদ্ধতিগত কিছু অদলবদল ঘটিয়ে আরও ভালোভাবে এবং আরও বিশ্বস্ততার সঙ্গে উপযুক্ত আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা খুব একটা অসম্ভব কাজ নয়। যা প্রয়োজন, তা হল সদিচ্ছা এবং গ্রামের মানুষজনকে আরও বেশি বেশি করে পঞ্চায়েত তথা এলাকার উন্নয়নমূলক কাজে জড়িত করার সৎ মনোবৃত্তি। সহভাগী উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা (Participatory Developmental Planning) রচনার ক্ষেত্রে গ্রাম সংসদের যেমন ভূমিকা রয়েছে, তেমনি ওই সংসদকেই এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

আর্থিক প্রতিবেদন উন্নততর করার লক্ষ্যে প্রণোদনামূলক পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তর পরিকল্পনা রূপায়ণ এবং অন্যান্য কাজকর্মের বিচারে সেরা ১০০-টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে এই বছর পুরস্কার প্রদান করেছে। আর্থিক প্রতিবেদন সুন্দরভাবে ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে উপস্থাপিত করার ক্ষেত্রে যদি পৃথক একটি পুরস্কারের ব্যবস্থা চালু করা যায় তবে পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে একটি সুস্থ প্রতিযোগিতার মনোভাব আসবে এবং প্রতিবেদনের মান উন্নততর হবে।

আমেরিকায় সরকারি অর্থ আধিকারিকদের সংঘ (Government Finance Officers' Association, সংক্ষেপে GFOA) সরকারি আর্থিক প্রতিবেদনের উচ্চমান বজায় রাখতে যে ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে এখানে তার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। GFOA স্থানীয় সরকারগুলির আর্থিক প্রতিবেদনের মান নির্ধারক কিছু মাপকাঠি নির্দিষ্ট করেছে এবং যে সমস্ত সংস্থার আর্থিক প্রতিবেদনের মান উক্ত মাপকাঠি অনুযায়ী প্রস্তুত করা হচ্ছে তাদের একটি বিশেষ শংসাপত্র (যাকে Certificate of Conformance বলা হয়) সংঘের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়ে থাকে। এই শংসাপত্রের ধার ও ভার দুই-ই আছে এবং ও দেশে প্রতিবেদন ব্যবহারকারীরা এই শংসাপত্রকে বিশেষ মূল্য দিয়ে থাকেন। যে সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদনে এই শংসাপত্র থাকে, তথ্য ব্যবহারকারীদের মনে সেই সংস্থার তথ্যাদির বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আমাদের দেশে যদি এধরনের শংসাপত্র দেবার বিষয়টি সরকার গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে, তবে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে আর্থিক প্রতিবেদন সংক্রান্ত অনেক অনিয়মই হ্রাস পাবে এবং ব্যবহারকারীরা এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হবেন যে প্রতিবেদনের উচ্চমান বজায় রাখা হয়েছে।

যে হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা বর্তমানে চালু আছে তাকে আধুনিক হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার উপযোগী করে তুলতে হলে আমূল এক পরিবর্তনের প্রয়োজন। এটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার এবং পঞ্চায়েতের হিসাবরক্ষকদের এবিষয়ে ভালোভাবে শিক্ষিত না করে পরিবর্তনের সূচনা হলে প্রচলিত আর্থিক শৃঙ্খলায় নৈরাজ্য দেখা দিতে পারে। তবে ওই বিষয়ে ভারতবর্ষে দশ বছর আগে পুরসভাগুলির হিসাবরক্ষণ পদ্ধতিতে কীভাবে বদল আনা সম্ভবপর হয়েছিল, যে বিষয়টি শিক্ষণীয় হতে পারে। পঞ্চায়েতের নিজস্ব যা কিছু সম্পদ আছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রতিটি পঞ্চায়েতের নিজস্ব উদ্বর্তপত্র প্রস্তুত করা উচিত। কীভাবে তা করা যাবে সেবিষয়ে জাতীয় পুরসভা হিসাবরক্ষণ ম্যানুয়ালের নির্দেশাবলী অনুসরণ করা যেতে পারে। যেটি হবে পরিচ্ছন্ন আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতির প্রথম কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এক ধাপ।

একবিংশ শতাব্দীর আগামী দিনগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হয় ভারতবর্ষে গ্রামোন্নয়নের কাজে আরও অনেক বেশি বেশি অর্থ বরাদ্দ হতে চলেছে এবং এই অর্থের একদিকে উপযুক্ত ব্যবহার এবং অন্যদিকে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশের স্বার্থে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিচ্ছন্ন, ব্যবহারোপযাগী এবং বোধগম্য আর্থিক প্রতিবেদন বৎসরান্তে প্রকাশ করতেই হবে নইলে উন্নয়নের উদ্দেশ্য পদে পদেই প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে। ❑

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ নিবন্ধ

সামাজিক ক্ষমতায়ন

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

যোজনা (বাংলা)-এ প্রকাশিত নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত বিষয়বস্তু পাঠকদের কেমন লাগছে সে সম্পর্কে মতামত জানতে আগ্রহী আমরা। ই-মেল মারফত অথবা আমাদের দপ্তরে চিঠি লিখে পাঠকরা তাদের মতামত তথা আগামী দিনে আর কী ধরনের লেখাপত্র এই পত্রিকায় দেখতে চান তা জানাতে পারেন।

যোজনা ? কুইজ

এবারের বিষয় : জনসংখ্যা

১। প্রতি বছর ১১ জুলাই তারিখটিকে ‘বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস’ (World Population Day) হিসাবে পালন করা হয়। কোন বছর থেকে এই দিনটিকে এভাবে উদ্‌যাপন করা হয়ে আসছে ?

২। চলতি বছরের, অর্থাৎ ২০১৮ সালে ‘বিশ্ব জনসংখ্যার দিবস’-এর থিম বা স্লোগান কী ?

৩। "Almost half of the population of the world lives in rural regions and mostly in a state of poverty. Such inequalities in human development have been one of the primary reasons for unrest and, in some parts of the world, even violence". বিশ্ব জনসংখ্যা সম্পর্কে এই বিখ্যাত উক্তিটি কার?

৪। বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল তিন মহাদেশ হল যথাক্রমে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপ ; এই তিন মহাদেশের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহর কোনগুলি?

৫। ভারতে বর্তমানে বার্ষিক (২০১৮ সালের হিসাবে) কী হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে?

৬। ভারতে প্রতিদিন গড়ে কত শিশু জন্মায় এবং কত মানুষের মৃত্যু হয় ?

৭। ২০১৮ সালের হিসাবে ভারতে ‘Median age’ হল ২৭ দশমিক শূন্য বছর। এই ‘Median age’ বলতে কী বোঝায় ?

৮। জুলাই, ২০১৮ সালের হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বের বর্তমান জনসংখ্যা ৭ দশমিক ৬ বিলিয়ন। কবে নাগাদ এই জনসংখ্যা ১০ বিলিয়নে পৌঁছাবে বলে রাষ্ট্রসংঘের হিসাব বলছে ?

৯। বর্তমানে জনসংখ্যার নিরিখে ভারত বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। বলা হচ্ছে ২০২৫ সালে এই নিরিখে প্রথম স্থানে উঠে আসবে ভারত। তখন এদেশে বার্ষিক কী হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ?

১০। বিশ্বের জনসংখ্যা একশো কোটি ছাড়ায় ১৮০০ সাল নাগাদ। তা দুশো কোটিতে পৌঁছাতে সময় লাগে ১৩০ বছর (১৯৩০ সালে), তিনশো কোটিতে পৌঁছাতে মাত্র তিরিশ বছর, চারশো কোটিতে ১৫ বছর। কিন্তু বৃদ্ধি হার হ্রাস পাওয়ায় বর্তমানের তুলনায় বিশ্বের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে কত দিন লাগবে ?

১১। পরিবার পরিকল্পনাকে শুধুমাত্র স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্ভর একটি স্বাস্থ্য বিষয়ক ইস্যু হিসাবে না দেখে প্রথমবার এক সামাজিক ইস্যু হিসাবে বিবেচনা করে গত বছরই ভারত সরকার এদেশের সাম্প্রতিকতম জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা উদ্যোগের সূচনা করে। এই কর্মসূচির নাম কী ?

১২। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা- ৪(২০১৫-১৬) অনুযায়ী, ভারতে ৫৩ দশমিক ৫ শতাংশ দম্পতি আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রক পদ্ধতি ব্যবহার করে। এর মধ্যে ৩৬ শতাংশ ক্ষেত্রে মহিলারা স্থায়ী বন্ধ্যাত্বকরণ উপায় অবলম্বন করেন, পক্ষান্তরে নামমাত্র সংখ্যক পুরুষ নির্বীজকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এই সংখ্যাটি কত ?

১৩। রাষ্ট্রসংঘের এক সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের জনসংখ্যা ২০২৫ সাল নাগাদ চিনের জনসংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে। অথচ বিশ্বের প্রাচীনতম পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিগুলির মধ্যে অন্যতম ভারতের জন্ম নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি। কত সালে তার সূচনা হয় ?

১৪। ভারত-সহ তার প্রতিবেশী দেশ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও নেপাল, প্রত্যেকেরই Total Fertility Rate (TFR) দুইয়ের বেশি ; শুধুমাত্র ভারতের একটি প্রতিবেশী দেশের ক্ষেত্রে এই হার দুইয়ের নিচে। কোন দেশ সেটি ?

১৫। Total Ferfility Rate (TFR) বলতে কী বোঝায় ?

১৬। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা - ৪(২০১৫-১৬) অনুযায়ী ভারতে TFR-এর জাতীয় গড় ২ দশমিক ২, কিন্তু দেশের ৬৪০-টি জেলার মধ্যে বেশ কয়েকটি জেলায় total fertility rate (TFR) ৩ বা তার বেশি। দেশে এমন জেলার সংখ্যা কত ?

১৭। ভারতের ‘জাতীয় জনসংখ্যা নীতি (National Population Policy) কবে ঘোষিত হয় ?

১৮। বর্তমানে ভারতের জনসংখ্যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ ?

১৯। রাষ্ট্রসংঘের হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বের জনসংখ্যা ৭ বিলিয়ন বা ৭০০ কোটি ছুঁয়েছে কত সালে ?

২০। বিশ্বে সর্বাধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার প্রত্যক্ষ করা গেছে কোন সময়ে এবং এই হার কত ?

উত্তর :

১। ১৯৮৯ সাল (রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি বা UNDP-র প্রশাসনিক পর্ষদ প্রথম তা শুরু করে বিশ্বের মানুষকে বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা বিষয়ক ইস্যুগুলি সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য), ২। পরিবার পরিকল্পনা এক মানবাধিকার (Family planning is a Human Right), ৩। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত ড.এ.পি.জে. আব্দুল কালাম, ৪। যথাক্রমে বৃহত্তর টোকিও অঞ্চল বা টোকিও মেট্রোপলিস, লাগোস এবং ইস্তাম্বুল ; ৫। ১ দশমিক ১১ শতাংশ হারে; ৬। ভারতে মিনিটে গড়ে ৩৪-টি শিশু জন্মের এবং ১০-টি মৃত্যুর ঘটনা নথিভুক্ত হয় ; ৭। Median age কোনও জনসংখ্যার এক সূচক বিশেষ, যা ওই জনসংখ্যাকে দু'টি সমান গ্রুপে ভাগ করে, এর অর্ধেক সংখ্যক মানুষের বয়স উক্ত বয়সের উপরে এবং অর্ধেকের বয়স উক্ত বয়সের নিচে ; ৮। ২০৫৬ সাল নাগাদ ; ৯। শূন্য দশমিক ৯৭ শতাংশ হারে ; ১০। ২০০ বছর ; ১১। মিশন পরিবার বিকাশ ; ১২। শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ ; ১৩। ১৯৫১ সালে (যার বিখ্যাত ট্যাগলাইন ছিল ‘হাম দো, হামারা দো’) ; ১৪। ভুটান (১ দশমিক ৯) ; ১৫। একজন মহিলা প্রজননক্ষম, অর্থাৎ ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সের মধ্যে মোট কয়টি শিশুর জন্ম দেবেন বলে ধারণা করা হয়, সেই গড় সংখ্যা ; ১৬। ১৪৬-টি জেলা ; ১৭। ২০০০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে ; ১৮। ১৭ দশমিক ৭৪ শতাংশ ; ১৯। ২০১১ সালের অক্টোবর মাসে ; ২০। ১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে এবং এই হার ছিল বার্ষিক ২ দশমিক ০৬ শতাংশ।

যোজনা ||| নোটবুক

এবারের বিষয় : জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক সমীক্ষা

গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি আর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমছে বলে চাষযোগ্য জমি দ্রুত উর্বরতা হারাচ্ছে। ফলে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়লেও তার সুফল চোখে পড়ছে না। বরং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জমি চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। তাতে ফসলের উৎপাদন কমার সম্ভাবনা উত্তরোত্তর বাড়ছে। ফলে, কৃষিনির্ভর ভারতে আগামী তিন দশকে গড় জাতীয় আয় (জিডিপি) পড়তে চলেছে কম করে ২.৮ শতাংশ। জীবনযাত্রার মান পড়তে চলেছে দেশের অন্তত ৬০কোটি মানুষের।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক এক রির্পোটে এই পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এ বছরের জুন মাসের শেষের দিকে প্রকাশিত ওই রিপোর্টের শিরোনাম, 'সাউথ এশিয়াজ' হটস্পটস'। ভারত-সহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে বিশ্ব উষ্ণায়ন বা জলবায়ু পরিবর্তনের অর্থনৈতিক প্রভাব ২০৫০ সালের মধ্যে কতটা পড়তে চলেছে আর তা ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে কোন কোন অঞ্চলে ('হটস্পটস'), তা নিয়ে এটাই প্রথম সমীক্ষা বিশ্ব ব্যাঙ্কের তরফে।

প্রসঙ্গত, উত্তরোত্তর 'জ্বর' বাড়ছে পৃথিবীর। যাবতীয় পূর্বাভাসের চেয়ে দ্রুত হারে। তাপমাত্রা বাড়ছে ভারতের বিভিন্ন এলাকার। কমছে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও বর্ষাকালের মেয়াদ। এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় বদলাচ্ছে বর্ষার চরিত্র। তাতে যে সময়ে যে এলাকায় যে ফসলের বীজ রোপন করার কথা, তা করা যাচ্ছে না। ফলত, ফসলের উৎপাদনও হচ্ছে না প্রত্যাশামাফিক।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের রিপোর্ট বলছে, তার ফলে, ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতের জিডিপি-র হার অন্তত ২.৮ শতাংশ কমে যাবে। আর রুজি-রোজগার খোয়ানোর দরুন বা তার সুযোগ কমে যাওয়ার ফলে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকেরই জীবনযাত্রার মান পড়ে যাবে উদ্বেগজনকভাবে।

জীবনযাত্রার মান মাপতে রুজি-রোজগারের পরিমাণের সঙ্গে ধরা হয়েছে ক্রয়ক্ষমতাকেও । জিডিপি বৃদ্ধির সঙ্গে ভারতে কী ভাবে মানুষের আয় বেড়েছে স্বাধীনতার পর, সেই হারকেও বিবেচনায় রেখেছেন সমীক্ষকরা। রিপোর্ট বলছে, গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আর তার চরিত্র বদলে যাওয়ার ফলে আগামী ৩০/৩২ বছরের মধ্যে দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের জীবনযাত্রার মান নেমে যাবে প্যারিস জলবায়ুর চুক্তির শর্তগুলি মেনে চললেও। ভারতের আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পৌঁছবে ১১ হাজার কোটি মার্কিন ডলারে।

রিপোর্ট জানাচ্ছে, এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যেভাবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আর এলাকা ভেদে তার চরিত্র উত্তরোত্তর বদলে যাচ্ছে, তাতে চাষবাস করে আর তেমন ফসল উঠবে না ঘরে আগামী তিন দশকে। কৃষিনির্ভর অর্থনীতির দেশে ফসল উৎপাদন এতটাই মার খাবে যে, কোনওভাবেই আর দেশের অর্থনীতি তেজি থাকতে পারবে না।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে মধ্য ভারতের একটি বিস্তীর্ণ এলাকা। তার মধ্যে সর্বাধিক ক্ষতি হবে বিদর্ভ এলাকার। মহারাষ্ট্রের পূর্ব প্রান্তের ওই অঞ্চলের ১০-টি জেলার মধ্যে ৭-টিরই অর্থনীতি পুরোপুরি বেহাল হয়ে পড়বে। এই বিদর্ভেই রয়েছে নাগপুর ও অমরাবতীর মতো অর্থনীতির নিরিখে আপাতত এগিয়ে থাকা দু'টি ডিভিশন। মহারাষ্ট্রের জনসংখ্যার প্রায় ২২ শতাংশই রয়েছে এই বিদর্ভে। সমৃদ্ধিশালী মহারাষ্ট্রের মোট এলাকার সাড়ে ৩১ শতাংশেরও বেশি বিদর্ভ অঞ্চলের অন্তর্গত।

বিদর্ভের ১০-টি জেলার মধ্যে যে ৭-টি জেলা অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এদের এলাকাগুলির মধ্যে রয়েছে চন্দ্রপুর, ভান্ডারা, গোন্ডিয়া, ওয়ার্ধা ও নাগপুর। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আর্থিক ক্ষতি হবে চন্দ্রপুরের। জীবনযাত্রার মান সেখানে পড়বে ১২.৪ শতাংশ।

সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা যে রাজ্যগুলির

(জীবনযাত্রার মানের পতন শতাংশের হিসেবে)

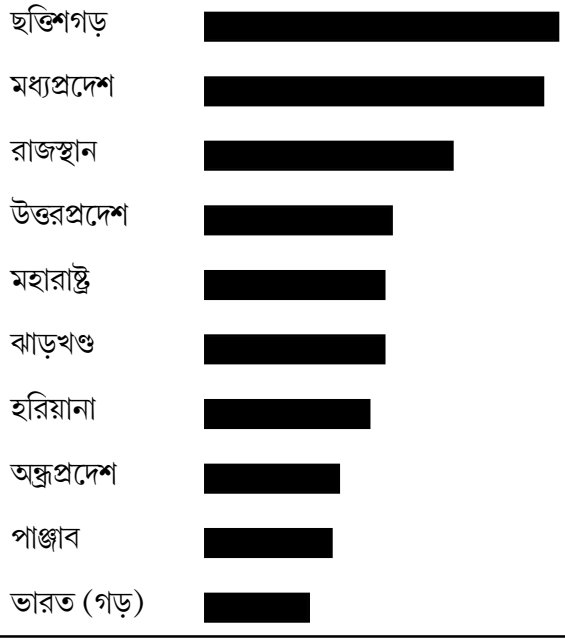

রিপোর্ট বলছে, রাজ্য হিসেবে সবচেয়ে বেশি আর্থিক ক্ষতি হবে ছত্তিশগড়ের। তার পরেই রয়েছে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খন্ড, হরিয়ানা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও পাঞ্জাব। জীবনযাত্রার মান সবচেয়ে বেশি নামবে ছত্তিশগড়ে, ৯.৪ শতাংশ হারে। মধ্যপ্রদেশে ৯.১ এবং রাজস্থানে ৬.৪ শতাংশ হারে। সেই নিরিখে অবশ্য কিছুটা এগিয়ে রয়েছে 'সবুজ বিপ্লব'-এর রাজ্য পাঞ্জাব। সেখানকার অর্থনৈতিক ক্ষতির হার তুলনায় একটু কম হবে, ৩.৩ শতাংশ।

'হটস্পটস' বলতে কী বোঝানো হয়েছে রিপোর্টে ?

গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও তার ধরনের রদবদলের দরুন জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ভারতের যে যে এলাকাগুলি আর তিন দশকের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সবচেয়ে বেশি, নেমে যেতে পারে সেখানকার জীবনযাত্রার মান, বিশ্ব ব্যাঙ্কের ওই রিপোর্টে সেই অঞ্চলগুলিকে বলা হয়েছে 'হটস্পটস'। কোন কোন এলাকায় অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্ভবনা সর্বাধিক, মাঝারি আর অল্প, তার নিরিখে হটস্পটগুলিকে ভাগ করা হয়েছে তিন ভাগে। রয়েছে আরও দু'টি ভাগ। যে এলাকাগুলি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি মেলেনি এবং যে এলাকাগুলি হটস্পট নয়।

ভারতের সম্ভাব্য হটস্পটগুলির অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎও দু'ভাবে খতিয়ে দেখা হয়েছে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সমীক্ষায়। প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তনের হার নিয়ন্ত্রণে রাখতে যে ব্যবস্থাগুলি নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেগুলি নিলে কোন কোন এলাকা ভারতে আর তিন দশকের মধ্যে হটস্পট হয়ে উঠতে পারে, তা নিয়ে সমীক্ষা চালানো হয়েছে। দেখা হয়েছে, ওই সব ব্যবস্থা একেবারেই না নেওয়া হলে বা তা প্রত্যাশামাফিক না হলে হটস্পট হয়ে উঠতে পারে ভারতের কোন কোন এলাকা। ❑

তথ্যসূত্র : **বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্ট** ('সাউথ এশিয়াজ' হটস্পটস')

ঋণস্বীকার : আনন্দবাজার পত্রিকা

যোজনা ডায়েরি

(জুন ২০১৮)

আন্তর্জাতিক

✧ প্রায় এক বছরের বিতর্কের অবসান। রানি দ্বিতীয় এলিজ়াবেথের সায় মিলল। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) থেকে ব্রিটেনের বেরিয়ে যাওয়ার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু করতে আর বাধা রইল না।

✧ স্কুলে যাচ্ছে না আফগানিস্তানের প্রায় অর্ধেক শিশু। গত ৮ জুন একটি মানবাধিকার সংস্থা এ দেশের শিশুদের শিক্ষা সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। যাতে দেখা যাচ্ছে, দেশের ৪৪ শতাংশ শিশুই স্কুলে যায় না। ঘনঘন জঙ্গি হামলা, দারিদ্র্য, বাল্য বিবাহ আর নারী-পুরুষের বৈষম্যকেই এর জন্য দায়ী করেছে সংস্থাটি। একটি সেমিনারে শিশু শিক্ষার এই করুণ অবস্থার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী মিরওয়াইস বালখি-ও। ইউনেস্কো এবং এক মার্কিন স্বেচ্ছাসেবীর করা সমীক্ষার পরিসংখ্যান তুলে ধরে মিরওয়াইস জানিয়েছেন, সাত থেকে সতেরো বছর বয়সি শিশুদের বাড়ি বাড়ি দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখা গিয়েছে যে, প্রায় ৩০ লক্ষ ৭০ হাজার আফগান শিশু স্কুলের পথ মাড়ায় না; এদের মধ্যে আবার স্কুলছুট কন্যা সন্তানের সংখ্যা ২০ লক্ষ ৭০ হাজার।

✧ সামরিক জোটসঙ্গী হিসেবে পেন্টাগনের কাছে ভারতের গুরুত্ব বাড়ছে। নয়াদিল্লিকে এই বার্তা দিতেই 'প্রশান্ত মহাসাগরীয় কম্যান্ড'-এর নাম বদলে 'ভারতীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় কম্যান্ড' রাখল আমেরিকা। বৃহত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন সামরিক বাহিনীর যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে এই কম্যান্ড। সাড়ে তিন লক্ষেরও বেশি সামরিক ও অসামরিক কর্মী যার অন্তর্গত। এর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার মধ্যে রয়েছে ভারতও। ২০১৭ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ওয়াশিংটন সফরের সময় ট্রাম্প-মোদী যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন। তখন 'ভারতীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয়' শব্দবন্ধটি চর্চায় আসে।

✧ সিনেমা হলে ঢোকার ছাড়পত্র আগেই মিলেছিল, এবার রাস্তায় গাড়িও চালাতে পারছেন তারা। সৌদি আরবের প্রশাসন এই প্রথম নারীদের গাড়ি চালনার অনুমতি দিয়েছে।

✧ দীর্ঘ ৩৯ বছর! ১৯৭৯ সালের পরে এই প্রথম ইরানের কোনও ফুটবল স্টেডিয়ামে শোনা গেল মহিলা কণ্ঠের উল্লাস। হিজাব পরনে তরুণী ওড়ালেন দেশের পতাকা। গত ২০ জুন বিশ্বকাপ ফুটবলের স্পেন বনাম ইরান ম্যাচ ছিল। ওই দিন সকালে হঠাৎ সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, মহিলারা তেহরানের আজ়াদি স্টেডিয়ামে ম্যাচের সরাসরি সম্প্রচার দেখতে পারবেন।

✧ আর মাত্র একটা ধাপের পরেই চেক প্রজাতন্ত্রে বৈধ হতে চলেছে সমকামী বিয়ে! গত ২২ জুন পার্লামেন্টের নিম্ন কক্ষে ন'টি দলের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী আন্দ্রে বাবিশের এএনও (ইয়েস) পার্টি-সহ ছ'টি দলের মোট ৪৬ জন সদস্য ওই খসড়া-বিলটি পেশ করেন। আইনটি পাশ হলে চেক প্রজাতন্ত্র হবে প্রথম সাবেক-কমিউনিস্ট দেশ, যেখানে সমকামী বিয়ে বৈধতা পাবে। বিলটি পাশ হতে ২০০ আসনের কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন। আর সাংবিধানিক পরিবর্তন আনতে লাগবে ১২০-টি ভোট। ২০০৬ সাল থেকেই ওই দেশে সমকামী যুগলদের জন্য নথিবদ্ধ সম্পর্কের অনুমতি ছিল। কিন্তু সমকামীরা যাতে পূর্ণাঙ্গ বিয়ের মর্যাদা পান, তার জন্যই নতুন বিল।

• **মোদী-শির নয়া বার্তা :**

দেড় মাসের মধ্যে দ্বিতীয় বার। গত বার চিনে এসেছিলেন উহাহানে, প্রেসিডেন্ট শি চিনফিংয়ের সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনার উদ্দেশ্যে। প্রধানমন্ত্রী মোদী গত ১০ জুন ফের চিনে গেলেন কিনদাওয়ে সাংহাই সহযোগিতা সংগঠন তথা এসসিও-র ১৮তম শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে। সম্মেলনের আগে ফের এক বার চিনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক হল দুই শীর্ষনেতার। ২০১৯-এ ভারতে গিয়ে ঘরোয়া বৈঠকের জন্য মোদীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন শি। প্রসঙ্গত, উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শাবকত মিরিজ়িয়য়েভের সঙ্গেও এদিন দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বাড়ানো নিয়ে বৈঠক করেন মোদী।

চিনের সঙ্গে এদিন সই হয় দু'টি সমঝোতা পত্র (মউ)। প্রথমটি নদীর জল সংক্রান্ত তথ্যের আদানপ্রদান নিয়ে। চিনের সাংপো ভারতে ঢুকে নাম পেয়েছে ব্রহ্মপুত্র। গত বছর ব্রহ্মপুত্রের জলে কাদামাটি ও দূষণ অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যাওয়ার উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। সাংপোর আশপাশে ঢালাও নির্মাণকাজ না কি

ভূমিকম্পের কারণে নদী দূষিত হচ্ছে-সে বিষয়ে তথ্য চাওয়ার দাবি ওঠে। মনে করা হচ্ছে, এ দিন স্বাক্ষরিত মউয়ের ভিত্তিতে নিয়মিত জল-তথ্য আদানপ্রদানের ব্যবস্থা চালু হলে এই জাতীয় পরিস্থিতি এড়ানো যাবে মসৃণ ভাবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও এটি সাহায্য করবে। অতীতে জল-তথ্য আদানপ্রদানের একটা ব্যবস্থা চালু ছিল দেশের মধ্যে। ডোকলাম নিয়ে ৭৩ দিনের অচলাবস্থার সময়ে বেজিং এই তথ্য দেওয়া বন্ধ করে দেয়।

দ্বিতীয় মউটি ভারতের চাল রফতানি নিয়ে। বর্তমানে ভারত থেকে শুধু বাসমতী চাল নেয় বেজিং। দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে ভারতের অন্যান্য চালও নিতে সম্মত হয়েছে চিন। বাণিজ্য ঘাটতি নিয়েই আমেরিকার সঙ্গে তিক্ততা তৈরি হয়েছে চিনের। সেই ক্ষেত্রেই ভারতের সঙ্গে এই সহযোগিতার বার্তা চিন-ভারত বাণিজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অর্থবহ বলে মনে করা হচ্ছে।

- **সাংহাই সহযোগিতা সংগঠনের বৈঠক :**

সাংহাই সহযোগিতা সংগঠন বা এসসিও-র সম্মেলনে পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট মামনুন হুসেনের সঙ্গে মুখোমুখি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হল দু'একটি সৌজন্যের কথা। হেসে করমর্দনও করলেন দুই রাষ্ট্রপ্রধান। তার পরে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা প্রশ্নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করল ভারত ও পাকিস্তান। গত ১০ জুন চিনের কিনদাওয়ে প্রথম বারের জন্য এসসিও-অভিযান শুরু করেছিল ভারত। এর পরের দিন, অর্থাৎ সম্মেলনের শেষ দিনে সন্ত্রাসবাদ বিরোধিতায় ইতিবাচক মঞ্চ তৈরি করা সম্ভব হল। ভারতের মতো পাকিস্তানও এবার সংযুক্ত হয়েছে এসসিও-তে। এই ঘোষণাপত্রের অন্যতম স্বাক্ষরকারী তারাও।

পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট মামনুন হুসেনকে সঙ্গে নিয়ে এদিন সন্ত্রাস প্রশ্নে সরব হয়েছে চিন-সহ সংগঠনের অন্য দেশগুলিও। দুই নতুন সদস্য রাষ্ট্র ভারত এবং পাকিস্তানকে স্বাগত জানান চিনা প্রেসিডেন্ট। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের বক্তৃতায় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। আফগানিস্তানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছেন যে সন্ত্রাসবাদের সব চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক শিকার হল কাবুল। উল্লেখ্য, এসসিও-র বাকি সদস্যরা হল চিন, রাশিয়া, কাজখস্তান, তাজিকিস্তান, কিরগিজস্তান ও উজবেকিস্তান।

- **জি ৭-এর বৈঠক :**

গত ৮-৯ জুন কানাডায় আয়োজিত হয় জি ৭-এর ৪৪তম বৈঠক। সেখানে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে বাকযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই দুই রাষ্ট্রনেতার চাপানউতোরের জেরে জি-৭ শীর্ষসম্মেলনের যৌথ বিবৃতি থেকে পর্যন্ত নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সংঘাতের আসল কারণ বাণিজ্য নিয়ে মতভেদ। এত দিন বাণিজ্য নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল সংঘাতটা ছিল চিনের সঙ্গে। এবার সেই সংঘাতের পরিসর ছড়াল আরও বড়ো জায়গায়।

নাম না করে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমালোচনা করে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা কিংবা মেক্সিকো থেকে আমদানি করা স্টিল এবং অ্যালুমিনিয়ামের উপর যে ভাবে বাড়তি শুল্ক চাপাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তা মেনে নেওয়া যায় না। তিনি মনে করিয়ে দেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশেই আছে কানাডা। এ দিকে ট্রাম্পের দাবি, মার্কিন বাণিজ্য নীতি নিয়ে অন্যান্য দেশকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী। এর প্রতিবাদেই সম্মেলনের বিবৃতি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য তিনি মার্কিন প্রতিনিধিদের নির্দেশ দিয়েছেন। জি ৭-এর গৃহীত সিদ্ধান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানবে না বলেও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন।

- **ট্রাম্প-কিম বৈঠক :**

উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জং উনের সঙ্গে ঐতিহাসিক বৈঠক করতে সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ১২ সেকেন্ডের করমর্দন। দু'-চার কথা। তার পরেই হাসিমুখে লাইব্রেরি লাগোয়া প্রাইভেট চেম্বারের দিকে এগিয়ে গেলেন দু'জনে। একান্তে কথা হল পাক্কা ৩৮ মিনিট। তার পরে নিজ-নিজ প্রতিনিধিদের নিয়ে আরও প্রায় সাড়ে ৪ঘন্টা। মাঝে লাঞ্চ টেবিল থেকে ঘোষণা হয়ে গেল—খানিক পরেই চুক্তিতে সই করবেন দু'জন। একটা সময় সই হয়েও গেল।

গত ১২ জুন, ট্রাম্প-কিমের সেই বহু প্রতীক্ষিত বৈঠক শেষে জানা গেল, পরমাণু অস্ত্র ছাড়তে রাজি উত্তর কোরিয়া। বিনিময়ে তাদের নিরাপত্তা দেবে আমেরিকা। ধাপে ধাপে চলবে অস্ত্র ছাড়ার কাজ। কোরীয় উপদ্বীপে স্থিতিশীলতা ফেরাতেও অঙ্গীকারবদ্ধ দুই রাষ্ট্রনেতা। অবশ্য উত্তর কোরিয়ার উপর থেকে এখন নিষেধাজ্ঞা তোলার আশ্বাস দেয়নি আমেরিকা। তবু দুই রাষ্ট্রনেতা যে ভাবে পরস্পরের পিঠ চাপড়ালেন, তাতে অতীত ভুলে এগোনোর চেষ্টাটা আপাত স্পষ্ট।

- **মুশারফের নাগরিকত্ব খারিজ :**

এবার নাগরিকত্বও খোয়ালেন পাকিস্তানের প্রাক্তন সেনাপ্রধান তথা ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফ। কিন্তু এর আগেই সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে আগামী সাধারণ নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হতে পারেন। ফলে সরকার বা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের মধ্যে কোনও একটি খারিজ না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানে সাংবিধানিক সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞেরা। অবিলম্বে মুশারফের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইসি) বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিলেন দেশের তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী নাসির উল মুল্‌ক।

গত ১০ জুন তার পরিচয়পত্র বাতিল করেছে পাকিস্তানের ন্যাশনাল ডেটাবেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেসন অথরিটি। যার অর্থ, মুসারফের পাকিস্তানি পাসপোর্টেরও আর মূল্য থাকল না। মুশারফ সেই সময়ে অবশ্য দুবাইয়ে। প্রসঙ্গত, ১৯৯৯ সালে সেনা অভ্যুত্থানে ক্ষমতা দখল করেছিলেন মুশারফ। ২০০৮ সালে তিনি ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। তার পরে একের পর এক ফৌজদারি মামলার মুখে পড়েছেন প্রেসিডেন্ট। ২০১৬ সালের মার্চ মাসে তাকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। তখন থেকে তিনি সেখানেই রয়েছেন।

- **স্পেনের নতুন প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো স্যানচেজ় :**

সংসদে আস্থা ভোটে হেরে স্পেনের প্রধানমন্ত্রী আসন ছাড়তে বাধ্য

হলেন মারিয়ানো রাহয়। আধুনিক স্পেনের ইতিহাসে এভাবে আস্থা ভোটে হেরে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগের ঘটনা নজরবিহীন। তার জায়গায় ক্ষমতায় এলেন সোশ্যালিস্ট পার্টির পেদ্রো স্যানচেজ়। গত ৩ জুন বাইবেল বা যিশুর মূর্তি ছাড়াই আগামী দু'বছর সংবিধান রক্ষার শপথ নিলেন ৪৬ বছরের এই বামপন্থী নেতা। আধুনিক স্পেনের ইতিহাসে এই ঘটনাও আগে ঘটেনি। রাহয়ের রক্ষণশীল পপুলার পার্টির বিরুদ্ধে ব্যাপক আর্থিক তছরুপের অভিযোগে ক্ষোভ জমছিল বহুদিন ধরেই। যার জেরে সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন স্যানচেজ়। গত ২ জুন সেই প্রস্তাবের পক্ষে ১৮০ জন ও বিপক্ষে ১৬৯ জন রায় দেন। আরও ছ'টি দলের সমর্থন নিয়ে ৬৩ বছরের রাহয়কে পরাজিত করে ক্ষমতায় আসেন তিনি। উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সালে একনায়ক ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কোর মৃত্যুতে সামরিক শাসন থেকে গণতন্ত্রের পথে ফেরে স্পেন।

- **রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার পরিষদ থেকে সরল আমেরিকা :**

ইউনেস্কোর পর রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার পরিষদ থেকেও সরে দাঁড়াল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। গত ১৯ জুন রাষ্ট্রপুঞ্জে আমেরিকার স্থায়ী প্রতিনিধি নিকি হ্যালি ও বিদেশ সচিব মাইক পম্পেও এই পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেন। আমেরিকার অভিযোগ রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার পরিষদ (ইউএনএইচআরসি) 'পক্ষপাতদুষ্ট'। মানবাধিকার পরিষদের হাই কমিশনার জাইদ রাদ আল-হুসেইন ওয়াশিংটনকে এই সিদ্ধান্ত রদের আহ্বান জানিয়েছেন। আমেরিকার এই সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের জন্য বড়ো ধাক্কা বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। যদিও ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতাইনয়াহু একটি টুইট বার্তায় এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন।

মানবাধিকার পরিষদের বিরুদ্ধে ইজরায়েলের প্রতি পক্ষপাতের অভিযোগ তুলেছে আমেরিকা। গত বছরই পরিষদ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিল ওয়াশিংটন। প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলের মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে এ বছরের পরিষদে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এতেই সম্মত নয় আমেরিকা। এর আগে একাধিক অভিযোগে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি ও ইরানের সঙ্গে স্বাক্ষরিত পারমাণবিক চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ায় ট্রাম্প প্রশাসন।

ওয়াশিংটনের অভিযোগ, মানবাধিকার পরিষদের তালিকায় এমন দেশও রয়েছে যারা নিজেরাই মানবাধিকার লঙ্ঘনে অভিযুক্ত। এই প্রসঙ্গেই ইজরায়েলের কথা তোলার চেষ্টা করে আমেরিকা। বেশ কয়েকবার চেষ্টা করলেও মার্কিন প্রচেষ্টা বিফল করে দেয় কিউবা, মিশর, রাশিয়া ও চিন। তাই পরিষদ থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয় ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। আমেরিকা জানিয়েছে, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে বারবার অনুরোধের পরও রাষ্ট্রপুঞ্জ সদস্য তালিকায় কোনওরকম সংস্কার করেনি। মানবাধিকার পরিষদের সদস্য তালিকায় সংস্কার নিয়ে নিউইয়র্ক ও জেনিভায় আমেরিকা ও রাষ্ট্রপুঞ্জ সদস্য দেশগুলির মধ্যে কয়েক মাসের আলোচনার পর এই পদক্ষেপ করেছে আমেরিকা।

- **এফএটিএফ-র ধূসর তালিকায় পাকিস্তান :**

পাকিস্তানের উপর চাপ বাড়াল 'ফাইন্যানশিয়াল অ্যাকশন ফাস্ক ফোর্স' (এফএটিএফ)। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আগেই অভিযোগ উঠেছিল, বছরভর যে বিপুল পরিমাণ অর্থসাহায্য পেয়ে থাকে ইসলামাবাদ, তার একটা বড়ো অংশ চলে যায় সন্ত্রাসবাদীদের হাতে। এফএটিএফ-র অভিযোগ, বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও বিষয়টিতে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে না পাকিস্তান। আর তাই ২৬ দফা অ্যাকশন প্ল্যান পেশ করা সত্ত্বেও পাকিস্তানকে 'গ্রে লিস্ট' বা ধূসর তালিকায় রেখেছে এফএটিএফ। গত ২৭ জুন রাতে প্যারিসে প্লেনারি অধিবেশনের শেষে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষক সংস্থাটি।

এফএটিএফ মূলত অর্থ তছরুপ, সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির হাতে অর্থ সরবরাহ রুখতে কাজ করে। 'ব্ল্যাক লিস্ট'-এ যাওয়া রুখতে এক দিন আগেই ২৬ দফা অ্যাকশন প্ল্যান পেশ করেছিল পাকিস্তান। তাতে জঙ্গি সংগঠনগুলোর হাতে কী ভাবে সাহায্যের অর্থ পৌঁছনো রোখা যায় (বিশেষ করে মুম্বই হামলার অন্যতম চক্রী হাফিজ সৈয়দের সংগঠন জামাত উদ দাওয়া), তা নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ছিল। কিন্তু তাতে পাকিস্তানের ধূসর তালিকায় যাওয়া আটকানো যায়নি। এবার আন্তর্জাতিক সংস্থার এই সিদ্ধান্তের সূত্র ধরে দিল্লি ইসলামাবাদের উপর চাপ বাড়িয়েছে। বিদেশ মন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত কথা রাখেনি পাকিস্তান। তাদের মাটি থেকে সন্ত্রাসবাদ পাচার হচ্ছে সরকারি অর্থে। এ'টি বন্ধ করার জন্য সময়সীমা ধার্য করে এ বার কড়া ব্যবস্থা নিক এফএটিএফ।

জাতীয়

✧ রক্তদান নিয়ে কিছু নতুন নীতি বেঁধে দিতে চলেছে কেন্দ্র। ড্রাগস টেকনিকাল অ্যাডভাইসরি বোর্ড সরকারকে রক্তদান নিয়ে ১০৩-টি নিয়ম বেঁধে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। তার মধ্যে মহিলাদের জন্য বলা হয়েছে যে, প্রসবের পরে অন্তত ১২ মাস, গর্ভপাতের পরে অন্তত ৬ মাস রক্ত দেওয়া যাবে না। স্তন্যদান ও ঋতু চলাকালীনও রক্ত না দেওয়া উচিত । ম্যালেরিয়া হলে ৩ মাস, অস্ত্রোপচার হলে ৬ মাস, ডেঙ্গি বা চিকুনগুনিয়া হলে ৬ মাস এবং জিকা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে ৪ মাস রক্ত দিতে নিষেধ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে নতুন প্রস্তাবে 'ব্লাড ব্যাঙ্ক' গুলিকে 'ব্লাড সেন্টারে' পরিণত করার কথাও বলা হয়েছে। সেখানে রক্ত সংগ্রহের পাশাপাশি তার প্রক্রিয়াকরণ, বন্টন এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থাও থাকবে।

✧ শুধু ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট বা নেট পাশ করলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানের সুযোগ মিলবে না। ২০২১-২২ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে পিএইচডি ডিগ্রি বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে বলে গত ১৩ জুন দিল্লিতে জানিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, কলেজে পড়ানোর ক্ষেত্রে অ্যাকাডেমিক পারফরম্যান্স ইন্ডিকেটরস বা এপিআই আর আবশ্যিক থাকছে না। এখন স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলে এবং নেট পাশ করলে অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সঙ্গে পি এইচ ডি থাকলে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকপদে

আবেদন করা যায়। তবে জাভড়েকর জানিয়ে দিয়েছেন, নতুন নিয়োগের পরেই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরদের ইন্ডাকশন প্রোগ্রামে যোগ দিতে হবে।

- **রেলের নয়া উদ্যোগ :**

ই-টিকিটের ওয়েবসাইটকে পুরোদস্তুর ঢেলে সাজাল আইআরসিটিসি। নতুন ওয়েবসাইটের ঠিকানা- irctc.in/nget/train-search। গত ১৪ জুন থেকে আইআরসিটিসি টিকিট বুকিংয়ের জন্য ওই নতুন ওয়েবসাইট চালু করেছে। আইআরসিটিসির তরফে জানানো হয়েছে, এ বার টিকিট বুকিংয়ের জন্য চালু ওয়েবসাইট 'irctc.co.in' খুললেই তা ওই নতুন ওয়েবসাইটে চলে যাবে। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য চালু হওয়া এই ওয়েবসাইটে নতুন সফটওয়্যার সহ রয়েছে বেশ কয়েকটি নতুন ফিচার।

ওয়েটিং লিস্টে থাকা রেলযাত্রীদের টিকিট 'কনফার্মড' হওয়ার সম্ভাবনা শতাংশের হিসেবে কতটা, নতুন সফটওয়্যার তাও জানিয়ে দিতে পারবে। শুধু তাই নয়, কোন ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টে কত নম্বরে থাকলে যাত্রীরা সেই ট্রেনে পরে সংরক্ষিত আসন পেয়েছেন, তার গত দু'বছরের রেকর্ডও জানিয়ে দেবে ওই ওয়েবসাইসট। নতুন ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ট্রেনের বিভিন্ন ধাপের ভাড়া কোন শ্রেণিতে কত, তারও খুঁটিনাটি জানা যাবে। সপ্তাহের কোন কোন দিনে সেই ট্রেন কোন স্টেশন থেকে পাওয়া যাবে, তাও জানা যাবে ওই ওয়েবসাইটে। নতুন ওয়েবসাইটের পরীক্ষামূলক 'বিটা ভার্সন' আইআরসিটিসি চালু করেছিল গত ২৮মে।

অন্যদিকে, ওজন নিয়ে এবার দু'ভাবে কড়া হচ্ছে রেল। এক, যাত্রীর মালপত্রের ওজন। দুই, ট্রেনে বিক্রি করা খাবারের ওজন বরাদ্দের চেয়ে ৩৮ টাকা বেশি খরচ করে রেলের মিলে এখন যে খাবার দেওয়া হয়, তার চেয়ে ওজনে অন্তত ১৫০ গ্রাম কমছে প্রতি প্লেট। আর মালপত্রের ক্ষেত্রে, বুক না করে নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশি মালপত্র নিয়ে এখনকার চেয়ে অনেক বেশি জরিমানা দিতে হবে এবার থেকে। দূরপাল্লার ট্রেনে অতিরিক্ত মালপত্রের বোঝা কমাতেই এই ব্যবস্থা যাত্রী পিছু বর্তমানে স্লিপার ক্লাসে ৪০ কেজি ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৩৫ কেজি মালপত্র নেওয়া যায়। তার বেশি নিতে হলে তা বুক করতে হয়। তার জন্য মাসুলের নির্দিষ্ট হার রয়েছে। বুক না করে ছাড়ের চেয়ে বেশি মাল নিলে বাড়তি ওজনের জন্য ওই মাসুলের দেড় গুণ জরিমানা দেওয়া হ'ত এত দিন। এ বার নেওয়া হবে পণ্য মাসুলের ছ'গুণ।

- **রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্টে কাশ্মীরী শিশুদের সঙ্কটের প্রসঙ্গ :**

জম্মু-কাশ্মীরে ভারতের নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করার জন্য পাকিস্তানের দু'টি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন জৈশ-ই-মহম্মদ ও মুজাহিদিন গত বছর ঢালাও ভাবে শিশুদের নিয়োগ করেছিল। আর সেই শিশুদের নামিয়েছিল লড়াইয়ের ময়দানে। রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্টে এ কথা জানানো হয়েছে। রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে গত ২৮ জুন। রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি-জেনারেল আন্তোনিও গুয়োতেরেসের ওই বার্ষিক রিপোর্টে জানানো হয়েছে, গত বছরের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে গোটা বিশ্বে যুদ্ধ বা সংঘর্ষে মৃত বা জখম শিশুর সংখ্যা অন্তত ১০ হাজার। আর লড়াইয়ের ময়দানে ব্যবহার করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে ৮ হাজার শিশু।

যুদ্ধ বা সংঘর্ষে টালমাটাল ২০-টি দেশকে নিয়ে ওই বার্ষিক রিপোর্ট দিয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জ। যার মধ্যে ভারত, ফিলিপিন্স, নাইজেরিয়া ছাড়াও রয়েছে যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়া, আফগানিস্তান ও ইয়েমেন। ভারতের পরিস্থিতি নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি- জেনারেল গুয়োতেরেস বলেছেন যে নিরাপত্তা বাহিনী ও সশস্ত্র সংগঠনগুলির মধ্যে লাগাতার সংঘর্ষে শিশুরা এখনও শিকার হয়ে চলেছে বিশেষ করে, জম্মু-কাশ্মীর, ছত্তীসগড় ও ঝাড়খণ্ডের মতো রাজ্যগুলিতে। ছত্তীসগড় ও ঝাড়খণ্ডে রণক্ষেত্রে শিশুদের ব্যবহার করছে মাওবাদীরা। শিশুদের নিয়োগ করতে তারা ঝাড়খণ্ডে লটারি চালু করেছে। রিপোর্টের বক্তব্য, লাগাতার হিংসা, সংঘর্ষের ফলে ঝাড়খণ্ডে যেমন বহু স্কুল দীর্ঘ দিন বন্ধ রাখতে হয়েছে, তেমনই জম্মু-কাশ্মীরে রজৌরি ও পুঞ্চ সেক্টরে দীর্ঘ দিন বন্ধ রাখতে হয়েছে প্রায় ১৫০-টি স্কুল।

গুয়োতেরেস এও জানিয়েছেন, ভারতের নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ব্যবহার করার জন্য জম্মু-কাশ্মীরে ঢালাও ভাবে শিশুদের নিয়োগ করেছে মুজাহিদিন ও জৈশ-ই-মহম্মদের মতো সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি। যা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী। সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি একই ভাবে শিশুদের ব্যবহার করে চলেছে পাকিস্তানেও। গত জানুয়ারিতে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন তেহরিক-ই-তালিবানের প্রকাশ করা একটি ভিডিয়োর দেখানো হয়েছে, আত্মঘাতী জঙ্গি হয়ে ওঠার জন্য তারা কী ভাবে শিশুদের তালিম দিচ্ছে। কী ভাবে তালিম দিচ্ছে এমনকী, শিশুকন্যাদেরও। রাষ্ট্রপুঞ্জের ওই রিপোর্টে গত ফেব্রুয়ারিতে সিন্ধু প্রদেশের সেওহানের একটি সংঘর্ষের উল্লেখ করা হয়েছে। যে ঘটনায় ২০-টি শিশু-সহ ৭৫ জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়।

- **প্যান-আধার লিঙ্ক করার সময়সীমা বাড়ল :**

প্যানের সঙ্গে আধার লিঙ্ক করার সময়সীমা আরও একবার বাড়াল কেন্দ্র। এবার আগামী বছরের ৩১ মার্চের মধ্যে প্যানের সঙ্গে আধার লিঙ্ক করা বাধ্যতামূলক করল কেন্দ্র। পূর্বের নির্দেশিকা অনুযায়ী, ৩০ জুন রাতেই প্যান-আধার লিঙ্ক করার সময়সীমা শেষ হওয়ার কথা ছিল। চলতি বছরে ৩০ জুনের মধ্যে আয়কর রিটার্নও জমা করা বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু এখনও অনেকেরই প্যানের সঙ্গে আধার লিঙ্ক করা নেই। সে ক্ষেত্রে আয়কর রিটার্নে সমস্যায় পড়তে হ'ত তাদের কেন্দ্র জানিয়েছে, সেই অসুবিধার কথা ভেবেই আয়কর রিটার্নের সময়সীমা শেষ হওয়ার কিছু আগে আয়কর দপ্তরের নীতি নির্ধারণ বিভাগ আয়কর আইনের ১১৯ ধারা অনুযায়ী নির্দেশিকা বার করে জানিয়ে দেয়, এই লিঙ্কের সময়সীমা আরও কিছুটা বাড়ানো হল। ২০১৯ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে আধার-প্যান লিঙ্ক করতেই হবে।

- **বৃহত্তম জলসেচ প্রকল্প :**

তেলেঙ্গানায় নির্মীয়মাণ কালেশ্বরণ সেচ প্রকল্প। ভারত তথা বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো জলসেচ প্রকল্প। গোদাবরী এই রাজ্যে বইছে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০০ মিটার উচ্চতায়। অথচ, তেলঙ্গানার ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান হল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩০০-৬৫০ মিটার উঁচুতে। যে কারণে তেলেঙ্গানার বিস্তীর্ণ এলাকা বরাবরই রুখা-শুখা। এই ছবি পালটাতে এই জলসেচ প্রকল্পে হাত দিয়েছে সবে জন্ম নেওয়া এই রাজ্যের সরকার। গোটা প্রকল্পটি

ভাগ করা হয় আটটি প্যাকেজে। অষ্টম প্যাকেজটিই বিশ্বের বৃহত্তম জলসেচ পাম্প প্রকল্প। গোদাবরীর লাগোয়া মেডিগাড্ডা জলাধার থেকে দীর্ঘ সুড়ঙ্গ দিয়ে জল এসে জমা হবে এখানে।

নির্মাণ সংস্থার অধিকর্তার মতে এই প্রকল্প শুরু হলে গাড়ি চলাচলের সুড়ঙ্গ দিয়ে আসা জলে ৩৩০ মিটার গভীর অংশটি ডুবে গিয়ে পরিণত হবে জলাধারে। ১৩৯ মেগাওয়াটের পাম্প বসিয়েছে ভারত ইলেকট্রনিক্স; যা দিনে ২০ লক্ষ কিউবিক ফুট জলের জোগান দেবে আন্নারাম ও সান্ডিলা জলাধারে। এর পর অভিকর্ষজ টানকে ব্যবহার করে ৩৩০ কিলোমিটার সুড়ঙ্গ, ১৮৩২ কিলোমিটার লম্বা খাল ও সবশেষে পাইপের এক জটিল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জল পৌঁছবে চাষের খেতে। সিঞ্চিত হবে ১৩-টি জেলার মোট ৩০ হেক্টর জমি। উপকৃত হবেন ১০ লক্ষেরও বেশি কৃষক। জমি হবে দো-ফসলি। জলের অভাব ঘুচবে হায়দরাবাদ-সেকেন্দ্রাবাদে। রাজ্যের সেচমন্ত্রী টি হরিশ রাওয়ের কথায় এই প্রকল্পে মেডিগাড্ডা জলাধারকে কেন্দ্র করে অন্তত পাঁচশো কিলোমিটার পরিধিতে জল সমস্যা মিটবে।

পশ্চিমবঙ্গ

✧ দেশের পিছিয়ে পড়া জেলাগুলির উন্নয়নের লক্ষ্যে নীতি আয়োগের প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ যোগ দিল না। সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন মাপকাঠিতে দেশের সব থেকে পিছিয়ে পড়া ১১৭-টি জেলার উন্নয়নে বাড়তি জোর দেওয়ার জন্য "অভিকাঙ্ক্ষী জেলা" চিহ্নিত করেছে নীতি আয়োগ। তাতে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি জেলা থাকলেও রাজ্য এই প্রকল্পে অংশই নেয়নি। বাকি জেলাগুলিতে কতখানি কাজ হয়েছে, গত ৩০ জুন তার রিপোর্ট প্রকাশ করেন নীতি আয়োগের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক অমিতাভ কান্ত।

✧ হজযাত্রীদের সাহায্য করতে 'হজ সাথী' অ্যাপ আনল রাজ্য। গত ৯ জুন কলকাতার পার্ক সার্কাস অঞ্চলে অবস্থিত হজ হাউসে অ্যাপটির উদ্বোধন করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এ বছর রাজ্য থেকে মক্কায় হজে যাচ্ছেন ১২,৪০০ জন। গত বছর এই সংখ্যা ছিল সাড়ে দশ হাজার। রাজ্য হজ কমিটি সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গ ঝাড়খণ্ড, বিহার, মণিপুর, ত্রিপুরা ও অসমের বাসিন্দারাও এবার কলকাতা বিমানবন্দর থেকে মক্কায় যাচ্ছেন। এই অ্যাপ সারা বছর চালু থাকবে। জানা যাবে যাবতীয় তথ্য। হজ ছাড়াও বছরের যে কোনও সময় উমরাহ করার প্রক্রিয়া অ্যাপ-এর মাধ্যমেই জানা যাবে। ফলে হজে যাওয়ার জন্য জেলার মানুষকে বারবার কলকাতায় আসতে হবে না বলে জানান মন্ত্রী। প্রসঙ্গত, এই প্রথম রাজারহাটের হজ হাউসে হজযাত্রীদের যাবতীয় সামগ্রীর পরীক্ষা (চেক-ইন) করা হবে।

✧ ডিমড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পেল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স (আইএসিএস)। প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা শান্তনু ভট্টাচার্য জানান, কেন্দ্রীয় সরকার 'ডি-নোভো' শ্রেণিতে তাদের প্রতিষ্ঠানকে ডিমড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি দিয়েছে। আগস্ট থেকেই নতুন যাত্রা শুরু করবে ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। এখানে বসেই নোবেলজয়ী সি ভি রমনের মতো বিজ্ঞানী গবেষণা করেছেন। ডিমড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পেয়ে পঠনপাঠনের সঙ্গে বিভিন্ন নয়া ক্ষেত্রে গবেষণার উপরেও গুরুত্ব দেবে এই প্রতিষ্ঠান। এখানে ফিজিক্যাল সায়েন্স, কেমিক্যাল সায়েন্স, মেটিরিয়াল সায়েন্স, ম্যাথেমেটিক্স-কম্পিউটেশনাল অ্যান্ড ডেটা সায়েন্স, বায়োলজিক্যাল সায়েন্স, অ্যাপ্লায়েড অ্যান্ড ইন্টার-ডিসিপ্লিনারি সায়েন্স—এই ছ'টি বিভাগ থাকবে। অধিকর্তা জানান, এখানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে একসঙ্গে পড়ার সুযোগ মিলবে। একসঙ্গে স্নাতকোত্তর-পিএইচডি করারও সুযোগ থাকবে।

✧ মাধ্যমিক পর্যন্ত এখন প্র্যাক্টিক্যাল বা হাতে-কলমে পরীক্ষার কোনও ব্যবস্থা নেই। এবার ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই কার্যত প্র্যাক্টিকাল চালু করে দেওয়ার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। মুখস্থ বিদ্যার বদলে ছাত্রছাত্রীদের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে স্কুলে অভিনব উপায়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ২০-টি স্কুলকে। আগামী আগস্টে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে ক্লাসের দ্বিতীয় সামেটিভ পরীক্ষায় এই পদ্ধতি চালু করা হচ্ছে। পুথিগত বিদ্যার গণ্ডি পার করে পড়ুয়াদের বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। নতুন পদ্ধতিতে পরীক্ষার জন্য বিষয় হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে ভৌতবিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান ও ভূগোলকে।

• **রাজ্য মন্ত্রিসভায় রদবদল :**

উল্লেখযোগ্য রদবদল হল রাজ্য মন্ত্রিসভায়। সাত জন মন্ত্রীর দফতর বদলেছে। ২০১৬ দ্বিতীয় বারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার গঠনের পর এটিই মন্ত্রিসভার সব চেয়ে বড়ো অদলবদল। পঞ্চায়েত-গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে জনস্বাস্থ্য দপ্তরের বদলে জলসম্পদ-ক্ষুদ্র সেচের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের দায়িত্ব কিঞ্চিৎ কমিয়ে তার হাত থেকে পরিবেশ দফতর নিয়ে দেওয়া হয়েছে পরিবহণ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে; এখনও তিনি রয়েছেন দমকল ও আবাসনের দায়িত্বে। দায়িত্ব বেড়েছে শ্রম, আইন ও বিচার মন্ত্রী মলয় ঘটকের। তার হাতেই মুখ্যমন্ত্রী গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের ভার দিয়েছেন। রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে সেচ দফতরের বদলে অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দফতর দেওয়া হয়েছে। আদিবাসী উন্নয়ন দফতর মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতেই রেখেছেন। প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

• **মাদ্রাসার পরীক্ষায় সংখ্যায় চমক মেয়েদের :**

সিবিএসই দশম ও দ্বাদশ দুই পরীক্ষাতেই চমকে দিয়েছেন মেয়েরা। দু'টি ক্ষেত্রে প্রথম স্থানাধিকারী মোট পাঁচ জনের মধ্যে চার জনই মেয়ে। পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসা পরীক্ষাতেও অন্তত দু'টি স্তরে মেয়েরা তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। নম্বর নয়, পড়াশোনা করার ইচ্ছায়। পরীক্ষার্থীর সংখ্যায় ছেলেদের টপকে যাওয়ায়। গত পয়লা জুন হাইমাদ্রাসা (দশম), আলিম (দশম) এবং ফাজিল (দ্বাদশ) পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরে রাজ্য মাদ্রাসা

পর্ষদ জানায়, গত বছরের তুলনায় এই তিন পরীক্ষাতেই পাশের হার বেড়েছে। তার থেকেও চমকপ্রদ তথ্য হল, হাইমাদ্রাসা এবং আলিমে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীরা সংখ্যায় বেশি।

মাদ্রাসা পর্ষদের সভাপতি আবু তাহের কামরুদ্দিন জানান, এ বার হাইমাদ্রাসায় পাশের হার ৮২.০৪%। আলিম পরীক্ষায় সেটা ৮২.৬৭%। ফাজিলে পাশের হার ৮৬.৮৮%। তিনটি ক্ষেত্রেই এই হার গত বছরের থেকে বেশি। তিন পরীক্ষায় এ বার মোট পরীক্ষার্থী ছিলেন ৬৪ হাজার ৯৭৪। তাদের মধ্যে ছাত্র ২১ হাজার ৭৩৪ জন। ছাত্রীর সংখ্যা ৪৩ হাজার ২৪০। তিন পরীক্ষাতেই পাশের হারে ছাত্রেরা এগিয়ে। তবে হাইমাদ্রাসা ও আলিমে ছাত্রীরা বেশি সংখ্যায় পরীক্ষায় বসে চমকে দিয়েছে।

- **রাজ্যের আয়-ব্যয়ের প্রাথমিক ফলাফল :**

ঋণ, ঋণের সুদ এবং অন্যান্য দায় মিলিয়ে গত আর্থিক বছরে রাজ্যের ঘাড়ে ৫০ হাজার কোটির বোঝা। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে রাজ্যের আয়-ব্যয়ের প্রাথমিক ফলাফল প্রকাশ করেছে কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি)। হিসেব নিরীক্ষণের পরে চূড়ান্ত হিসেব সিএজি রাজ্য বিধানসভায় পেশ করে থাকে। আপাতত প্রাথমিক রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, রাজস্ব ঘাটতি, আর্থিক ঘাটতি এবং সার্বিক আর্থিক দায় নিয়ে রাজ্য যে লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছিল, আর্থিক বছর শেষে তা অধরাই থেকে গিয়েছে। সিএজি-র প্রকাশিত আয়-ব্যয়ের হিসেব বলছে, ২০১৭-১৮ সালে বাজেটে সরকার ঋণ এবং অন্যান্য আর্থিক দায় মিলিয়ে হিসেব কষেছিল ১৯ হাজার ৩৫১ কোটি টাকা। বছর শেষে তা দাঁড়িয়েছে ৫০ হাজার ৮৫০ কোটিতে। এই বোঝার সিংহভাগ বাজার থেকে নেওয়া ঋণ এবং তার সুদ বাবদ হয়েছে। ২০১৭-১৮-তে বাজার থেকে নেওয়া ধারের পরিমাণ ৩৮ হাজার কোটি। পাশাপাশি সরকারি কর্মীদের জিপিএফের দায়ও এর মধ্যেই ধরা রয়েছে।

সিএজি বলছে, বিশাল অঙ্কের এই আর্থিক দায় শুধু নয়, খরচে রাশ টানতে না পারায় বেড়েছে রাজস্ব ঘাটতি। ২০১৭-১৮ সালে বাজেটে মাত্র ৩ লাখ টাকা ঘাটতির দাবি করা হলেও বছর শেষে তা দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ৯০৬ কোটিতে। বেড়েছে ফিসক্যাল ডেফিসিট বা রাজকোষ ঘাটতিও। যে ঘাটতি ১৯ হাজার কোটিতে ধরে রাখা যাবে বলে অর্থ দফতর ভেবেছিল, তা বছরশেষে ৩০ হাজার ২০৫ কোটি হয়েছে বলে জানিয়েছে সিএজি। আর্থিক শৃঙ্খলার অন্যতম শর্তই হল, আয় বাড়ানো এবং খরচ কমানো। রাজ্যের আয় গত কয়েক বছরে টানা বাড়লেও খরচ কমানো যায়নি। তা লাফিয়ে বেড়েছে। সিএজি-র হিসেব অনুযায়ী, গত কয়েক বছর ধরেই বাজেট প্রস্তাবের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে রাজ্য।

- **নতুন সাঁতরাগাছি-চেন্নাই অন্ত্যোদয় এক্সপ্রেস :**

হাওড়া এবং কেরলের এর্নাকুলামের মধ্যে অন্ত্যোদয় এক্সপ্রেস চালু হয় গত বছরের মার্চে। মাত্র ১৪-১৫ মাসের মধ্যে সেই ট্রেনের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে এ বার সাঁতরাগাছি ও চেন্নাই সেন্ট্রালের মধ্যে নতুন একটি অন্ত্যোদয় এক্সপ্রেস চালু করতে চলেছে দক্ষিণ-পূর্ব রেল। জীবিকা, চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কম খরচে দক্ষিণের বিভিন্ন রাজ্যে যাতায়াত বাড়ছে। চাহিদা মেটাতে সাঁতরাগাছি থেকে চেন্নাই পর্যন্ত নতুন অন্ত্যোদয় এক্সপ্রেস চালানো হচ্ছে। এলএইচবি (লিঙ্ক হফম্যান বুশ) কোচের ওই ট্রেন মাত্র ২৮ ঘন্টায় সাঁতরাগাছি থেকে চেন্নাইয়ে পৌঁছবে।

রেল সূত্রের খবর বছর তিনেক আগে দূরপাল্লার ট্রেনে যাত্রীদের আন্তঃরাজ্য যাতায়াতের প্রবণতার উপরে ভিত্তি করে কয়েকটি বিশেষ পথ চিহ্নিত করেছিল রেল বোর্ড। তখনই পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশার মতো রাজ্য থেকে যাত্রীদের দক্ষিণ ভারতে যাওয়ার প্রবণতা চোখে পড়ছিল। রেলের এক কর্তা জানান, হাওড়া-এর্নাকুলাম সাপ্তাহিক এক্সপ্রেসে শুধু হাওড়া থেকেই মাসে গড়ে আট হাজার যাত্রী যাতায়াত করেন। হাওড়া থেকেই গড়ে ৪০ লক্ষ টাকার টিকিট বিক্রি হয়। অন্ত্যোদয় এক্সপ্রেসের সব কামরা অসংরক্ষিত হলেও স্বাচ্ছন্দ্যের মান প্রায় সংরক্ষিত কামরার মতোই আরামদায়ক আসন, জৈব শৌচালয়-সব সুবিধাই থাকে।

- **বিশ্বভারতীতে যোগ-গ্রাম :**

'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস'-এর (২১ জুন) আগে বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব মেনে 'যোগ-কুঠি'র জন্য পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ করল কেন্দ্রীয় সরকার। বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সবুজকলি সেন বলেন সে ধাপে ধাপে যোগ-গ্রাম তৈরি হবে। কেন্দ্রের অনুমোদিত এগারো কোটি টাকার মধ্যে প্রথম ধাপের টাকা এসেছে। দ্রুত কাজ শুরু হবে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের খবর, আপাতত 'যোগ-কুঠি' তৈরি হবে। বিনয়ভবনের আমবাগানে কাচের জানলা দেওয়া 'আসন-কুঠি', 'প্রাণায়াম-কুঠি' গড়া হবে। থাকবে বিষয়ভিত্তিক প্রাচীন বই। কুঠির সামনে 'ভেষজ উদ্যান' হবে। পরে দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ হাসপাতালকে যুক্ত করে 'যোগ-গ্রাম' হবে। হাসপাতালে শুধু আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি, ইউনানি এবং যোগের মাধ্যমে চিকিৎসা হবে। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের আশা, পড়ুয়া পর্যটকদের তা আকৃষ্ট করবে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধ্যান, উপাসনায় জোর দিয়েছিলেন। ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে দায়িত্ব নিয়ে যোগকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। নানা আসন শেখানো হ'ত, পরে ১৯৫৫ সালে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের উদ্যোগে ফের জোর দেওয়া হয় যোগাভ্যাসে। ১৯৯৮ সালে শারীরশিক্ষা বিভাগ চালু হলে যোগ-শিক্ষা গুরুত্ব পায় বিশ্বভারতীতে। ২০১৩ সালে সবুজকলি সেন 'উদ্ভাবনী শিক্ষা ও গ্রামীণ পুর্নগঠন দফতর'-এর ডিরেক্টর হন। মূলত তার চেষ্টায় ২০১৭ সালে চালু হয় 'যোগিক আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স বিভাগ'।

- **আরও ৫০ গ্রামের দায়িত্ব নেবে বিশ্বভারতী :**

আচার্য তথা দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে নতুন করে ৫০-টি গ্রাম অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। এই নিয়ে অধিগৃহীত গ্রামের সংখ্যা হবে ১০০। গত ২৫ মে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মোদীর বক্তব্যে উঠে এসেছিল গ্রাম পুর্নগঠনে কবিগুরুর দর্শনের কথা। তার পরেই বিশ্বভারতীয় অধীনে থাকা ৫০-টি গ্রামের কাজ নিয়ে যেমন প্রশংসা করেছিলেন, তেমনই প্রতিষ্ঠানের শতবর্ষ পূর্তির আগে গ্রামের সংখ্যাও বাড়ানোর আহ্বান জানান। এই আহ্বানে অনুপ্রাণিত হয়েই আরও ৫০-টি গ্রাম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন কর্তৃপক্ষ।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন। কবির বহু দিনের স্বপ্নলালিত পল্লি-পুর্নগঠনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে ১৯২২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কুঠিবাড়িতে শুরু হয়েছিল ইনস্টিটিউট অব রুরাল রিকনস্ট্রাকশনের কাজ, নাম পায় শ্রীনিকেতন। শান্তিনিকেতন থেকে মাইল দুয়েক দূরে শ্রীনিকেতনেই প্রাণ পেতে থাকে রবীন্দ্রনাথের গ্রামীণ ভাবনা। সেই সময় পার্শ্ববর্তী ছ'টি গ্রামকে নিয়ে কাজ শুরু হয়েছিল। ক্রমে সেই সংখ্যাই হয়েছে ৫০-টি। বিশ্বভারতীর জীবনব্যাপী শিক্ষা ও সম্প্রসারণ বিভাগ বর্তমানে বোলপুর-শ্রীনিকেতন ব্লক ও ইলামবাজার ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মোট ৫০-টি গ্রাম নিয়ে কাজ করছে। গ্রামের সার্বিক উন্নয়নে তারা ইতোমধ্যেই রাইপুর, বিনুরিয়া, ইসলামপুর, পারুলডাঙা, বল্লভপুর, খোসকদমপুর, গোয়ালপাড়া সহ ৫০-টি গ্রাম নিয়ে কাজ করছে। সার্বিক উন্নয়নের জন্য গঠন করা হয়েছে ৪০-টি গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা, ১২-টি মহিলা সমিতি, ৩৬-টি গ্রামীণ পাঠাগার। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময় আলোচনা সভা, উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মানুষদের সচেতন করার কাজ সব সময় চলছে। সুবিধার জন্য কয়েক'টি গ্রাম নিয়ে ক্লাস্টার অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে।

- **নার্সদের অবসরের বয়ঃসীমা ৬২ :**

শুধু ডাক্তার নয়, রাজ্য জুড়ে নার্সেরও অভাব খুব। কিন্তু নিয়োগে সময় লাগবে অনেক। যোগ্য প্রার্থীও পর্যাপ্ত নয়। এই অবস্থায় সরকারি হাসপাতালে নার্স-ঘাটতি মেটাতে কর্মরত নার্সদের অবসরের বয়ঃসীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৯ জুন নবান্নে ঘোষণা করেন, সরকারি হাসপাতালে কর্মরত নার্সদের অবসরের বয়স ৬০ থেকে বাড়িয়ে ৬২ বছর করা হয়েছে। নার্সের অভাবের পরিপ্রেক্ষিতে চুক্তির ভিত্তিতে সেবিকা নিয়োগের বন্দোবস্ত হয়েছিল বেশ কিছু দিন আগে। চুক্তিতে নার্স নিয়োগের ক্ষেত্রেও বয়সে ঊর্ধ্বসীমা ৩৯ থেকে বাড়িয়ে ৪৫ বছর করেছে রাজ্য সরকার। চিকিৎসকের ঘাটতি মেটাতে যে-পদ্ধতি অবলম্বণ করা হয়েছিল, নার্সদের ক্ষেত্রে সেই পথেই হাঁটছে সরকার। বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত চিকিৎসক নেই। চিকিৎসকদের অবসরের বয়স তাই ৬০ থেকে ৬২ এবং চিকিৎসক-শিক্ষকদের অবসরের বয়স ৬৫ বছর করা হয়েছে।

- **সহায়ক মূল্যে পাট কিনতে আরও কেন্দ্র :**

প্রান্তিক অঞ্চলের চাষিরাও যাতে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কাঁচা পাট বেচতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে চায় পাট নিগম (জুট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া)। তাই এই অর্থবর্ষে সমবায় সংগঠন বা স্বনির্ভর গোষ্ঠী মারফত বাড়তি ৬২-টি কেন্দ্র খুলবে তারা। প্রত্যন্ত অথচ ভাল চাষ হয়েছে, এমন অঞ্চল উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে চিহ্নিতও হয়েছে। নিগম চেয়ারম্যান কে ভি আর মূর্তি এ কথা জানিয়ে বলেন, এ জন্য আগ্রহপত্র চাওয়া হয়েছে সমবায় সংগঠনগুলির কাছে। তিনি জানান, নিগমের ১৪১-টি কেন্দ্রে পয়লা জুলাই থেকে পাট কেনা শুরু করার কথা। কুইন্টাল প্রতি ৩,৭০০ টাকায়। মধ্যসত্ত্বভোগীদের ঠেকাতে এ বছর চালু হচ্ছে পাসবইও। ব্যাঙ্কের বিশদ তথ্য দিয়ে চাষিরা নিগমের খাতায় নাম নথিভুক্ত করলে পাসবইয়ের মাধ্যমে পাট বিক্রির টাকা সরাসরি তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে যাবে।

অর্থনীতি

- ✧ তিরিশ লক্ষ টন চিনির মজুত ভাণ্ডার গড়ে চাষিদের আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে গত ৬ জুন প্রায় ৮,৫০০ কোটি টাকার ত্রাণ প্রকল্পে সায় দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। সেই সঙ্গে চিনিকলগুলির জন্য এই প্রথম কেজি প্রতি ২৯ টাকায় বেঁধে দেওয়া হয়েছে চিনির ন্যূনতম বিক্রয়মূল্যও। আখ চাষিদের ত্রাণে তাদের বকেয়া মেটানো, চিনিকলের ক্ষতি কমানো, বাড়তি ইথানল উৎপাদনের সিদ্ধান্তও হয়েছে।
- ✧ সৌদি তেল বহুজাতিক অ্যারামকোর পরে ভারতে পা রাখতে প্রাথমিক চুক্তি সই করল পশ্চিম এশিয়ার আর এক তেল দৈত্য। আবু ধাবি ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানি (এডিএনওসি)। মহারাষ্ট্রের রত্নগিরিতে প্রস্তাবিত শোধনাগার ও পেট্রোকেম প্রকল্পে টাকা ঢালবে তারা। তেলের বিপুল চাহিদার বাজার ভারত যে তাদের পাখির চোখ, সে কথা আগেই স্পষ্ট করেছে সৌদি অ্যারামকো। রত্নগিরি প্রকল্পে ৫০ শতাংশ অংশীদারি নিতে প্রাথমিক চুক্তিও সই করেছে। তখনই বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এই তেল বহুজাতিকটি জানিয়েছিল, নিজেদের শেয়ারের কিছুটা অংশ অন্য কয়েকটি সংস্থাকে দিতে পারে তারা। সেই সূত্রেই এডিএনওসি-র এই চুক্তি।
- ✧ চিনকে অনেক পিছনে ফেলে দ্রুততম বৃদ্ধির দেশের তকমা ফের ছিনিয়ে নিল ভারত। গত অর্থবর্ষের শেষ ত্রৈমাসিকে (জানুয়ারি-মার্চ) বৃদ্ধির হার পৌঁছল ৭.৭ শতাংশে। চোখে পড়ার মতো উন্নতি কৃষি (৪.৫%), কল-কারখানায় উৎপাদন (৯.১%) ও নির্মাণ শিল্পে (১১.৫%)। চতুর্থ ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধির নিরিখে ভারত চিনকে (৬.৮%) পিছনে ফেলে দিয়েছে।

- **বিরক্তির কল বন্ধে ট্রাই আরও কড়া :**

বিরক্তিকর কলে অতিষ্ঠ মানুষকে স্বস্তি দিতে সম্প্রতি টেলি সংস্থাগুলিকে মাসে সর্বোচ্চ ৭৬ লক্ষ টাকা জরিমানার প্রস্তাব এনেছে ট্রাই। সুপারিশ করেছে গ্রাহকের হাতে আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়ার। এবার আরও কড়া হতে টেলি নিয়ন্ত্রকের প্রস্তাব, দেশে সংযোগ রয়েছে এমন সমস্ত ফোনে 'ডু নট ডিস্টার্ব' (ডিএনডি)-এর মতো অ্যাপ ব্যবহারের সুযোগ থাকতে হবে। এ জন্য প্রতিটি সংস্থাকে অ্যাপটি থেকে ফোনের কল লগ এবং এসএমএসে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে অবাঞ্ছিত কল বা এসএমএসের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা যায়। ট্রাইয়ের যুক্তি, ডিএনডি-র মতো অ্যাপ ব্যবহারের সুযোগ দিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রয়োজনীয় জায়গায় পৌঁছতে সায় না দিলে তা কাজেই লাগবে না। কারণ অভিযোগ জানাতে হলে বিরক্তিকর কল করেছে এমন ফোন নম্বর বা এসএমএস, সেগুলির দিনক্ষণ, সময় ও উদ্দেশ্যও জানাতে হয়। কল লগ বা এসএমএসে পৌঁছনো না গেলে যা সম্ভব নয়।

- **সুদের হার বৃদ্ধি :**

২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসের পর, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চার বছর পরে সুদ বাড়াল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। গত ৬ জুন রেপো রেট (বাণিজ্যিক

ব্যাঙ্কগুলি স্বল্প মেয়াদে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে যে সুদে ধার নেয়) ২৫ বেসিস পয়েন্ট বেড়ে হল ৬.২৫% । একই পরিমাণ বেড়ে ৬% হল রিভার্স রেপো রেটও (বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে স্বল্প মেয়াদে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে সুদে ধার নেয়)। শীর্ষ ব্যাঙ্কের অন্যান্য ঘোষণার মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

- ছোট মাঝারি শিল্পকে স্বস্তি দিতে তাদের জন্য অনুৎপাদক সম্পদের সংজ্ঞা শিথিল।
- মেট্রো শহরে অগ্রাধিকারের তালিকায় থাকা কম দামি আবাসনে গৃহ ঋণের সীমা ২৮ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে ৩৫ লক্ষ। অন্যত্র ২৫ লক্ষ।
- অনাদায়ী ঋণের সমস্যায় রাশ টানতে প্রত্যেক ঋণ গ্রহীতার জন্য 'পাবলিক ক্রেডিট রেজিস্ট্রি'।
- আগামী দিনে হয়তো স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্কের তকমা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের গায়ে।

- **রুগ্‌ণ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বন্ধ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত :**

নির্দিষ্ট সময়ের মধে যাতে রুগ্‌ণ কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থাগুলির ঝাঁপ বন্ধ করা সম্ভব হয়, সে জন্য গত ৬ জুন প্রয়োজনীয় নীতি বদলে অনুমতি দিল মন্ত্রিসভা। ওই সব সংস্থার স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি যাতে দ্রুত বিক্রি করা যায়, তা-ও নিশ্চিত করতে চেয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা জানিয়েছে, গত ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে রুগ্‌ণ কেন্দ্রীয় সংস্থা বন্ধের যে নিয়ম আনা হয়েছিল, এদিনের নীতি পরিবর্তনের হাত ধরে সেটি বাতিল হয়ে যাচ্ছে। এ দিনের সিদ্ধান্ত :

- রুগ্‌ণ সংস্থাগুলি বন্ধ করার প্রতিটি প্রক্রিয়া যাযে সময় মেনে হয়, তা নিশ্চিত করা হবে। সেই নিয়ম অনুসারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক বা দপ্তর বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেবে।
- ওই সব সংস্থার কর্মীদের স্বেচ্ছাবসর প্রকল্পের আওতায় আনা হবে।
- ২০০৭ সালের বেতন কাঠামো অনুসারে কর্মীদের স্বেচ্ছাবসরের সুবিধা দেওয়া হবে। সে ক্ষেত্রে এখন কর্মীরা যে বেতন কাঠামোর আওতাতেই থাকুন না কেন, প্রত্যেকেই ওই বছরের কাঠামো অনুসারে অর্থ পাবেন।
- রুগ্‌ণ সংস্থাগুলির জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কম দামের আবাসন প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
- যে সব রুগ্‌ণ সংস্থা বন্ধ করার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বা নীতিগত সায় ইতোমধ্যেই মিলে গিয়েছে অথবা যেগুলির ঝাঁপ বন্ধের জন্য আর্জি জানানো হয়েছে, সেগুলির ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

- **দেউলিয়া আইন প্রসঙ্গে :**

সম্প্রতি দেউলিয়া আইন সংশোধনের অধ্যাদেশ জারি হয়েছে। জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইবুনালে (এনসিএলটি) যাওয়া সংস্থাগুলিকে চাঙ্গা করার প্রস্তাব পাশের পদ্ধতিও সহজ হয়েছে। দেউলিয়া আইন সংক্রান্ত পর্ষদের চেয়ারম্যান এম এস সাহুর দাবি, সংস্থা গুটিয়ে নেওয়া নয়, তাকে চাঙ্গা করাই দেউলিয়া আইনের উদ্দেশ্য। সংশোধিত আইনে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি সংস্থার বর্তমান মালিকও নিজের সংস্থা কেনার জন্য নিলামে অংশ নিতে পারবেন। এক ঝলকে :

- সংস্থা চাঙ্গা করার প্রস্তাবে ঋণদাতাদের কমিটির ৬৬% ভোট পেলেই চলবে। আগে ছিল ৭৫%।
- ফ্ল্যাট, বাড়ির ক্রেতারা এবং কোনও সংস্থার স্থায়ী আমানত বা ঋণপত্রে টাকা ঢেলেছেন, এমন লগ্নিকারীরা পাওনাদার হিসাবে গণ্য হবেন।
- তারা যেতে পারবেন এনসিএলটিতে। ঋণদাতাদের কমিটিতেও ওই সব ক্রেতা ও লগ্নিকারীর প্রতিনিধিত্ব থাকবে।
- ঋণ অনুৎপাদক সম্পদে পরিণত হয়েছে, এমন সংস্থা কিনলেও ক্রেতার গায়ে তিন বছর পর্যন্ত ঋণখেলাপির তকমা পড়বে না।

- **প্রধানমন্ত্রী আবাস প্রকল্পে বাড়ির মাপ ৩৩% বৃদ্ধি :-**

গত ১২ জুন ঘোষিত আবাসন মন্ত্রকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বার্ষিক আয় ১২ লক্ষ থেকে ১৮ লক্ষ টাকা হলে, ২০০ বর্গ মিটারের ফ্ল্যাট কেনার জন্য গৃহঋণের সুদে ২.৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ভরতুকি দেওয়া হবে। এত দিন এই প্রকল্পে এমআইজি টু (মিডল ইনকাম গ্রুপ টু) ক্রেতাদের ফ্ল্যাটের মাপের ঊর্ধ্বসীমা ছিল ১৫০ বর্গ মিটার। এমআইজি ১ (মিডল ইনকাম গ্রুপ ওয়ান) ক্রেতাদের ক্ষেত্রে এই ঊর্ধ্বসীমা ছিল ১২০ বর্গ মিটার। তা বেড়ে দাঁড়াল ১৬০ বর্গ মিটার। চলটি মাসেই অগ্রাধিকারের তালিকায় থাকা ঋণের আওতায় গৃহঋণের ঊর্ধ্বসীমা মেট্রো শহরে ২৮ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৩৫ লক্ষ টাকা এবং অন্য জায়গায় ২০ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ২৫ লক্ষ টাকা করেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

- **অসামরিক বিমান পরিবহণে নতুন পদক্ষেপ :**

কলকাতার এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলের (এটিসি) সামনে খুলে গেল মায়ানমারের আকাশ। গত ১৬ জুন থেকে সে দেশের আকাশে থাকা বিমানের গতিবিধি ধরা পড়তে শুরু করল এই শহরের এটিসির কম্পিউটর স্ক্রিনে। দু'দেশের মধ্যে চুক্তির ফলেই এই 'ট্রান্সবর্ডার ডেটা শেয়ারিং' শুরু হল। এত দিন আকাশপথে মায়ানমার ও ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত কলকাতা এটিসি দেখতে পেত। অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের দাবি, এ বার বিমান চলাচল সামলাতে সুবিধা হবে কলকাতার। পরে 'ভিএইচএফ' প্রযুক্তির লেনদেন চালু হলে মায়নমায়ের আকাশে থাকা পাইলটের সঙ্গে কথাও বলতে পারবেন কলকাতার অফিসারেরা। এত দিন কলকাতা ও পোর্ট ব্লেয়ারের মাঝে ৪০০ নটিক্যাল মাইল আকাশ দেখতে পেতেন না কলকাতা এটিসির অফিসারেরা। মায়ানমারের যন্ত্রের সাহায্যে সেটিও দেখা যাবে। তবে উন্নত মানের যন্ত্র না থাকায় মায়নামার কলকাতার আকাশ দেখতে পাবে না। বাংলাদেশ-নেপালের সঙ্গে একই বিষয়ে চুক্তি নিয়ে কথা চলছে। বিমান মায়ানমার থেকে ভারতে ঢোকার আগে সে দেশ থেকে ফোনে জানানো হ'ত। রোজ গড়ে প্রায় পাঁচশো বিমান কলকাতায় ঢোকে। এত দিন কখনও ফোনে জানাতে দেরি হ'ত, কখনও ফোনের তথ্যের সঙ্গে রেডারের তথ্য মিলত না।

- **জিএমের সিএফও দিব্যা সূর্যদেবরা :**

বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গাড়ি সংস্থা জেনারেল মোটরসের (জিএম) আর্থিক পরিচালনার (সিএফও) স্টিয়ারিংও হাতে নিলেন এক মহিলা।

জন্মসূত্রে ভারতীয় দিব্যা সূর্যদেবরা। সেই সঙ্গে গাড়ি শিল্পে তৈরি হল নতুন নজির। যেখানে সংস্থার সিইও (মেরি বাররা) এবং সিএফও, দুই শীর্ষ পদেই থাকবেন মহিলা। সেই গাড়ি শিল্পে, যেখানে তার বেশির ভাগ বিজ্ঞাপনে পুরুষালি আবেদনের হাতছানি। অধিকাংশ বহুজাতিক সংস্থার শীর্ষ পদেও বরাবর আস্থা পুরুষদের প্রতিই। এই মুহূর্তে বেশ কিছু বহুজাতিক সংস্থার শীর্ষপদে রয়েছেন মহিলারা। পেপসিকোর ইন্দ্রা নুয়ি থেকে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নির্মাতা লকহিড মার্টিনের সিইও মেরিলিন হিউসন। কিন্তু এই সংখ্যাও হাতে গোনা। সেই অর্থে দিব্যাও এক বিপ্লব। মার্কিন গাড়ি শিল্পের আঁতুরঘর ডেট্রয়েটের সংস্থা জি এম অবশ্য এ ব্যাপারে অনেকটাই এগিয়ে। ২০১৪ সাল থেকে সংস্থার সিইও-র দায়িত্ব সামলাচ্ছেন মেরি। সেখানেই পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে সিএফও পদে আসবেন বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট (কর্পোরেট ফিনান্স) দিব্যা।

নুয়ির মতো দিব্যারও জন্ম চেন্নাইয়ে। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্যে স্নাতক, স্নাতকোত্তরে পড়ার পরে পাড়ি আমেরিকায়। ২২ বছর বয়সে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ পাশ। ইউবিএস, পিডব্লিউসি ঘুরে ২০০৫ সালে যোগ দেন জিএমে। তখন তার বয়স ২৫ বছর। এর মধ্যে ২০০৮ সালের মন্দায় দেউলিয়া জিএম মার্কিন ত্রাণ প্রকল্পের সাহায্যে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। হাল ধরেন মেরি। সিএফও-র দায়িত্ব নেওয়ার পরে সেই মেরিকেই 'রিপোর্ট' করবেন দিব্যা।

- **আমাজনের এক প্রকল্পের মাথায় এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত :**

গুগলের সুন্দর পিচাই, মাইক্রোসফটের সত্য নাদেলা আর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ('হু')-র সৌম্যা স্বামীনাথনের পর ফের একটি বহুজাতিক সংস্থার শীর্ষ পদে এলেন এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত। আমাজন, বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে ও জেপি মর্গ্যান চেজ অ্যান্ড কোম্পানির যৌথ স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্পের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) হলেন হার্ভার্ডের শল্য চিকিৎসক ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত সাংবাদিক অতুল গাওয়ানড়ে। অতুলের বাবা, মা দুজনেই ছিলেন ডাক্তার। সাত দশক আগে তারা ভারত থেকে চলে যান আমেরিকায়। অতুলের জন্ম নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিনে। খুব কম খরচে স্বাস্থ্যবিমার সুযোগসুবিধা আমজনতার কাছে পৌঁছে দিতে ওই তিনটি সংস্থা মিলে গড়া একটি নতুন সংস্থা চালু করছে ওই স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প। অতুলকে তারই সর্বময় কর্তা করা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিমার যৌথ প্রকল্প সামলাতে তাকে একই সঙ্গে বেছে নিয়েছেন আমাজনের জেফ বেজস, বার্কশায়ারের ওয়ারেন বাফে এবং জেপি মর্গ্যানের জ্যামি ডিমন। সংস্থাটির সদর দফতর বস্টনে।

৫২ বছর বয়সি অতুল বিশ্বের স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্পের এক জন প্রথম সারির বিশেষজ্ঞ। ন'বছর আগে মার্কিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত তার 'দ্য কস্ট কোনান্ড্রাম' শীর্ষক প্রবন্ধটি আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। ওই গবেষণামূলক নিবন্ধে অতুল চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন, অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় স্বাস্থ্যবিমার খরচ কেন আমেরিকার কয়েকটি জায়গায় অনেকটাই বেশি। ওই প্রবন্ধটির জন্য অতুল আমেরিকার 'ন্যাশনাল ম্যাগাজিন অ্যাওয়ার্ড' পান। ২০১৪ সালে প্রকাশিত হয় তার বই- 'বিয়িং মর্টাল: মেডিসিন অ্যান্ড হোয়াট ম্যাটার্স ইন দ্য এন্ড'। সেই বইয়ে অতুল স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে প্রবীণদের অবহেলিত হওয়ার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। ধরে ধরে দেখিয়ে দিতে পেরেছিলেন আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশে সরকারি স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্পগুলি কেন প্রবীণদের পক্ষে প্রত্যাশামাফিক সহায়ক হয়ে ওঠেনি কেন সহায়ক হয়ে উঠতে পারেনি।

- **পিএফ নিয়ে কেন্দ্রের কড়া নিয়ম :**

সংস্থার নিজস্ব প্রভিডেন্ট ফান্ড (এগ্‌জেম্পটেড ফান্ড) পরিচালনার ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগে কড়া পদক্ষেপ করল কেন্দ্র। কর্মীদের সুদ কম দেওয়া এবং রিটার্ন জমা না দেওয়ার অভিযোগে সারা দেশে প্রায় ৩২৫-টি সংস্থার এগ্‌জেম্পটেড ফান্ড পরিচালনার অধিকার বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ৮৫-টি সংস্থা রয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনারদের কাছে এই সংক্রান্ত নির্দেশ পৌঁছে গিয়েছে।

সাধারণ ভাবে বিভিন্ন সংস্থার পিএফ পরিচালনা করে আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড দফতরগুলি। কিন্তু কিছু সংস্থা নিজেদের পিএফ নিজেরাই পরিচালনা করে। তাদেরই বলা হয় এগ্‌জেম্পটেড ফান্ড। তারা কর্মীদের থেকে কাটা টাকা এবং কর্তৃপক্ষের দেওয়া সমান পরিমাণ অর্থ আঞ্চলিক পিএফ দফতরে জমা দেয় না। সংস্থায় কর্মী এবং কর্তৃপক্ষ মিলে গঠিত অছি পরিষদ তাদের পিএফ পরিচালনা করে। তবে আঞ্চলিক পিএফ দফতরকে ওই সব সংস্থার উপর কড়া নজর রাখতে হয়। তারা এগজেম্পটেড সংস্থায় অফিসার পাঠিয়ে নজরদারিও চালায়। তা ছাড়া প্রতি মাসে রিটান জমা দিয়ে তহবিলের বিনিয়োগ সহ বিভিন্ন তথ্য দিতে হয় সংস্থাগুলিকে।

খেলা

✧ পুরুষদের হকিতে চ্যাম্পিয়ান্স ট্রফির পরিবর্তে ২০১৯ সালে শুরু হতে চলেছে হকি প্রো লিগ (HPL) । তার আগে, গত ২৩ জুন নেদারল্যান্ডস-এর ব্রেডা-য় পুরুষদের হকি চ্যাম্পিয়ান্স ট্রফির ৩৭ তম তথা শেষ প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। পয়লা জুলাইয়ের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া ভারতকে হারিয়ে দিয়ে এনিয়ে ১৫বার চ্যাম্পিয়ান্স ট্রফি জিতে নিল। আয়োজক নেদারল্যান্ডস তৃতীয় স্থানে। এছাড়াও প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় পাকিস্তান, আর্জেন্টিনা ও বেলজিয়াম।

✧ শাকিব-আল-হাসান, তামিম ইকবালরা যা পারেননি, তা করে দেখালেন সালমা খাতুন, সানজিদা ইসলামরা। মেয়েদের এশিয়া কাপ ক্রিকেটে টানা ছ'বারের চ্যাম্পিয়ন ভারতের বিজয়রথ থামিয়ে নতুন চ্যাম্পিয়ন হিসেবে উঠে এল বাংলাদেশ। কুয়ালালামপুরে গত ১০ জুন ফাইনালের শেষ বলে দু'রান নিয়ে দলকে রুদ্ধশ্বাস জয় এনে দেন জাহানারা আলম।

- **বর্ষসেরা ভারতীয় ক্রিকেটার বিরাট কোহালি :**

গত দুই মরসুমের জন্য দেশের বর্ষসেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পেলেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহালি। গত ১২ জুন বেঙ্গালুরুতে বোর্ডের

অনুষ্ঠানে তার হাতে পলি উমরিগড় ট্রফি তুলে দেন ভারতীয় দলের প্রধান কোচ রবি শাস্ত্রী। এই অনুষ্ঠানে ভারতীয় ক্রিকেটে সারা জীবনের অবদানের জন্য বাংলার কিংবদন্তি ক্রিকেটার পঙ্কজ রায়কে জীবনকৃতি সম্মান দেওয়া হয়। কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি তার পুত্র প্রণব রায়ের হাতে তুলে দেন বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত সচিব অমিতাভ চৌধুরি। এ ছাড়াও এ দিন বোর্ড ও আইসিসি-র প্রাক্তন প্রধান প্রয়াত জগমোহন ডালমিয়ার নামে একাধিক পুরস্কার দেওয়া হয় এই অনুষ্ঠানে। এই অনুষ্ঠানে বোর্ডের বার্ষিক মনসুর আলি খান পটৌডি স্মারক বক্তৃতা দেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক কেভিন পিটারসেন।

- **ফুটবলের আন্তঃমহাদেশীয় কাপ চ্যাম্পিয়ান ভারত :**

গত ১০ জুন রাতে মুম্বাই ফুটবল এরিনায় ভারত অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী দুরন্ত ফুটবল খেলে আন্তঃমহাদেশীয় কাপে ভারতকে চ্যাম্পিয়ান তো করলেনই (ভারত-২/কেনিয়া-০)। একই সঙ্গে জাতীয় দলের জার্সি গায়ে মেসিকে ধরে ফেললেন গোল সংখ্যায়। এ দিন জোড়া গোলের সুবাদে এই টুর্নামেন্টে চার ম্যাচে ৮ গোল হয়ে গেল সুনীলের। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ম্যাচে গোলসংখ্যায় লিয়োনেল মেসিকেও ধরে ফেললেন সুনীল। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সেই মুহূর্তে মেসির গোলসংখ্যা ৬৮। ভারতীয় দলের জার্সিতে এ দিন সুনীলও ৬৪ গোল করে ফেললেন। তাও আবার মেসির চেয়ে কম ম্যাচ খেলে। আর আন্তঃমহাদেশীয় কাপ জেতায় আগামী ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়েও আরও কিছুটা উপরে যাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা পেতে পারে স্টিভন কনস্ট্যান্টাইনের ভারত।

- **শততম টি-২০ ম্যাচে জয় ভারতের :**

আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুই টি-২০ ম্যাচের সিরিজ। গত ২৭ জুন ডাবলিনে তার শুরুটা দাপটেই হল। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টি-২০ ম্যাচই ছিল এই ফরম্যাটে ভারতের শততম ম্যাচ। আর সেই ম্যাচ অনায়াসে জিতল ভারত। রোহিত শর্মা ও শিখর ধবনের ওপেনিংয়ে উঠেছিল ১৬০ রান। যা এই ফরম্যাটে ভারতের দ্বিতীয় সর্বাধিক জুটি। আয়ারল্যান্ড সেই রানই তুলতে পারল না। 'রিস্ট স্পিন' খেলতে না পেরে নয় উইকেটে ১৩২ রানে থামল তারা। শততম টি-২০তে ৭৬ রানে জিতল ভারত। 'চায়নাম্যান' কুলদীপ যাদব নিলেন চার উইকেট। লেগস্পিনার যুজবেন্দ্র চাহাল নিলেন তিন উপকেট। দুই স্পিনার মিলে ৫৯ রানে নিলেন সাত উইকেট। দুই স্পিনারের ঘূর্ণিতেই দিশেহারা দেখাল আয়ারল্যান্ড ব্যাটসম্যানদের। এর পর ২৯ জুনের দ্বিতীয় ম্যাচটিও ছিল ডাবলিনে। যা কিনা ১৪৩ রানে জিতে নিল ভারত। ২০০৫ সাল থেকে এই ফরম্যাটে প্রচলিত ক্রিকেটবিশ্বে। পূর্ণ সদস্যদের মধ্যে ভারতই সবচেয়ে শেষে শততম টি-২০ খেলবে। যে দেশে আইপিএল হয়, সেই দেশের নিরিখে কম টি-২০ খেলা রীতিমতো অবাক করার মতোই তথ্য।

- **আইসিসি-র ওডিআই র‍্যাঙ্কিং :**

সদ্য প্রকাশিত হল আইসিসি-র ওয়ান ডে র‍্যাঙ্কিং তালিকা। র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে রয়েছে ইংল্যান্ড। মর্গ্যানদের পয়েন্ট ১২৪। স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে অবাক হার ছাড়া শেষ সাত ওয়ান ডে সিরিজের ছ'টিতে জিতেছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও চলতি সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে জিতেছে ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ডের থেকে দু'পয়েন্ট কম নিয়ে দু'নম্বরে রয়েছে বিরাট কোহালিরা। শেষ ২৭-টি ওয়ান ডের মধ্যে ২১-টিতেই জিতেছে ভারত। ভারতের থেকে ৯ পয়েন্ট কম পেয়ে তিন নম্বরে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। দক্ষিণ আফ্রিকার থেকে মাত্র এক পয়েন্টে পিছিয়ে চার নম্বরে রয়েছে নিউজিল্যান্ড। এই মুহূর্তে তারা রয়েছে ১১২ পয়েন্টে। যদিও শেষ সিরিজে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছে তারা।

পাঁচ নম্বরে পাকিস্তান। নিউজিল্যান্ডের থেকে দশ পয়েন্ট কম রয়েছে তাদের। শেষ সিরিজে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫-০তে হেরে যায় তারা। পাকিস্তানের সঙ্গে একই পয়েন্ট নিয়ে ছয় নম্বরে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এক সময় দুনিয়া কাঁপানো টিম অস্ট্রেলিয়া ২০১৮ সালে এখনও পর্যন্ত কোনও সিরিজ জিততে পারেনি। হেরেছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ দুই ম্যাচেও। ১৯৮৪ সালের জানুয়ারি মাসে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে শেষ বার এতটা নিচে নেমেছিল অস্ট্রেলিয়া। এই মুহূর্তে বিশ্বে সাত নম্বরে বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট দল এখন আট নম্বরে রয়েছে। এক সময় বিশ্বজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখন ৯ নম্বরে। দশ নম্বরে রয়েছে সদ্য টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেক হওয়া আফগানিস্তান। রশিদদের দেশ ওয়ান ডে-তে সবেমাত্র পথ চলা শুরু করেছে।

- **বিশ্বকাপের স্টেজ ইভেন্টে দীপিকা কুমারীর সোনা :**

তিরন্দাজি বিশ্বকাপের তৃতীয় স্টেজে নিজের হারিয়ে যাওয়া ফর্ম ফিরে পেলেন তিরন্দাজ দীপিকা কুমারী। ছ'বছর পর জার্মানির মিশেল ক্রোপেনকে ৭-৩এ হারিয়ে সোনা তো জিতলেনই সঙ্গে ফাইনাল পর্বের জন্যও যোগ্যতা অর্জন করে নিলেন। যেটা হবে এই বছরের শেষে। গত ২৫ জুন মহিলাদের রিকার্ভ ইভেন্টে বাজিমাত করলেন দীপিকা। এর আগে চারবার বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছেন দীপিকা। চার বারই জিতেছেন রুপো। সেটা ২০১১, ২০১২, ২০১৩ ও ২০১৫। তুরস্কের সামসুনে বসতে চলেছে এ বারের ফাইনাল রাউন্ড। দীপিকা এই নিয়ে সাতবার ফাইনাল পর্বে খেলতে নামবনে। পদকের তালিকায় ভারত অবশ্য চতুর্থ স্থানে শেষ করেছে। তিন নম্বরে আমেরিকা। তার আগে রয়েছে কলম্বিয়া ও চাইনিজ তাইপে। এশিয়ান গেমসে যাওয়ার আগে বার্লিনে চতুর্থ বিশ্বকাপে যাবে ভারতীয় তিরন্দাজ দল ১৬ থেকে ২২ জুলাই বসবে এই প্রতিযোগিতার আসর। এশিয়ান গেমস অগস্ট-সেপ্টেম্বরে।

- **চেন্নাইয়ের প্রজ্ঞানানন্দ বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ গ্র্যান্ডমাস্টার :**

বয়স মাত্র ১২ বছর ১০ মাস ১৩ দিন। আর এই বয়সেই দাবায় গ্র্যান্ডমাস্টার হয়ে গেল চেন্নাইয়ের আর প্রজ্ঞানানন্দ। বিশ্বনাথন আনন্দের শহর পেল আরও এক গ্র্যান্ডমাস্টার। তবে প্রজ্ঞানানন্দের কৃতিত্ব হল, দাবার ইতিহাসে দ্বিতীয় কনিষ্ঠতম গ্র্যান্ডমাস্টার হল সে। মাত্র তিন মাসের ফারাকের জন্য ফসকে গেল কনিষ্ঠতম গ্র্যান্ডমাস্টারের শিরোপা। ১৯৯০ সালে ইউক্রেনের সের্জে কারাজকিন ১২ বছর সাত মাস বয়সে গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েছিল। ইতালির অর্টিসেইয়ে গ্রেডিনে ওপেন খেলার সময় এই শিরোপা অর্জন করে প্রজ্ঞানানন্দ। গত ২৩ জুন সেখানে অষ্টম রাউন্ডে ইতালির গ্র্যান্ডমাস্টার লুকা মোরোনি জুনিয়রকে হারায় সে। তবে তা যথেষ্ট ছিল না তৃতীয় জিএম নর্ম পাওয়ার জন্য। নবম রাউন্ডে ২৪৮২ রেটিংয়ের উপরে থাকা কারওর বিরুদ্ধে খেলতে হ'ত তাকে। নেদারল্যান্ডসের ২৫১৪ রেটিংয়ের প্রুইজসার্সের সঙ্গে ড্র করার পর

দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ গ্র্যান্ডমাস্টার হয় প্রজ্ঞানানন্দ। ২০১৭ সালে ওয়ার্ল্ড জুনিয়র্সে প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম পেয়েছিল সে। গ্রিসে এক রাউন্ড-রবিন প্রতিযোগিতায় পেয়েছিল দ্বিতীয় নর্ম। এখন ২৫০০ রেটিং পেরিয়ে গেল সে।

- **ফরাসি ওপেন :**

বিশ্বের এক নম্বর মহিলা টেনিস খেলোয়াড় তিনি। তবু গ্র্যান্ড স্ল্যামের পালক ছিল না তার মুকুটে। গত ৯ জুন অবশেষে সেই অভাব পূরণ করলেন রোমানিয়ার সিমোনা হালেপ। যিনি এর আগে তিনবার গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে উঠেও কখনও জিততে পারেনি। Roland-Garros (রোলাঁ গারোস)-এ চতুর্থ বারের চেষ্টায় সফল হলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্লোয়ান স্টিফেন্সের কাছে প্রথম সেটে হারার পরে শেষ দুই সেটে তাকে মাত্র পাঁচটি গেম জিততে দিয়ে ম্যাচ বার করে নেন ২৬ বছর বয়সি হালেপ।

অন্যদিকে, রাফায়েল নাদাল। ২০০১-এ পেশাদার কেরিয়ার শুরু। গত ১০ জুন রোলাঁ গারোসে ১১ বার চ্যাম্পিয়ন হলেন। বিশ্বের এক নম্বর হিসেবে এই নিয়ে তৃতীয় বার তিনি ফরাসি ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হলেন। এ ছাড়া দু'নম্বর হিসেবে পাঁচ বার, বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে চার নম্বর হিসেবে নেমে দু'বার এবং বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে পাঁচ নম্বর হিসেবে এক বার জিতেছেন (২০০৫)। ৩২ বছর বয়সি স্প্যানিশ তারকা ১৭ নম্বর গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন। রজার ফেড়েরারের (২০) পরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের রেকর্ড আরও মজবুত করলেন ক্লে-কোর্টের সম্রাট। মার্গারেট কোর্টের পরে দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে কোনও একটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ১১ বার জেতার রেকর্ড করলেন নাদাল। মার্গারেট ১১ বার সিঙ্গলস জিতেছেন অস্ট্রেলীয় ওপেনে।

প্রকৃতি ও পরিবেশ

✧ আবার হাজির বিশ্ব পরিবেশ দিবস (৫ জুন)। রাষ্ট্রপুঞ্জ এ বছর থিম হিসেবে প্লাস্টিক-দূষণকেই বেছে নেয়। মূল অনুষ্ঠানের আয়োজক দেশ ভারত। ক্রমবর্ধমান প্লাস্টিক-দূষণ। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের প্লাস্টিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রতি বছর ভারতে এক কোটি ২৮ লক্ষ টন প্লাস্টিক বর্জ্য তৈরি হয়। বিশ্বে বিভিন্ন সাগর ও মহাসাগরে ৮০০ কোটি টন প্লাস্টিক ভেসে বেড়াচ্ছে এবং এই প্লাস্টিকের দূষণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে স্থল ও জলের জীববৈচিত্র।

- **ভারতের জলসঙ্কট প্রসঙ্গে নীতি আয়োগ :**

দেশে পানীয় জলের জোগান কেমন, তার ব্যবহারই বা কতটা সঠিক, এ রকমই নানা বিষয় খতিয়ে দেখে 'কম্পোজিট ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইনডেক্স' নামে একটি রিপোর্ট তৈরি করেছে নীতি আয়োগ। কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রী নিতিন গড়কড়ী এই রিপোর্টটি প্রকাশ করেছেন। আয়োগ জানিয়েছে, ২০২০ সালের মধ্যে দিল্লি, চেন্নাই, বেঙ্গালুরুর মতো দেশের প্রধান ২২-টি শহরের ভূগর্ভস্থ জল নিঃশেষিত হবে। এর সঙ্গে, জনবিস্ফোরণের ফলে ২০৩০ সালের মধ্যেই দ্বিগুণ হবে জলের চাহিদা। যে ২২ শহরের জলের সঙ্কট তীব্র আকার ধারণ করেছে, সেগুলির মধ্যে রয়েছে, দিল্লি, চেন্নাই, মুম্বাই, বেঙ্গালুরু, নাগপুর, হায়দারাবাদ, সাগর, কোয়মবত্তুর, শোলাপুর, বিজয়ওয়াড়া, ঔরঙ্গাবাদ, উজ্জয়নী, ভোপাল, লাতুর, কোচি, গুড়গাঁও, ইন্দোর, অমরাবতী।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, পর্যাপ্ত পানীয় জল পাচ্ছেন না দেশের প্রায় ৬০ কোটি মানুষ। পানীয় জলের সমস্যা প্রতি বছর কেড়ে নেয় প্রায় দু'লক্ষ মানুষের প্রাণ। নীতি আয়োগের রিপোর্টে কিন্তু জোড়া সমস্যার ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন সেচ ব্যবস্থা, পানীয় জলের বন্টন কিংবা জলাশয় ব্যবহারের মতো ২৮-টি সূচক খতিয়ে দেখে, বিভিন্ন রাজ্যের অবস্থান চিহ্নিত করেছে নীতি আয়োগ। দেখা যাচ্ছে, জলসম্পদের সঠিক ব্যবহারে প্রথম স্থানে রয়েছে গুজরাত। এর পরে মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র। পশ্চিমবঙ্গের অবশ্য কোনও তথ্য ওই রিপোর্টে নেই।

- **বন্যার সতর্কতা নিয়ে গুগল-ভারত চুক্তি :**

বন্যার আগাম সতর্কবার্তা দিতে এবার গুগলের সঙ্গে চুক্তি সই করল সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন (সিডব্লিউসি)। এই চুক্তির ফলে এক দিন আগে নয়, তিন দিন আগে সতর্কবার্তা দেওয়া সম্ভব হবে। এ বছর পরীক্ষামূলকভাবে এই প্রযুক্তি চালু হবে। সফল হলে সেই চুক্তিই পাকাপাকি হবে বলে কেন্দ্রীয় জলসম্পদ দফতর সূত্রে খবর। নিজস্ব প্রযুক্তিতে বর্তমানে বন্যার এক দিন আগে সতর্কবার্তা দিতে পারে সিডব্লিউসি। কিন্তু তাতে বন্যা মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতি হিসেবে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের সরিয়ে নিয়ে যেতে অনেক দেরি হয়ে যায়। এবার সিডব্লিউসি তাদের নিজস্ব প্রযুক্তি গুগলকে ব্যবহার ও বিশ্লেষণ করার অনুমতি দেবে। তার সঙ্গে নিজেদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও তথ্য পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য বন্যা কবলিত এলাকার একটি ম্যাপ তৈরি করবে। বন্যার তিন দিন আগেই সেই ম্যাপ তৈরি হবে এবং তা সিডব্লিউসি-কে জানিয়ে দেবে। সেই মতো সতর্কবার্তা জারি করবে কেন্দ্র। আর তারপরই শুরু হবে আগাম বন্যা মোকাবিলার কাজ।

- **এসি-র আদর্শ তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি :**

এয়ার কন্ডিশনার (এসি)-র তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রিতে থাকলে বিদ্যুতের অপচয় ১৮ শতাংশ কমানো যায়। কারণ, প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের পরিমাণ কমে। তাতে যে শুধুই সরকারের লাভ হয়, তাই নয়; বিদ্যুতের খরচ বাঁচে সাধারণ মানুষেরও। এই কারণে সরকার এয়ার কন্ডিশনারের তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে রাখতে বলে টুইটারে ব্যাখ্যা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী আর কে সিং। মন্ত্রী বলেছেন, ভারতে যেহেতু বিদ্যুৎ উৎপাদনের অনেকটাই হয় তেল, কয়লা পুড়িয়ে, তাই এয়ার কন্ডিশনার চালাতে বিদ্যুতের খরচ কম হলে তেল আর কয়লা বাঁচে। আর তেল, কয়লা পোড়ালে যেহেতু পরিবেশ, প্রকৃতি ভরে ওঠে বিষাক্ত গ্রিনহাউস গ্যাসে, তাই বিদ্যুৎ কম খরচ করে এসি চালালে দূষণের মাত্রাও অনেকটা কমে যায়। আমাদের শরীরের তাপমাত্রা থাকে সাধারণত ৩৬ থেকে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। কিন্তু আমরাই আরও ঠান্ডা হতে এসির তাপমাত্রা আরও কমিয়ে ১৮ থেকে ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে করে রাখি। যা অস্বাস্থ্যকরও বটে। উল্লেখ্য, প্যারিস জলবায়ু চুক্তির সর্বশেষ বৈঠকে ভারত কথা দিয়ে এসেছে তেল, কয়লা পুড়িয়ে বাতাসে বিষ ঢেলে দেওয়ার পরিমাণ ২০৩০ সালের মধ্যে ২০০৫-এর চেয়ে ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ কমাবে। তার জন্য বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার কমানো দরকার। এসি তার অন্যতম।

সংকলন : রমা মণ্ডল ও পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

প্রধানমন্ত্রীর বার্তা

সম্প্রতি সরকারের বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পের সুবিধাভোগী তথা উদ্দিষ্ট ক্ষেত্রের মানুষদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আলাপ-আলোচনা হয়। এই বার্তালাপের মূল উদ্দেশ্য সুবিধাভোগী, বিশেষত যারা দরিদ্র শ্রেণির, তাদের কাছ থেকে সরাসরি তাদের মতামতের পাশাপাশি জেনে নেওয়া কীভাবে তারা এই সব প্রকল্প দ্বারা উপকৃত হয়েছেন।

বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা

- প্রধানমন্ত্রী বলেন যে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সাধ্যের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে সরকার সচেষ্ট।
- দরিদ্র, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের নাগালের মধ্যে ওষুধপত্তর পৌঁছে দিতে ও তাদের আর্থিক বোঝা কমাতে 'প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি পরিযোজনা'-র সূচনা।
- সরকার সারা দেশে ৩৬০০-টিরও বেশি 'জনঔষধি কেন্দ্র' খুলেছে; সেখানে ৭০০-র বেশি ওষুধ পাওয়া যায় সুলভমূল্যে।

- হৃৎপিন্ডের জন্য স্টেন্ট-এর দাম প্রায় ২ লক্ষ টাকা থেকে কমে হয়েছে ২৯ হাজার টাকা।
- 'প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ডায়ালিসিস প্রোগ্রাম'-এর আওতায় সব মিলিয়ে ৫০০-টির বেশি জেলায় ২.২৫ লক্ষ রোগীর জন্য ২২ লক্ষেরও বেশি সংখ্যক ডায়ালিসিস সেশান সম্পন্ন হয়েছে।
- মিশন ইন্দ্রধনুষের আওতায় ৫২৮-টি জেলার প্রায় ৩.১৫কোটি শিশু ও ৮০ লক্ষ গর্ভবতী মহিলার টিকাকরণ।
- শয্যা, হাসপাতাল ও ডাক্তারদের সংখ্যা বাড়াতে নতুন ৯২-টি মেডিকাল কলেজ স্থাপন এবং ডাক্তারির পঠনপাঠনের জন্য স্নাতক বা MBBS-এ স্তরে আরও ১৫ হাজারটি আসন বাড়ানো হয়েছে।
- 'আয়ুষ্মান ভারত'-এর মাধ্যমে ১০ কোটি পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বিমার আওতায় আনা হবে।

যুব উদ্ভাবক ও 'স্টার্ট-আপ' উদ্যোগপতিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা

- প্রধানমন্ত্রী বলেন ভারতের demographic dividend (জনসংখ্যায় যুবদের আনুপাতিক সংখ্যা বেশি হওয়ার সুবিধা)-কে কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর সরকার।
- উঠতি উদ্যোগপতিদের 'স্টার্ট-আপ' ও যুবদের উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে অর্থাভাব ঘোচাতে সরকার ১০ হাজার কোটি টাকার 'তহবিলের তলবিল' গড়েছে।
- স্টার্ট-আপ সংস্থাগুলো যাতে সরাসরি সরকারকে তাদের পণ্য বিক্রি করতে পারে, সেজন্য Start-Up India Portal- এর সঙ্গে Government-e- Marketplace (GEM) সংযুক্ত করা হয়েছে।
- ছয়টি শ্রম আইন ও তিনটি পরিবেশ সংক্রান্ত আইন সংশোধন করা হয়েছে যাতে কিনা যুব উদ্যোগপতিদের তরফ থেকে জমা দেওয়া দস্তাবেজ স্বশংসায়িত হলেও তা গ্রহণযোগ্য হয়।
- স্টার্ট-আপ ও সংশ্লিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের সমস্ত তথ্য একছাতার তলায় এনে উদ্যোগপতিদের জন্য Start-Up India Hub নামক একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে।

- সরকার 'অটল নিউ ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ', 'স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন' ও অ্যাগ্রিকালচারাল গ্র্যান্ড চ্যালেঞ্জ'-এর মতো বিভিন্ন প্রতিযোগিতার সূচনা করেছে। তরুণ প্রজন্মকে গবেষণা ও উদ্ভাবনে উৎসাহ দিতে সারা দেশে আটটি 'রিসার্চ পার্ক' ও আড়াই হাজার 'অটল টিংকারিং ল্যাব' স্থাপন করা হচ্ছে।
- 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র পাশাপাশি 'ডিজাইন ইন ইন্ডিয়া'-ও অত্যাবশ্যক। 'ভারতে উদ্ভাবন'-কে গণআন্দোলনের আকার দিতে প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে ডাক দেন। নাগরিকদের কাছে #InnovateIndia-র মাধ্যমে নিজেদের উদ্ভাবন ও ভাবনাচিন্তা জানানোর জন্য উৎসাহিত করে।

'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'-র সুবিধাভোগীদের আলাপ-আলোচনা

- প্রধানমন্ত্রী বলেন যে 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'-র অর্থ শুধুমাত্র ইট গাঁথা নয়, এর উদ্দেশ্য জীবনের মানোন্নয়ন ও স্বপ্নপূরণ।
- ২০২২ সালে এদেশ যখন স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন করবে, তার মধ্যে যেন প্রত্যেকটি ভারতীয়ের মাথার উপর যাতে ছাদ থাকে, এই মর্মে সরকার সচেষ্ট।
- সরকারের লক্ষ্য 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'-র আওতায় গ্রামীণ এলাকায় তিন কোটি ও শহরাঞ্চলে এক কোটি বাড়ি বানানো। ইতোমধ্যেই শহুরে এলাকায় ৪৭ লক্ষ ও গ্রামাঞ্চলে এক কোটিরও বেশি বাড়ি বানানোর জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
- বাড়ির আয়তন ২০ বর্গ মিটার থেকে বাড়িয়ে ২৫ বর্গ মিটার করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বাড়ানো হয়েছে অনুদানের অঙ্কও ; আগেকার ৭০-৭৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১.২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত।
- 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা' নাগরিকদের মানসম্মানের সঙ্গে জড়িত; এই প্রকল্পে বিশেষভাবে মহিলা, দিব্যাঙ্গ, তপশিলি জাতি/উপজাতি, অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজনদের জন্য মাথার ওপর ছাদের ব্যবস্থা করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।
- 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা' কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এক লক্ষ রাজমিস্ত্রিকে। এর পাশাপাশি ক্ষমতায়ণের লক্ষ্যে অনেক রাজ্যে মহিলাদেরও এই কাজের জন্য প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে। ❑

হাল ছেড়ো না বন্ধু ...

প্রতিযোগিতার পূর্ব শর্তই হল হার-জিত। আজ যে বাজি জিতল, খোঁজ নিলে দেখা যাবে আগেরবার সে হয়তো ব্যর্থ হয়েছিল। ডব্লুবিসিএস-এর কোন একটা পর্যায়ে একবার ব্যর্থ হওয়ার অর্থ আরও একবছরের হতাশ-বিষাদ। ঘরে গঞ্জনা, বাইরে লাঞ্ছনা। সবকিছুই যেন বিবর্ণ-ধূসর, মনের ভিতর পুঞ্জিভূত বেদনা নিজের অজান্তেই চোয়ালকে শক্ত করে তোলে, মনে হয় আজই প্রমাণ করে দিই— আমি ফুরিয়ে যাইনি, আমিও পারি। কিন্তু ডব্লুবিসিএস এক মহারণ, চাই শুধু ধৈর্য আর ধৈর্য।

মনে রাখতে হবে 'সাফল্য আর ব্যর্থত্য' — এই দুই নিয়েই জীবন। অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণের পথে ব্যর্থতা আসতেই পারে, তা বলে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না, ব্যর্থতাকে স্পোর্টিংলি নিতে হবে। খুঁজে বার করতে হবে ব্যর্থতার কারণগুলি। কথায় আছে Failures are divided into two classes - those who thought and never did, and those who did and never thought অর্থাৎ শুধুমাত্র চিন্তা বা প্রচেষ্টা সাফল্য এনে দিতে পারে না, সাফল্যের জন্য দরকার সঠিক চিন্তা-ভাবনা সহযোগে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। ব্যর্থতা যদিও বা আসে, তবে তা থেকে নিতে হবে প্রকৃত শিক্ষা। জ্ঞানী-গুণীরা তাই বলেন, There are no mistakes or failures, only lessons, কারণ Failures are the seeds of one's most glorius successes. আরও একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে, সাফল্য তখনই আসবে যদি না তুমি লড়াইয়ের ময়দান থেকে পালিয়ে যাও। তাইতো বলা হয়, Use the losses and failures as a reason for action, not inaction. হাল ছাড়লে চলবে না, লেগে থাকতে হবে। লেগে থাকলে সাফল্য আসবেই আসবে, আজ না হয় কাল। ডব্লুবিসিএস প্রস্তুতির প্রতিটি স্তরের জন্য **অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন** যে উৎকৃষ্টতম গাইডেন্স প্রদান করছে এখানকার চমকপ্রদ সাফল্যেই তার প্রমাণ মিলছে।

এরকম অকল্পনীয় সাফল্যের পিছনে দুটি ফ্যাক্টর কাজ করছে। এক, কোর্সটি কনসিভ, ডিজাইন করা থেকে শুরু করে প্ল্যানিং-স্ট্র্যাটেজি ফর্মুলেশন—সম্পূর্ণ কাজটি অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পন্ন করেন ডব্লুবিসিএস অফিসারদের একটি ডেডিকেটেড টিম। বেশির ভাগ ক্লাসই নেন তাঁরা। লেসন প্ল্যান অনুযায়ী প্রতিটি ব্যাচের সারা মাসের রুটিন আগেভাগে ছাত্র ছাত্রীদের জানানো হয়। প্রতিদিন থাকে ন্যূনতম একটি করে ক্লাসটেস্ট। সিলেবাসের কভারেজ অনুযায়ী নেওয়া হয় লেভেল টেস্ট, যার দ্বারা প্রার্থীদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রস্তুতির মাত্রা যাচাই করা হয়। পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য নেওয়া হয় বিশেষ যত্ন। আর থাকে WBCS পরীক্ষার অনুরূপ ২০০ নম্বরের ভেরী সিমিলার টেষ্ট বা VST। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের VST এর সুনাম আজ সর্বজনবিদিত। এ বছরের নতুন সংযোজন APS বা অ্যাকাডেমিক প্র্যাকটিস সেট। প্রতিটি বিষয়ের ওপর একহাজারেরও বেশী MCQ নিয়ে তৈরী APS। কেন্দ্রীয় স্তরে বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্ন কিংবা বিভিন্ন স্টেট সিভিল সার্ভিসের অরিজিনাল প্রশ্ন নিয়ে APS গুলি সংকলিত হয়েছে। APS গুলি শুধুমাত্র অ্যাকাডেমিকের ছাত্রছাত্রীদের বিতরণ করা হয় বিনামূল্যে, খোলা বাজারে এগুলি পাওয়া যাবে না। WBCS স্ক্যানারের ওপর নেওয়া হয় বিশেষ ক্লাস। প্রিলি বা মেনসের আগে প্রকাশিত হয় মকটেস্টের বই। এখানেই শেষ নয়, প্রতিটি বিষয়ের জন্য দেওয়া হয় বইয়ের আকারে কনসাইজ এবং কমনযোগ্য স্টাডিম্যাট। এই সমস্ত নিয়েই তৈরী হয়েছে সাফল্যের এক কমপ্লিট প্যাকেজ। অ্যাকাডেমিকের সিস্টেমের সাথে একাত্ম হতে পারলে সাফল্য শুধু সময়ের অপেক্ষা। ২০১৯ কে স্বপ্ন পূরণের টার্গেট করতে চাইলে এখনই করা দরকার 'শুরুর মতো শুরু'। বাড়িতে খাপছাড়া প্রস্তুতি নয়, অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের এক্সপার্ট গাইডেন্সের তত্ত্বাবধানে চলতে থাকুক প্রস্তুতির কর্মযজ্ঞ।

WBCS 2019 এর শেষ ব্যাচে ভর্ত্তি চলছে। ক্লাস শুরু শীঘ্রই। আসন সংখ্যা সীমিত।

For MAINS

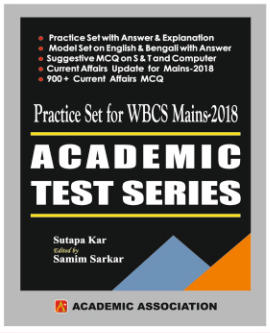

For PRELIM

For PRE & MAINS

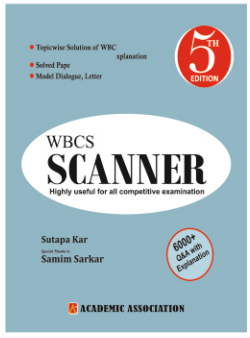

POSTAL COURSE : PRELI & MAINS

দূরবর্তী ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে আমাদের 'Inclusive Postal Course'। পাবেন প্রিলি ও মেনসের প্রতিটি বিষয়ের ওপর কমনযোগ্য উৎকৃষ্ট মানের নোটস। নোটসগুলি তৈরি করেছেন ডব্লুবিসিএস বিশেষজ্ঞরা এবং সম্পাদনা করেছেন **সামিম সরকার**। মেদহীন, টু দ্য পয়েন্ট, আপ-টু-ডেট এবং কোয়ালিটি নোটসগুলি আপনার সাফল্যকে সুনিশ্চিত করবে। **কোয়ালিটির সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করতে না চাইলে আপনার নিশ্চিত গন্তব্য হবে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন**। পোস্টাল কোর্সে রয়েছে— • প্রিলি এবং মেনসের কমনযোগ্য নোটস্ • ১৫০টিরও বেশি ক্লাসটেস্ট এবং মকটেস্ট • ডব্লুবিসিএস অফিসার দ্বারা ইন্টারভিউয়ের জন্য বিশেষ গ্রুমিং সেশন • প্রিলি এবং মেনস্-এর জন্য স্ট্র্যাটেজি এবং নেগেটিভ কন্ট্রোলের বিশেষ ক্লাস।

Academic Association

53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073

Website : www.academicassociation.in Study Center ✱Uluberia-9051392240

✱Berhampur-9474582569 ✱Darjeeling-9832041123 ✱Barasat-9073587432 ✱Siliguri-9474764635

9038786000
9674478600
9674478644

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 22.00

July, 2018
R.N.I. No. 19740/69

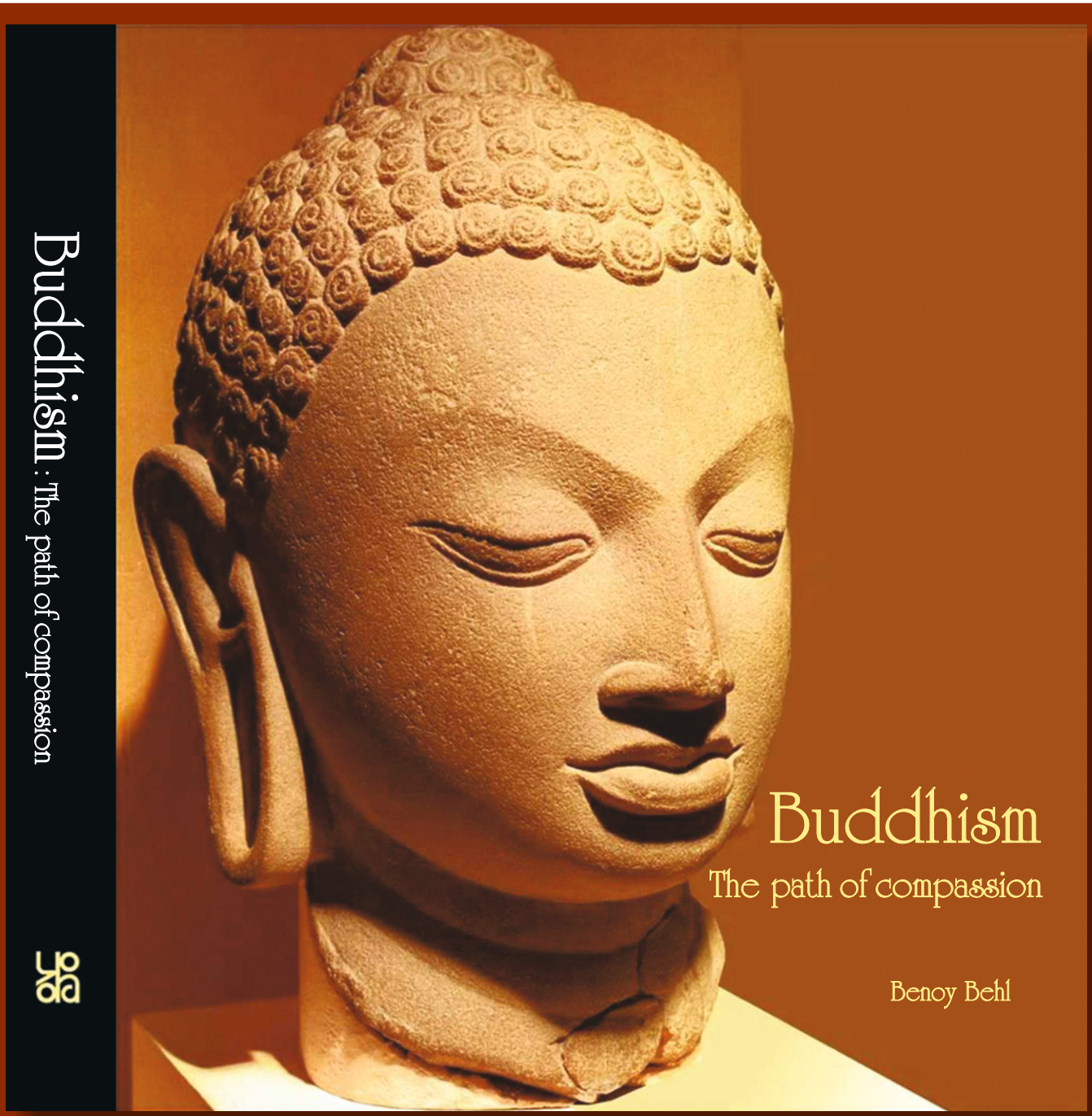

Buddhism
The Path of Compassion

A unique book !

Depicting the Buddhist Heritage of the World

By Benoy K. Behl

Publications Division
Government of India

238 Photographs!
By India's famous cultural photographer

130 Buddhist Sites Covered in 17 countries

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯ থেকে প্রকাশিত এবং
পপুলার আর্ট প্রিন্টার, ১ মুক্তারাম বাবু সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৭ থেকে মুদ্রিত।